রক্তনদী দক্ষিণ রেচক হইতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় শরীর ঘুরিয়া আবার তথায় পুনরাগত হয়, এই হেতু পণ্ডিতেরা রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়াকে রক্তের চক্রাবর্ত্ত গতি বলিয়া থাকেন। চক্রাবর্ত্ত গতি দ্বিবিধ। প্রথমটী ক্ষুদ্র, তাহা হৃদয় যন্ত্রের মধ্যেই চলিতেছে, দ্বিতীয়টী বৃহৎ তাহা সমুদায় শরীর ব্যাপিয়া কার্য্য করিতেছে। অত্যন্ত নিকৃষ্ট জাতীয় ইতর জন্তুদিগের হৃদয় যন্ত্র নাই। উদ্ভিদ শরীরে রস যেমন সঞ্চারিত হয়, ইহাদের শরীরে রক্তও সেইরূপ। উত্তরোত্তর উচ্চতর জীব শ্রেণীতে কাহার হৃদয়ে একটী গহ্বর, কাহার দুইটী, কাহার তিনটী মাত্র দেখা-যায়। মানুষের হৃদয়ে প্রকোষ্ঠ চারিটী, কিন্তু গর্ভস্থ শিশুর দুইটী মাত্র বলা যায়। তাহার রক্ত দক্ষিণ পূরক হইতে এককালে বাম পূরকে যায়। তাহার শ্বাস কার্য্যের প্রয়োজন নাই, একারণ বৃথা যন্ত্রও নাই। ইহার মধ্যে আবার একটী আশ্চর্য্য এই, জরায়ুর দক্ষিণ ও বাম পূরকের মধ্যে রক্ত গমনাগমনের যে ছিদ্র থাকে, ভুমিষ্ঠ হইলেই তাহা বুজিয়া যায়; কারণ তাহা থাকিলে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হয়।

হৃদয়ের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ঢাকুনী গুলির ব্যবস্থা বড় চমৎকার। এক এক প্রকোষ্ঠ হইতে রক্ত বহির্গত হইবার সময় এই ঢাকুনি গুলি খুলিয়া পথ দেয়, কিন্তু রক্ত ফিরিয়া আসিতে গেলেই দ্বার বন্ধ করিয়া ফেলে। এরূপ ব্যবস্থা না হইলে যে রক্ত বিশুদ্ধ হইবে, তাহা মলিন রক্তের সহিত মিশিয়া বিকৃত হইয়া যাইত এবং মলিন হইতে বিশুদ্ধ রক্ত পৃথক্ থাকিতে পারিত না।

হৃদয় কেবল রক্তের আধার নয়, কিন্তু রক্তের পরিচালক। সমুদায় শরীরে যে রক্ত গমনাগমন করে, সে কেবল হৃদয়ের চালনাতে। আমরা বক্ষস্থলে হাত দিলেই অনুভব করি, তাহার মধ্যে হৃদয় ধুক্ ধুক্ করিতেছে। ঘড়ীর দমে যেমন কাঁটা চলে, হৃদয়ের দমে সেইরূপ রক্ত চলিয়া জীবন কার্য্য নির্ব্বাহ করে। চিকিৎসকেরা যে নাড়ী দেখেন, তাহা আর কিছুই নহে, এই হৃদয়ের দম হাতের ধমনীতে অনুভব হয়। হৃদয় সর্ব্বক্ষণ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতেছে। হৃদয়ের আশ্চর্য্য গঠনে এইরূপ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে ইহা মাংসপেশী দ্বারা নির্ম্মিত। এই মাংস-

পেশীর সূত্র ত্রিবিধ, বাহিরে লম্বা টানার মত, মধ্যে আড়া আড়ি পড়েনের মত, ভিতরে বক্রাকৃতি। রক্ত একবার হৃদয়ের মধ্যে আসিলেই হৃদয় রবরের মত যেমন একদিকে প্রসারিত হয়, অন্যদিকে চাপিয়া সঙ্কুচিত হয়। এই আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ত সঞ্চালন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। এই কার্য্যের প্রত্যেক অংশ আলোচনা করিলে জগদীশ্বরের অপার কৌশল, আশ্চর্য্য শক্তি এবং অনন্ত করুণা হৃদয়ঙ্গম করিয়া হৃদয় ভক্তিস্রোতে প্লাবিত হয়।

মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়দিগের সভা।

মনোবৃত্তিগণ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহাদিগের সাধারণ প্রভু মনুষ্যের অত্যাচার ও দুর্ব্ব্যবহারে বহুদিন বিরক্ত হইয়া গোপনে গোপনে হাহুতাস করিত, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় না দেখিয়া তাহারা স্থির করিল একটী প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া আপনাদিগের দুঃখ সকল আলোচনা এবং তৎপ্রতীকারের উপায় করা যাউক।

সুবিখ্যাত মানসিক বৃত্তি বুদ্ধি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি সভারম্ভ সূচক কয়েকটী কথা বলিয়া বিবেককে ডাকিলেন এবং বলিলেন "তোমার কি কষ্টের কথা আছে সর্ব্বাগ্রে বর্ণন কর।"

বিবেক বলিতে লাগিলেন—"সভাপতি মহাশয়! আমি আমার প্রভুকে ন্যায়ানুগত উপদেশ দিবার জন্য মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হইয়াছি। তিনি যে নিয়মানুসারে চলিবেন তাহা ব্যাখ্যা করা, তাঁহাকে ন্যায়ান্যায়ের প্রভেদ দেখাইয়া দেওয়া, ন্যায়ের কার্য্য করিলে তাঁহার প্রশংসা করা এবং অন্যায় করিলে দমন ও দণ্ডবিধান করা এই সকল আমার কর্ত্তব্য। আমি কিছুমাত্র বেতন বা পুরস্কার না লইয়াও তাঁহার জন্য এই সকল কঠিন ও গুরুতর কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু প্রভু আমার প্রতি কিরূপ আচরণ করেন? আমার সদুপদেশে কৃতজ্ঞ না হইয়া তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিতেও অস্বীকৃত, এবং যখন আমার কথা না শুনিয়া থাকিবার যো নাই তখন কর্ণকুহর অঙ্গুলিদ্বারা রুদ্ধ করেন। কখন কখন তিনি আমার মুখে মুখোস দেন এবং তাহাতেও আমি বলিতে না ছাড়িলে আমাকে কুৎসিত মাদক

সেবন করাইয়া অচেতন করিবার চেষ্টা পান। তিনি আমার উপদেশে এমন ভয় ও ঘৃণা করেন, যে যতবার সুযোগ পান আমার কাছ ছাড়া হইয়া থাকেন এবং আমি যখন কাছে ঘেঁসি, গা ঢাকা দেন। সংক্ষেপে এই বলিতে পারি আমি যেন তাঁহার অতি বড় শত্রু, তিনি আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করেন।"

সভাপতি বলিলেন "কিন্তু তুমি তাঁহাকে কখন কখন কি ধমকাও না?" "আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি তাঁহাকে কেবল উপদেশ দিতে নিযুক্ত হই নাই; কিন্তু যখন তিনি আমার উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া বিপথগামী হইবেন, তখন তাঁহাকে শাসন করাও আমার কর্ত্তব্য। যখন তাঁহার কার্য্য দণ্ডযোগ্য হয়, তখন আত্মগ্লানির কণ্টকে তাঁহাকে বিদ্ধ করি, এবং অনুতাপ দণ্ডেও তাঁহাকে তাড়না করি। কিন্তু সে স্থলে বৈর নির্যাতন উদ্দেশ্য নহে, তাঁহার কল্যাণ সাধনই আমার অভিপ্রেত। তাঁহার অসদাচরণ যেমন দূষণীয়, তেমনি আমার দুঃখের কারণ। যাহাতে আত্মগ্লানি বা অনুতাপ অনলে তাঁহাকে দগ্ধ হইতে না হয়, এমন পথ তিনি অবলম্বন করিলে আমার সুখের পরিসীমা থাকে না।"

বিবেক তাঁহার আসন পুনর্গ্রহণ করিলে স্মৃতি গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি বলিলেন "আমার অগ্রে যে বক্তা আত্মদুঃখ নিবেদন করিলেন, আমার পদ তদপেক্ষা নিম্নতর সন্দেহ নাই; কিন্তু মহাত্মা বিবেককেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আমার কার্য্য অতি উচ্চ, এত উচ্চ যে এতদ্ব্যতীত তিনি সম্পূর্ণরূপে আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন না। আমাদের প্রভুকে গত বিষয় স্মরণ করিয়া দেওয়া আমার কার্য্য। তিনি যাহা কিছু দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, পড়িয়াছেন, বলিয়াছেন এবং করিয়াছেন আমাকে সে সকলি তাঁহার মনে পুনর্জাগ্রৎ করিয়া দিতে হয়। আমি না থাকিলে তিনি তাঁহার মাতৃভাষা উচ্চারণ করিতে পারেন না এবং তাঁহার সন্তান গণের মুখ ও নামও ঠাওরাইতে পারেন না। কৃপণ যেমন তাহার সিন্দুকে ধন সংগ্রহ করে, আমিও তেমনি যে কোন বিষয়ে প্রভু মনোযোগী এবং সুখী হন, তাঁহার সমুদায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া রাখি—এবং আমি তাঁহার এমনি সেবানুরক্ত যে আমার ভাণ্ডারে

যাহা কিছু আছে, চাহিবামাত্র সকলি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ দিতে প্রস্তুত। তিনি আমাকে কেবল ভাণ্ডার গৃহ করুন্, আমার স্কন্ধে যত পরিমাণ দ্রব্য চাপাইয়া দিন, তাহাতে আমি আপত্তি করি না। বরং দ্রব্যসকল মূল্যবান্ হইলে, যত অধিক পরিমাণ হয়, ততই আমি সন্তুষ্ট হই। কিন্তু আমার আপত্তি ও দুঃখ এই যে তিনি আমাকে তুঁষের গোলা অথবা পাঁশ ও জঞ্জালের ঝুড়ী করিয়াছেন। আমার বড় সাধ, গভীর বিদ্যা, হিতকর জ্ঞান, সাধু বাক্য এবং শুভ কার্য্য দ্বারা পূর্ণ হই; কিন্তু আমার প্রভুর এমনি ব্যবহার যে আমার সে সকল অভিলাষ পূর্ণ করিতে দেন না, যত রাজ্যের কুৎসিত বিষয়, দুশ্চিন্তা, অনর্থক কথা এবং জঘন্য কার্য্য সংগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ আমাকে নিয়োগ করেন। একি সামান্য অত্যাচার? একটী রাজপ্রাসাদকে শুণ্ডিকালয়, ধর্ম্মমন্দিরকে ক্রীড়ার স্থান এবং চিত্রশালিকাকে পোর্দ্দারের দোকান করিতে দেখিলে সকলেই তাহা অন্যায় কার্য্য বলিবেন। কিন্তু আমার প্রতি যেরূপ দুর্ব্যবহার হয়, এ সকল দৃষ্টান্ত তৎপক্ষে অতি সামান্য। এরূপ অপমান আমার অসহ্য এবং ইহার প্রতীকারের জন্য আমি ব্যাকুলিত, ইহাতে কি আশ্চর্য্য জ্ঞান করেন?"

তৎপরে কল্পনা দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু সভাপতি বলিলেন "যা কিছু পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহাতে সকল মনোবৃত্তির দুর্দ্দশা বুঝিতে পারা যাইতেছে।" তিনি আরো বলিলেন "ভবিষ্যতে যখন আমরা সত্য বিবরণ শেষ করিয়া কল্পনা শুনিতে অবসর পাইব, তখন কল্পনার কথা শ্রবণ করা যাইবে। আপাততঃ ইন্দ্রিয় সকলের দুঃখের কাহিনী কিছু শ্রবণ করা ন্যায়-সঙ্গত।"

এই কথা শুনিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয় গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহার নিজের এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আক্ষেপ বাক্য শুনিবার জন্য সভ্যমণ্ডলীকে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন "আমাদের কাহারও বক্তৃতা করিবার অভ্যাস নাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটী ভদ্রলোক আছেন, তিনি আমাদের এবং আপনাদের বন্ধু অন্ততঃ সহচর ভৃত্য বটেন। তাঁহার অনর্গল বলিবার ক্ষমতা আছে, অতএব যদি অনুমতি হয় তিনি তাঁহার নিজের এবং আমাদের হইয়া দুকথা বলেন?"

এই অনুরোধ সভ্যগণের গ্রাহ্য হইলে বাগিন্দ্রিয় অগ্রসর হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"সভাপতি মহাশয়! আমি মনোবৃত্তিও নহি, ইন্দ্রিয়ও নহি, কিন্তু আমাকে সভ্য মহোদয়গণের সম্মুখে যে উপস্থিত হইতে অবসর দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আমার আর পাঁচটী বন্ধু আপনাদিগের জন্য কিছু বলিতে সাহসী হইতেছেন না, অতএব আমি তাঁহাদের অনুকূলে দুকথা বলিব। আমি এই সকল ভদ্র লোকের কাছে বাস করি এবং ইহাঁদের একটীর সহিত বিশেষ যোগ থাকাতে প্রভুর আস্বাদনের কার্য্য করিয়া থাকি, অতএব তাঁহারা সকলে যে কার্য্য করেন এবং যেরূপ পুরস্কার পান তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি অনেক দিন চিন্তা ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে আপনার এবং অন্যান্য মনোবৃত্তির প্রতি আমাদের প্রভুর ব্যবহার যে রূপ লজ্জাকর, আমার এবং এই পাঁচটী বন্ধুর প্রতি তদপেক্ষা অধিক। মনোবৃত্তি সকল অত্যাচারগ্রস্ত হইলে ভর্ৎসনা করিতে পারেন, এমন তাঁহাদের ক্ষমতা আছে। বিবেক অত্যাচারীকে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ করিতে থাকেন, স্মৃতি গতানুশোচনায় অন্তরকে বিদ্ধ করেন, কল্পনা ভয়ঙ্কর চিন্তা ও আশঙ্কা উপস্থিত করিয়া তাড়না করিতে পারেন; আর মহাশয়! আপনার যেরূপ উচ্চ বিচার ক্ষমতা, আপনি মনে করিলেই তাহাকে স্বীয় দরবারে উপস্থিত করিতে পারেন, এবং তাহাকে নির্ব্বোধ সপ্রমাণ করিয়া তাহার নিজের চক্ষেই তাহাকে ঘৃণিত করিতে পারেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের এবং আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের এ প্রকার কোন উপায় নাই। আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায়, আমাদিগকে সর্ব্বস্থানে ও সকল সময়ে প্রভুর আজ্ঞাবহ ক্রীত দাসের ন্যায় কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু বিচার দেখুন মহাশয়! তিনি ভাল মানুষ দেখিয়া আমাদিগকে কি জঘন্য শোচনীয় বন্দীর অবস্থায় রাখিয়াছেন!

চক্ষু কোথায় সুন্দর ও মহৎ পদার্থ সকলের ছবি গ্রহণ করিবে, না তৎপরিবর্ত্তে প্রভুর জন্য ভীষণ ও কুৎসিত বস্তু সকল দর্শন করিতে বাধিত হয়। কর্ণ কোথায় আনন্দকর ধ্বনি এবং সাধু কথা সকলে পরিপূর্ণ হইবে, না যুদ্ধের কর্কশ নাদ, পরনিন্দার বিকৃতস্বর এবং কুপ্রবৃত্তি উদ্দীপক সঙ্গীতে পূর্ণ হয়। আমার বন্ধু স্বাদেন্দ্রিয় পান ও অপরিমিত

ভোজনে নিয়োজিত হইয়া কি দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন! ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয় প্রতিদিন জঘন্য বিষয় সকলের সংসর্গে কি কলঙ্কিত হইতেছে না? আমার নিজের বিষয় আর কি বলিব? কে না জানে যে আমি প্রতিদিন কত মিথ্যা, প্রতারণা, চাটুকরিতা, পরনিন্দা ও শাপান্ত করিতে বাধ্য হই। আমি প্রভুর কাছে আসিয়াছিলাম যে তিনি আমা দ্বারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবেন, সত্য কথা বলিবেন এবং পরস্পরের সহিত সদ্ভাব ও দয়ালুতার বিনিময় করিবেন। কিন্তু প্রভু আমার এপ্রকার দুর্ব্যবহার করিয়াছেন যে আমার সুনাম বিনষ্ট হইয়াছে এবং আমি 'সাংঘাতিক বিষপূর্ণ ভয়ঙ্কর কালসর্প' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি। কেবল ইহাতেই শেষ হইল না, কেহ কেহ বলেন আমি 'সৃষ্টিনাশক অগ্নি এবং নরকাগ্নিতে প্রজ্বলিত।' যাহাহউক আমার নিজের কষ্টের কথা দূর হউক, আমি যাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব করিতে উত্থিত হইয়াছি, তাঁহাদের বিষয় পুনরারম্ভ করা যাউক।"—

জিহ্বা এই পর্য্যন্ত বলিয়া আরও বলিতে অগ্রসর হইতেছেন, এমত সময়ে সভাপতি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে বসিতে সঙ্কেত করিলেন। তিনি দেখিলেন বক্তা যেরূপ বাচাল, তাহাতে বাধা না দিলে সমস্ত রাত্রি বাক্য বর্ষণ করিয়াও নিবৃত্ত হইবার নন। তিনি মন্তব্য স্বরূপ বলিলেন "ইন্দ্রিয়গণ যে দারুণ অত্যাচার সহ্য করিতেছে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। এক্ষণে সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা বিধেয় তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু কথিত হইতেছে।"

এই কথায় জিহ্বা অপ্রস্তুত হইয়া পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিলেন। তখন সভাপতি মহাশয় বলিতে লাগিলেন "আমাদিগের দুঃখ যন্ত্রণা জগতের গোচর করিবার জন্য এবং আমাদিগের স্বপক্ষে সাধারণের পোষকতা লাভ করিবার জন্য আমি ভ্রাতা ও সহচরগণের সহিত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক একমত হইয়া চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু আমি স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছি যে সাধারণে যা বলুন আর যা করুন, আমাদিগের প্রভু যে বিচলিত হইয়া আমাদিগের প্রতি ন্যায়াচরণ করিবেন সে প্রত্যাশা অল্প। তিনি সাধারণের মত বুঝেন, তাহাদিগের প্রশংসা ভাল বাসেন এবং নিন্দার ভয় করেন তাহার

সন্দেহ নাই। তিনি সাধারণের মত নিতান্ত বিরুদ্ধ দেখিলে ইন্দ্রিয়গণ এবং তাহাদিগের সহকারীর প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ্য অত্যাচারের হ্রাস করিতে পারেন; কিন্তু লোকের প্রশংসা নিন্দায় তিনি যে বিবেক ও স্মৃতি প্রভৃতির মর্ম্মব্যথা দূর করিবেন তাহা কখনই বোধ হয় না। তাঁহার যে এক কুমন্ত্রী আছে, সে সাধারণের বাক্য গ্রাহ্য করে না। উহার নাম ইচ্ছা। তিনি এই গর্ব্বিত স্বেচ্ছাচারী কর্ম্মচারী দ্বারা আমাদিগকে শাসিত করিয়া অজ্ঞাতসারে আপনিই উহার দাসত্ব স্বীকার করিতেছেন। ঐ কুমন্ত্রীর কুমন্ত্রণাতেই আমাদিগের প্রতি এত অত্যাচার হয়, বস্তুতঃ ঐ অব্যবস্থিত সর্দ্দার কর্ম্মচারীই বাটীর সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল, আছে এবং বরাবর থাকিবে। অতএব ঐ দুরাত্মাকে হীনবল এবং তাহার প্রবৃত্তি ও রুচি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত না হইলে আমাদিগের মঙ্গলের আশা নাই। আরও দেখা যাইতেছে যে স্বর্গীয় ক্ষমতা ভিন্ন পার্থিব কোন ক্ষমতায় ইচ্ছাকে দমন করিতে পারে না, অতএব আমার বিবেচনায় আমাদিগের অভিযোগ সাধারণের বিচারে অর্পণ না করিয়া ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করা হউক, তিনিই আমাদিগের একমাত্র উপায় ও ভরসা।"

অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাভঙ্গ হইল।

আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক।



আলেক্ জাণ্ডার সেলকার্ক নির্জ্জন জোয়ান ফার্ণাণ্ডেজ দ্বীপে একাকী পতিত হইয়া যেরূপ মনের কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা

যায় না। কিন্তু ঈশ্বরের করুণায় অত্যন্ত দুঃখের অবস্থার মধ্যেও সুখের আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবিত হয়। সেলকার্ক ছাগ মেষাদি বনের পশুর সহিত বন্ধুতা করিয়া অনেক পরিমাণে সুখী হইয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করিতেন, আবার তাঁহার সহচর পশুদিগকে চারিদিকে নাচাইয়া আমোদিত হইতেন। নিম্ন লিখিত কয়েকটী কবিতা তাঁহার এই অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

অপার সাগরে, এঘোর প্রান্তরে,
বিজনে একাকী যাপিতেছি দিন।
যাহা কিছু দেখি আমার অধীন।
আমি রাজ্যেশ্বর, ভূচর খেচর,
অনুচর মোর আছে রাত্রি দিন।

নাচিতে নাচিতে, ডাকিতে ডাকিতে
চারিদিকে দেখি ছুটেছে সাগর,
কম্পিত ধরণী, কম্পিত অন্তর,
পশুরা চীৎকার, করে অনিবার,
চারি দিক যেন করে থর থর।

থেকে লোকালয়ে, এ পোড়া হৃদয়ে,
বুঝি নাই কভু মানব কি ধন,
হাতে পেয়ে নিধি করিনে যতন।
নরের সুন্দর, রূপ মনোহর,
আজি যত ভাবি কেঁদে উঠে মন।

কোথা জন্ম ভূমি, পড়ে আছ তুমি,
চক্ষে যেন আজ দেখি গো তোমায়,
উড়ে উড়ে মন সেই দিকে ধায়।
তোমার সুন্দর, গিরি সরোবর, (১)
আজ মন প্রাণ হরে লয়ে যায়।

হরে মন প্রাণ, হৃদয় পাষাণ,
ফেটে দুনয়ন আজ বহে জল,
আজ জন্মভূমি বক্ষে বহে জল,
পাখা যদি পাই, বেগে উড়ে যাই,
ব্যাকুল হৃদয় করিগে শীতল।

কোথায় আমার, প্রিয় পরিবার,
একে একে সবে দেখি যে নয়নে,
এত সুধা সেথা জানি না স্বপনে।
আগেতে জানিলে, এ দুঃখ সলিলে,
ভাসিতাম কিরে কভু এজীবনে?

নীচ প্রাণী যত, সদা অনুগত,
অশনে শয়নে এরা সহচর,
ভালবেসে সেবা করে নিরন্তর।
ইহাদেরি সনে, আনন্দিত মনে,
নেচে গেয়ে সুখে জুড়াই অন্তর!

বিষণ্ণ বদনে, যখন নির্জ্জনে,
ফেলি অশ্রুজল, একাকী বসিয়া,
চারিদিকে ঘেরে, ইহারা আসিয়া।

(১) স্কটলণ্ড দেশের পর্ব্বত ও হ্রদ। যার পর নাই মনোহর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কেহ গা চাটিয়া, কেহবা নাচিয়া,
দুঃখ শোক মোর, দেয় ভুলাইয়া।

উৎসুক অন্তরে, কাড়া কাড়ি করে,
হস্তের আহার সবে মেলি খায়,
কিবা তার শোভা কে দেখিবে হায়!
ভরিলে উদর ,প্রসন্ন অন্তর,
কত রঙ্গ ভরে নাচিয়া বেড়ায়।

জনক জননী, ভাই কি ভগিনী,—
এ বিজনে এরা সকলি আমার,
ইহারাই মোর প্রিয় পরিবার।
এ দেহ যখন, হইবে পতন,
ফেলিবে সকলে, মিলে অশ্রুধার।

কোথা হে ঈশ্বর, পাষাণ অন্তর
এত দিন পরে চিনেছে তোমায়,
দেখা দিয়া প্রভু রাখ হে আমায়।
এহেন নির্জ্জন, হইবে সজন,
মরুভূমি হবে স্বর্গ পুরী প্রায়!

রসায়ন বিদ্যা।

আমরা অশারীর রসায়ন বিদ্যা হইতে প্রস্তাব আরম্ভ করিব, উপক্রমণিকায় বলিয়াছি। এই ভাগটি অতি প্রধান, কেন না শারীর পদার্থ সকল অশারীর পদার্থ সকলের একত্র সংযোগে উৎপন্ন হয়। আমরা আহারের সঙ্গে প্রতি দিন চিনি ব্যবহার করিয়া থাকি। ইক্ষু, ফল, এবং অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্য হইতে এই পদার্থ আমরা বাহির করিয়া লই। চিনি কি শুদ্ধ চিনিই? উহা কি অন্যান্য পদার্থের একত্র যোগে উৎপন্ন নয়? পাঠিকাগণ শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, এই এক চিনির মধ্যে তিনটি মূল পদার্থ রহিয়াছে, অঙ্গার জান, উদজান এবং অম্লজান। চিনির গুণের তারতম্যে ইহাদের আবার ভাগের তারতম্য হয়।

চিনির মধ্যে তো আমরা শুদ্ধ কয়েকটি মূল পদার্থের যোগ দেখিলাম, দুগ্ধ আটা প্রভৃতি আমাদিগের নিত্য আহারের দ্রব্য গুলি আবার আরো বিমিশ্র পদার্থে উৎপন্ন। দুগ্ধ ১০০০ ভাগের মধ্যে জল ৮৭৩, পনিরময় পদার্থ ৪৮, শর্করা ৪৪, তৈলময় পদার্থ ৩০ এবং লবণ চুণ প্রভৃতি নানাবিধ খনিজ পদার্থ ৫ ভাগ আছে। এই সকল আরও কত মূল পদার্থে বিভাগ করা যায়। আমরা যে রুটি আহার করি, উহা শুদ্ধ আটা মনে হয়; কিন্তু ঐ আটার মধ্যে (Starch) শ্বেতসার (Fat) বসা (Jelly) মধুর রস এবং জল আছে। এই রুটি যদি আবার লবণ দিয়া প্রস্তুত হয়, তবে ঐ লবণের মধ্যে সোডিয়ম নামক ধাতু এবং ক্লোরিন নামা বাষ্প থাকে। এই পর্য্যন্তই শেষ হইল না, শ্বেত সার প্রভৃতিও এক পদার্থে উৎপন্ন নয়। চিনির মধ্যে যে কয়েক পদার্থ আছে, শ্বেতসারের মধ্যে ঐ

কয়েক পদার্থ আছে। আশ্চর্য্য এই যে চিনির ভাগের ন্যায় উহার মধ্যের পদার্থ গুলি মিশ্রিত নয়, এই জন্য উহা চিনির মত মিষ্ট নয়, বা চিনি নয়। এমনি জল প্রভৃতি সকলই মিশ্র পদার্থ। আমরা এক একটি পদার্থ এমনি করিয়া ভাগ করিতে করিতে যখন দেখি যে আর ভাগ করিতে পারা যায় না, তখন সেই পদার্থকে মূল পদার্থ বলি। এই মূল পদার্থকে আমরা দগ্ধ করিতে পারি, অম্ল সংযোগ পরীক্ষা করিতে পারি, ভাঙ্গিতে পারি, কাটিতে পারি, চূর্ণ করিতে পারি, যা ইচ্ছা তাই করিতে পারি। কিন্তু আর উহাকে সূক্ষ্ম মূল পদার্থে বিভক্ত করিতে পারি না। ইহাতে ছোট বা বড় হইতে পারে, কিন্তু ইহাদিগের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না। লোহা লোহাই থাকে, সোণা সোণাই থাকে, অঙ্গারজান বা অঙ্গার অঙ্গারই থাকে। অম্লজান উদজানাদি সকলের সম্বন্ধেও এইরূপ; সুতরাং এ সকলকে মূল পদার্থ বলে।

আমাদিগের পাঠিকাগণ পঞ্চভূতের কথা অবশ্য শুনিয়াছেন। আমাদিগের দেশীয় পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চ ভূত হইতে সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন মনে করিতেন। অন্যান্য দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ শুদ্ধ আকাশকে পদার্থ মধ্যে গণ্য করিতেন না, এই মাত্র অভেদ। এখন পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে ইহার একটিও মূল পদার্থ নহে। মৃত্তিকা নানাবিধ শারীর এবং অশারীর পদার্থে সমুৎপন্ন। অগ্নি আর কিছুই নহে, কোন বস্তু দগ্ধ হইবার একটি ফল মাত্র। বায়ু অম্লজান ও যবক্ষারজান সংযোগ প্রস্তুত হইয়াছে। আকাশ কোন জড় পদার্থ নহে, ইহা একটী মানসিক জ্ঞান। সুতরাং পঞ্চ ভূতের একটিও আর ভূত বা মূল পদার্থ রহিল না।

বর্ত্তমান কালে মাটি হইতে বাসট্টি * মূল পদার্থ জানা গিয়াছে।

ইহার একত্রিশটি ধাতু, যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, দস্তা, শিশা, তাম্র, টিন ইত্যাদি। কতক গুলি ধাতুকে ধাতুর মতন দেখা যায় না, যেমন সোডা, ম্যাগনেসিয়া, পোটাস, অথচ এ সকল ধাতু হইতে সমুৎপন্ন। ম্যাগনেসিয়ম

* এই সংখ্যা চিরদিনই থাকিবে বলা যাইতে পারে না, কেন না এখন যে সকল পদার্থ একপ্রকার বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারা যাইতেছে না, হয় তো কালে তাহাদিগের মধ্যে গূঢ়রূপে একতা আছে জানা যাইবে। বস্তুতঃ দেখিতে পাওয়া যায় প্রাকৃতিক পদার্থ মধ্যে অম্লজান, উদজান, যবক্ষারজান, অঙ্গারজান এবং ধাতুর মধ্যে সিলিসিয়ম এবং আলুমিনিয়মই সমধিক, অন্যান্য পদার্থ তুলনায় অত্যল্প মাত্র। পার্থিব পদার্থে অম্লজান অধিক। জলবায়ু প্রস্তর উদ্ভিজ সকলেতেই অম্লজান রহিয়াছে।

হইতে ম্যাগনেসিয়া, পোটাসিয়ম হইতে পোটাস এবং সোডিয়ম হইতে সোডা।

তেরটি ধাতু নয়। ইহাদিগের কতক গুলি বাস্পাকার, কতক গুলি কঠিন পদার্থ। সচরাচর বাস্পাকারে যে সকল ভূত দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে অম্লজান উদ্জান, এবং যবক্ষারজান প্রধান। কঠিন পদার্থের মধ্যে অঙ্গার বা অঙ্গারজান, গন্ধক এবং ফসফোরস।

একত্রিশটি ধাতব এবং তেরটি অধাতব মূল পদার্থ ভিন্ন আরো আঠারটি মূল পদার্থ আছে। এই আঠারটি মূল পদার্থ হয়তো কালে মিশ্র পদার্থ বলিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িবে। অধুনা উহাদিগকে মূল পদার্থের মধ্যে গণ্য করিয়া সমুদায়ে বাষট্টিটি মূল পদার্থ নির্ণীত হইল। সেঁকোবিষ যাহাতে ইন্দুর মারা যায়, বাতি সাদা হয়, ঔষধ হয়; রসাঞ্জন যাহাতে মুদ্রা জন্য অক্ষর, এবং ঘণ্টা নির্ম্মাণোপযোগী ধাতু প্রস্তুত হয়; টাঙ্গষ্টেন যাহা সূক্ষ্ম বস্ত্রাদিতে অগ্নি না লাগিতে পারে, এজন্য ব্যবহার হয়; প্লাটিনম যাহা রৌপ্যের ন্যায় দেখায় এ সকল তদন্তর্ব্বর্ত্তী।

মিস্ য়াকরয়েড।

এ দেশের মহিলা গণের বিদ্যা শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতি সাধনার্থ মিস্ য়াকরয়েট নাম্নী এক উদারচিত্ত কৃতবিদ্য কুমারী সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে আসিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। য়াকরয়েটেরা লণ্ডনের এক প্রসিদ্ধ ইউনিটেরিয়ান পরিবার। মিস্ য়াকরয়েটের মাতা ও ভগ্নীরা কেশব বাবু যখন ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করিয়াছিলেন। এদেশীয়দিগের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ অনুরাগ। মিস্ য়াকরয়েট অল্প বয়সে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া নিজের ব্যয়ে এত দূর দেশে কেবল পরোপকার উদ্দেশে আসিয়াছেন, ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। আমরা তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না।

এ দেশের বিশেষতঃ এদেশীয় নারীগণের পরম সৌভাগ্য যে এমন উপযুক্ত ও দয়ার্দ্র চিত্ত ব্যক্তিরা এখানে আসেন। পূর্ব্বে জগন্মান্যা মিস্ কারপেণ্টারও ভারতবর্ষে এই উদ্দেশে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার যত্নে অনেক উপকার হইয়াছিল। মিস্ য়াকরয়েটের নিকটে আমরা অধিক প্রত্যাশা করি, কারণ প্রথমতঃ তিনি বাঙ্গালা ভাষা কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছেন এবং আর কিছু দিন অভ্যাস করিলে ঐ ভাষাতে কথোপকথন করিতে সক্ষম হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার অল্প বয়স, সুতরাং মিস্ কারপেণ্টার অপেক্ষা তিনি অধিক পরিশ্রম করিতে পারিবেন এবং

অধিক কাল অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিবেন। তৃতীয়তঃ তিনি যে উক্ত রমণীর ন্যায় কেবল অল্প কালের জন্য এদেশ পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া যাইবেন তাহা নহে। শুনিলাম তাঁহার নাকি এদেশে দীর্ঘ কাল অবস্থান করা অভিপ্রেত। এ সকল কারণে আমাদের প্রগাঢ় আশা হইতেছে যে তাঁহার নিকটে আমাদের ভগ্নীরা সমূহ উপকার লাভ করিবেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য যত উচ্চ এবং তাঁহার হৃদয় পর দুঃখে যত কাতর হউক না কেন, যথোচিত উপায় অবলম্বন না করিলে তিনি বাঞ্ছিত ফল লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। এ পৃথিবীতে উপায়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে কেবল মাত্র দয়ার উত্তেজনাতে সফলযত্ন হওয়া যায় না। এজন্য আমাদের ইচ্ছা হয় যে তিনি সহসা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া বন্ধুদের সৎপরামর্শ গ্রহণ করেন এবং এদেশের যথার্থ অবস্থা অবগত হয়েন। ঔষধ বিধান করিবার পূর্ব্বে রোগ নির্ণয় করা চিকিৎসকের নিতান্ত আবশ্যক। আমরা শুনিলাম যে তিনি বয়স্থা স্ত্রীলোদিগের জন্য একটী বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে যে যে ছাত্রীরা শিক্ষা লাভ করিবেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তথায় অবস্থান করিতে পারিবেন এবং তথায় তাঁহাদের আহারাদি ও তত্ত্বাবধান হইবে। কিম্বা যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিদ্যালয়ে না থাকিয়া প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়া অধ্যয়ন করিবেন। এ প্রস্তাবটী অতি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই, ইহা দ্বারা অস্মদ্দেশের যে একটী গভীর অভাব মোচন হইবে তাহা উন্নত সম্প্রদায়ের সকলেই স্বীকার করিবেন। সকলেই জানেন যে ভগ্ন ঘরের প্রাচীরের উপরিভাগে কেবল 'চুণ কাম'করা যদ্রূপ, এদেশের বালিকা বিদ্যালয়ে বিদ্যা লাভ প্রায় তদ্রূপ, তদ্দ্বারা চরিত্র ও জীবনের স্থায়ী উন্নতি হয় না, বাহিরে কেবল অঙ্ক, ভূগোল, সাহিত্য ও সূচী কর্ম্মের চাক্‌চিক্য দেখা যায়। দুই এক বৎসর পণ্ডিত মহাশয় ও মেমের নিকটে পুস্তকের কয়েক পাতা উল্‌টাইলে আর অধিক কি হইতে পারে? দীর্ঘকাল সুবিজ্ঞ ও ধর্ম্ম পরায়ণ শিক্ষয়িত্রী সহবাসে থাকিয়া জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের উৎকর্ষ সাধন না করিলে বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা অতি অল্পই। আমরা প্রস্তাব করি যে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয় সংক্রান্ত একটী উদ্যান, পুষ্করিণী ও ব্যায়ামের ভূমি থাকে। কেন না জ্ঞান উপার্জ্জনের সঙ্গে মনের স্ফূর্ত্তি ও শরীরের সচ্ছন্দতা নিতান্ত আবশ্যক। বিদ্যালয়ের স্ত্রীলোকের গৃহ কার্য্য সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া উচিত। স্ত্রীলোকেরা কেবল কালিদাস ও পাণিনি হইলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে না, তাঁহাদের পক্ষে পিতা মাতা স্বামী ও বন্ধুর সেবা এবং সন্তান পালন রীতি শিক্ষা করা পরম ধর্ম্ম। ছাত্রীদিগের চরিত্রের

গঠনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিনয়, শীলতা দয়া, ক্ষমা বাৎসল্য, গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও সহিষ্ণুতা, এই সমস্ত গুণ যাহাতে ছাত্রীদিগের চরিত্রকে সুশোভিত করিতে পারে এমন শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। আর একটী আমাদিগের বক্তব্য আছে, ইংরাজি রকম বেশ ভূষা ও বাহ্যিক সভ্যতা যেন শেখান না হয়, উহা হইলে কেবল কতকগুলি কাল মেম সাহেব প্রস্তুত করা হইবে। বিবিদের মত নাচিলে, গাউন পরিলে, ছুরি কাঁটা ধরিয়া মাংস খাইলে এবং বুট পায় দিয়া টক্ টক্ করিয়া চলিয়া বেড়াইলেই যে সুশিক্ষিত ও সভ্য হওয়া যায়, এরূপ সংস্কার নিতান্ত ভ্রম-মূলক। একেত এদেশের স্ত্রীলোকেরা অনেক কাল হইতে কেবল বেশ ভূষা বিলাস লইয়াই ব্যস্ত, তাহাতে আবার যদি নিয়মিতরূপে কেবল বিলাতের বহুমূল্য বাহ্যিক সভ্যতা শিখান হয়, তাহা হইলে অনেক অনিষ্ট হইবে। বিবিদের ভিতরের গুণ গুলি লওয়াই সুবুদ্ধির কার্য্য। তাঁহাদের চরিত্রের মহত্বের অনুকরণ করা নিতান্ত প্রার্থনীয়। বাহ্যিক ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের এই ইচ্ছা যে এদেশীয় স্ত্রী জাতির রীতি নীতির যে যে অংশে অসভ্যতা, নির্লজ্জতা, অভদ্রতা ও অপবিত্রতা আছে, সেই সেই অংশ পরিত্যাগ করা হয় এবং সমাজ বিনাশ না করিয়া সমাজসংস্কার করা হয়। মিস্ য়াকেরয়েট অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের এই কয়েকটী কথায় কর্ণ পাত করিলে আমরা অত্যন্ত বাধিত হই। তিনি কি রূপ কার্য্য করিবেন, তাহা দেখিবার জন্য আমরা আশা পূর্ণ হৃদয়ে প্রতীক্ষা করিতেছি।

নূতন সংবাদ।

১। মিস্ য়াকরয়েড নাম্নী যে ইংরেজ রমণী ভারতবর্ষে আসিতেছেন বলিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে সংবাদ দিয়াছিলাম, প্রায় এক মাস হইল তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইনি ইতিমধ্যে ভারত আশ্রম, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়, বামাহিতৈষিণী সভা প্রভৃতি বিশেষ যত্নের সহিত দর্শন করিয়াছেন এবং যাহাতে এদেশীয় রমণী দিগের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। জগদীশ্বর ইহাঁর সাধু কামনা সিদ্ধ করুন্।

২। গত ৮ই জানুয়ারি হইতে চারি দিবস ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইয়াছে। মিস চেম্বার্লেন, মিস য়াক্রয়েড, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রেবরণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, বাবু রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সস্ত্রীক

বোম্বাই গমন করিয়াছিলেন। তিনি ছয় মাস তথায় থাকিয়া সে দেশে বিবিধ প্রকার জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিলাম এদেশের মহিলাগণের অপেক্ষা বোম্বাইয়ের অনেক রমণী অধিক বিদ্যাবতী।

৪। আমরা আমাদিগের ব্রাহ্মিকা পাঠিকাগণকে অবগত করিতেছি, ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক মহোৎসবের দিন ১১ই মাঘ আগতপ্রায়। এবারকার কার্য্য প্রণালী এই:—

৮ই মাঘ সোমবার সঙ্গত সভার সাংবৎসরিক উৎসব।
৯ " " মঙ্গলবার ব্রাহ্মবন্ধু সভার ঐ।
১০ " " বুধবার নগর সঙ্কীর্ত্তন।
১১ " " বৃহস্পতিবার সাংবৎসরিক মহোৎসব।
১২ " " শুক্রবার কথোপকথন।
১৩ " " শনিবার ইংরাজী বক্তৃতা।
১৪ " " রবিবার ব্রাহ্মিকা সমাজ।
১৫ " " সোমবার উদ্যানে উপাসনা।

বামাগণের রচনা।

বালক।

দেখ বালকের কিবা হরষিত মন।
কিছুতেই নাহি ক্লেশ আনন্দে মগন॥
অসুখের লেশ মাত্র কিছুই জানেনা।
প্রফুল্ল বদনে সদা থাকে অন্যমনা॥
মায়ের ক্রোড়েতে বসি সুখ নীরে ভাসে।
আস্য খানি হাস্য ভরা তিমির বিনাশে॥
কত রূপ ক্রীড়া করে আনন্দ অন্তরে।
আধ আধ করি ডাকে মৃদু মধু স্বরে॥
ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু দেখিতে যা পায়।
ইটি কি ওটি কি বলি মায়েরে সুধায়॥
বাস্তবিক পেলে তার নাম নিরূপণ।
সতৃষ্ণ নয়নে পুনঃ করে নিরীক্ষণ।
সরল হৃদয়ে কিবা করয়ে ভ্রমণ।
দ্বেষ হিংসা পরিশূন্য সদা হৃষ্টমন॥
কিন্তু অল্পদিনে যায় এমন সময়।
জ্ঞানের সহিত হয় দুঃখের উদয়॥

সারদাসুন্দরী রায়।

১৬০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১১৫ সংখ্যা | ফাল্গুণ বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

এদেশীয় নারীগণের ধর্ম্ম ভাব।

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।"
যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ চিরকাল ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার পুরাবৃত্ত, দর্শন, সামাজিক নিয়ম ও পারিবারিক আচার ব্যবহার সকলি ধর্ম্মভাবের পরিচয় দেয়। ধর্ম্মের জন্য যাগযজ্ঞ তপশ্চরণ প্রভৃতি এমন কঠোর সাধন কিছুই নাই, এখানকার লোকে যাহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়াছে এবং ঈশ্বরের জন্য ধন মান সর্ব্বস্ব এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদানে ভারত সন্তানগণ চিরকাল জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে। যৎকালে অপরাপর জাতির মনে ঐহিক বিষয়ের অতীত ভাব প্রবেশ করে নাই, তৎকালে আর্য্যগণ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে পরলোক দর্শন ও তাহার সাধন করিয়াছেন। এই কারণে ভারত মাতা শুকদেব নারদ, ধ্রুব প্রহ্লাদ, বুদ্ধ ব্যাস, নানক চৈতন্য প্রভৃতি অসাধারণ ধর্ম্ম পরায়ণ পুত্রগণকে প্রসব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ভারতের কন্যাগণ কি এ প্রকার দেব প্রকৃতি অধিকার করেন নাই? তাঁহারা কি চিরদিন কেবল স্বামী পুত্র, ধন মান, ঘর সংসার লইয়া মুগ্ধ হইয়া ছিলেন? আমরা উপরে যে শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা আলোচনা করিলেই ইহার সদুত্তর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

"যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি তাহা লইয়া আমি কি করিব?" এই স্বর্গীয় অমূল্য বাক্য একটী হিন্দু রমণীর মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করেন, "ভগবন্! কিরূপে অমর হওয়া যায়? ধনেতে পরিপূর্ণ সমুদায় পৃথিবী যদি আমার হয়, তদ্দ্বারা আমি অমর হইতে পারি কি না?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "ভদ্রে! ইহাতে ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ, তোমার জীবন সেইরূপ হইবে। ধনদ্বারা অমরত্ব লাভের আশা নাই।" মৈত্রেয়ী সুদুঃখিত হইয়া উত্তর করিলেন "যাহা অনিত্য, মৃত্যুর অধীন, যাহা লইয়া আমি অমর হইতে, নিত্য সুখ লাভ করিতে না পারি, এমন সংসার লইয়া আমি কি করিব? তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই।"

ভারতবাসিনী ভগিনীগণ! অনেক যুগ যুগান্তর অতীত হইল, তোমাদিগের সমপ্রকৃতি এক নারী এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। নিতান্ত সংসারাসক্ত বলিয়া তোমাদিগের এত অপবাদ তবে কেন শুনা যায়? পুরুষেরা বলেন, সংসার আমাদিগের প্রতিবন্ধক এবং নারীগণ লইয়াই সেই সংসার। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য কখনই বলা যায় না, কিন্তু ইহার মধ্যে যে কিছু পরিমাণ সত্য আছে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমান কালের রমণীগণ বসন ভূষণ ও সাংসারিক সুখের অভিলাষিণী হইয়া উঠিতেছেন এবং তাঁহাদিগের হস্তে যে পরিবারের অধিকাংশ ভার, তাহাকেও তদনুসারে গঠন করিতেছেন। তাঁহারা সম্পূর্ণ ধর্ম্মশূন্য একথা নিতান্ত অসত্য; প্রত্যুত তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক স্থলে ধর্ম্মভাব যেরূপ জাজ্বল্যমান্ পুরুষদিগের মধ্যে সেরূপ দুর্লভ। কিন্তু যে ধর্ম্মভাব প্রকৃত দেবভাব, নিঃস্বার্থ অসাংসারিক ভাব, স্ত্রীজাতির মধ্যে সে ভাব বড় লক্ষিত হয় না। 'আয়ু দেও, যশ দেও, সৌভাগ্য দেও' ইত্যাদি সাংসারিক কামনা তাঁহাদিগের যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্যের আদ্যন্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এ সকলি অনিত্য, এ সকল দ্বারা অমরত্ব লাভের আশা নাই, সুতরাং এ সকল কামনা যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য থাকে তাহাও অবিশুদ্ধ। একমাত্র নিত্য ধন ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য যে সাধন, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মসাধন। এ দেশে ধর্ম্মোন্নতির পুনরান্দোলন উত্থিত হইয়াছে, ভারতের অনেক পুত্র

ইহার জন্য জীবন সমর্পণ করিতেছেন দেখিতেছি। এ সময় নারীগণ তাঁহাদিগের বহুপূর্ব্বগত ধর্ম্মপ্রাণা মৈত্রেয়ীর অগ্নিময় বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া চিরজীবনের সম্বল ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবং ধর্ম্ম জ্যোতিতে যাহাতে ভারত মাতার সম্পূর্ণ মুখোজ্জ্বল হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে যত্ন করুন্।

গার্হস্থ্যদর্পণ।

অবস্থানুসারে দাস দাসী রাখিতে হয় এবং গৃহকার্য্যে নিযুক্ত দাস দাসীর কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করা গৃহিনীর কর্ত্তব্য। অতএব প্রভু ও ভৃত্য পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের নিয়ম জ্ঞাত থাকা গৃহিনীর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

দাস দাসী রাখিবার সময়ে তাহাদিগের চরিত্র ও কর্ম্মশীলতা উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। যে শ্রেণীর লোকেরা এ কার্য্য করিয়া থাকে তাহাদিগের মধ্যে সচ্চরিত্রলোক দুর্ল্লভ, তথাপি চরিত্র সম্বন্ধে এই কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য যে তাহারা কদাচ অশ্লীল কথা ব্যবহার না করে, তাহাদের লম্পট স্বভাব না থাকে বা না ঘটিয়া উঠে, তাহারা মিথ্যা-বাদী না হয় এবং তাহাদের চৌর্য্য প্রবৃত্তি না থাকে। কর্ম্মশীলতা বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা আবশ্যক। যে তাহারা যে কর্ম্মে নিযুক্ত হই-তেছে তাহাতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি আছে কি না? তাহাতে তাহারা কোথাও পূর্ব্বে শিক্ষিত হইয়াছে কি না এবং তাহারা স্বভাবতঃ অলস না কর্ম্মিষ্ঠ? যাহার যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে, তাহার দ্বারা সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। যদিও কর্ম্মের শিক্ষা না পাইয়া থাকে তথাপি যত্নপূর্ব্বক দেখাইয়া দিলে সহজে শিক্ষা করিতে পারে। কর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইলে আপনি যথোচিত নিয়মানুসারে আপনার মনোনীতরূপে সেই কর্ম্ম করিয়া দেখাইয়া দেওয়া উচিত এবং একবার দেখিয়া না শিখিতে পারিলে সহিষ্ণু হইয়া বারম্বার দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কোন দাস দাসীর অলস স্বভাব জানিতে পারিলে তাহাকে কোন কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিয়া তাহার উপর সম্পূর্ণ চক্ষু রাখিবে এবং নিয়মানুসারে যাহার পর যে কর্ম্ম যেমন করিয়া করিতে হয় সেইরূপ

ক্রমে ক্রমে আজ্ঞা করিবে ও কর্ম্ম বুঝিয়া লইবে, এইরূপ ব্যবহার দ্বারা অলস স্বভাব ক্রমশঃ দূর হইবে। কিন্তু যে দাস দাসীর চরিত্রের কোন বিশেষ দোষ থাকে বা প্রকাশ পায় তাহাকে রাখা উচিত নহে। যাহাকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করা যোগ্য বুঝিবে তাহার আত্মীয় কে কোথায় আছে, তাহার বাসস্থান বা কর্ম্মস্থান কোথায় ছিল ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কোন ভদ্রলোকের নিকট যে কর্ম্ম করিয়াছে এবং কোন চরিত্র দোষে কর্ম্মচ্যুত না হইয়া কোন ঘটনাক্রমে স্থানান্তরে কর্ম্মানুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছে এমন লোক পাইলে বিশেষ উপকার হয়। যাহাকে নিযুক্ত করা মতস্থির হইবে, তাহাকে কি কি কর্ম্ম কি নিয়মে করিতে হইবে, কি নিয়মে কর্ম্ম হইতে অবসর দেওয়া যাইবে, কি নিয়মে তাহাকে বেতন দেওয়া যাইবে এবং বেতন ব্যতীত অন্য কোন লাভের প্রত্যাশা আছে কি না ইত্যাদি সমস্ত বিষয় স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। পরে সে ব্যক্তি সমস্ত বুঝিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে সম্মত হইলে কার্য্যের নিয়ম ও সুশৃঙ্খলা যে পর্য্যন্ত না শিখিতে পারে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে কার্য্য করিয়া দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক। মনোনীতরূপে কর্ম্ম করিতে পারিলে কেবল নিয়ত পর্য্যবেক্ষণ করাই গৃহিণীর কর্ত্তব্য। পর্য্যবেক্ষণের ত্রুটি কদাচ না হয়, অথচ খিটখিটে বা সন্দিগ্ধ স্বভাব কদাচ প্রকাশ না পায়,এ বিষয়ে সাব-ধান হওয়া উচিত।

কোন কোন দাস দাসী নির্দ্ধারিত সময়ে কর্ম্ম করিয়া চলিয়া যায়। তাহাদিগের হঠাৎ আবশ্যক হইলে কর্ম্ম ক্ষতি হইতে পারে এবং তাহা-দিগের চরিত্রের উপর শাসন রাখা যায় না। যাহারা সমস্ত সময় গৃহে অবস্থিতি করে, তাহাদিগের চরিত্রের উপর শাসন রাখিতে পারা যায় এবং হঠাৎ আবশ্যক হইলে কর্ম্মের সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু তথাপি তাহারা নিয়ম মত অবসর পায় এবং সে বিষয়ে নিয়ত বা অনর্থক ব্যাঘাত না হয় তজ্জন্য সাবধান থাকা উচিত।

দাসদাসীর কর্ত্তব্য যেমন যত্ন পূর্ব্বক ভারার্পিত কর্ম্ম সম্পাদন করা, প্রভুকে মান্য করা ও তাঁহার আজ্ঞাবহ হওয়া; প্রভুরও তেমনি কর্ত্তব্য যে যথোচিত ব্যবহার দ্বারা ভৃত্যকে সন্তুষ্ট রাখা, যথানিয়মে বেতন, অবসর

ও পুরস্কার প্রদান করা, যথাসাধ্যমতে তাহার উপকার করা ও বিবেচনা-পূর্ব্বক আজ্ঞা প্রদান দ্বারা আপনার প্রভুত্ব আপনি রক্ষা করা।

প্রভুর যে সকল দোষে ভৃত্য মন্দ হয়, তাহা গৃহিণীর জানা আবশ্যক। প্রভু স্বভাবতঃ রাগী হইলে, নিত্য দোষ অনুসন্ধান করিলে ও ছল ধরিয়া ভৎর্সনা করিলে, ভৃত্যের মনের তৃপ্তি থাকে না এবং সে প্রভুর দৃষ্টি পথ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা পায়, ইহাতে কর্ম্মের সৌকর্য্য না হইয়া বরং ব্যাঘাত ও হানি হয়। কর্ম্মের জন্য নিয়ত অন্যায় ত্বরা করিলে ভৃত্যেরা কর্ম্মের বৃথা আড়ম্বর দেখায়। যতই কর্ম্ম করে, ততই উচিত মত অবসর না দিয়া ক্রমাগত অতিরিক্ত কর্ম্মের ভার দিলে যতক্ষণ প্রভুর চক্ষু ভৃত্যের উপর থাকে ততক্ষণই কার্য্যের ত্বরা দেখা যায়, প্রভুর চক্ষু ফিরিবা মাত্র ভৃত্যের হস্তচালনা বন্ধ হয়। যে প্রভু কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না, ভৃত্য যত কর্ম্মই করুক, কিছুতেই সুখ্যাতি করেন না, কর্ম্ম যত সুচারু রূপেই করুক কদাচ ভাল বলিয়া উৎসাহ দেন না, ভৃত্যদিগের এমন প্রভুর প্রতি কখনই শ্রদ্ধাভক্তি থাকে না। সেই প্রভু যত কেন সতর্ক হইয়া কর্ম্মের পর্য্যবেক্ষণ করুন না, যত কেন ভৃত্যদিগকে কলের মত নিয়ত কার্য্যে বদ্ধ রাখুন না, যত কেন কর্ম্মে অমনোযোগের জন্য শাসন করুন না, তথাপি তিনি ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম পাইবেন না। প্রভু আত্মাভিমানী হইলে যাহা নয় সেই কথাতেই সায় দিয়া ভৃত্য তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করে, অতিশয় প্রশংসাপ্রিয় হইলে যাহা মনে আইসে তাহাই বলিয়া খোসামোদ করে এবং অন্যায় আজ্ঞাবাহিত্ব প্রিয় হইলে যথাজ্ঞানুসারে কর্ম্মের মন্দফল হইলেও প্রকাশ করে না, বরং যাহাতে অধিক মন্দ হয় তাহাই করে, কেবল কতকগুলি যে আজ্ঞা বলিয়া প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই কৃতার্থ মনে করে এবং ফাঁকি দিতে পারিলে ছাড়ে না। প্রভুর দুর্ব্বাক্যে ভৃত্যের মন কর্ম্মে রত থাকিতে পারে না, মনোবেদনায় হস্ত স্থির হইয়া থাকে। তাড়না করিলেও বেতো ঘোড়ার মত দুই চারিপা দ্রুত যায় তাড়নাও শেষ হয়, কর্ম্মও স্থগিত থাকে। এমন মন্দ প্রভুদিগকে সকল ভৃত্যই ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা পায় এবং সাধ্যমতে পারিলে কষ্টে ফেলিয়া যায়। যে প্রভু নিত্য রাগান্বিত স্বভাব প্রকাশ করেন, ভৃত্যের যতদূর সাধ্য তদপেক্ষা

অধিক কর্ম্মের প্রত্যাশা করেন, ব্যবহার দ্বারা ভৃত্যদিগের সাধুতা বিষয়ে অকারণে সন্দেহ ভাব প্রকাশ করেন, ন্যায্য প্রাপ্য বিষয়ে বিঘ্ন করেন, আবশ্যক মত অবসর প্রদানে অনভিমত হয়েন, কটুকথা দ্বারা হৃদয় বিদারণ করেন, কেবল কলের মত কর্ম্ম করিতে বলেন,কিন্তু উপকারের নিমিত্ত কিছু করেন না এবং উৎসাহ ও আশা ভরসা হীন করিয়া রাখেন এমন প্রভুর কর্ম্ম ত্যাগ করিবার স্থযোগ না থাকিলেও তাহার নিকট কোন ভৃত্যই মনের আনন্দে কর্ম্ম করে না।

প্রভু ভাল হইলে ভৃত্যও ভাল হয়। প্রভু ভৃত্যদিগকে যথোচিত সদ্ব্যবহার করিলে তাহারাও প্রভুর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও যত্ন করিতে আয়াস পায়। প্রভু নিজে কর্ম্ম সকল বুঝিলে তাহাদিগকে কর্ম্মের রীতি বুঝাইয়া দিতে পারেন এবং তাহারাও যত্ন পূর্ব্বক বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করে এবং যথেচ্ছামত কার্য্য শেষ করিয়া ফাঁকি দিতে সাহস করে না। যে কর্ম্ম ভাল হইয়াছে তাহা ভাল বলিলে ভৃত্যেরা উৎসাহ পায় এবং প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য যত্ন করে। প্রভুও যেমন মনুষ্য ভৃত্যও সেইরূপ মনুষ্য, তাহারও যেমন রক্তচর্ম্মের শরীর ভৃত্যেরও সেইরূপ; তাহারও যেমন মানাপমানের বোধ আছে, ভৃত্যেরও তেমনি আছে, এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া যে প্রভু ভৃত্য হইতে অসামান্য কর্ম্মের প্রতীক্ষা না করেন, কর্ম্ম হইতে উচিত মত অবসর প্রদানে বিরত না হয়েন, রূঢ়ব্যবহার ও কটুকথা প্রয়োগ না করিয়া যথোচিত প্রিয় সম্ভাষণ করেন, ভৃত্যের মনের উপরে তাঁহার আধিপত্য স্থাপিত হয়। এরূপ প্রভুতে দাস দাসীর ভয়ের বিষয় না হইয়া ভক্তি ও প্রীতির আস্পদ হয়েন।

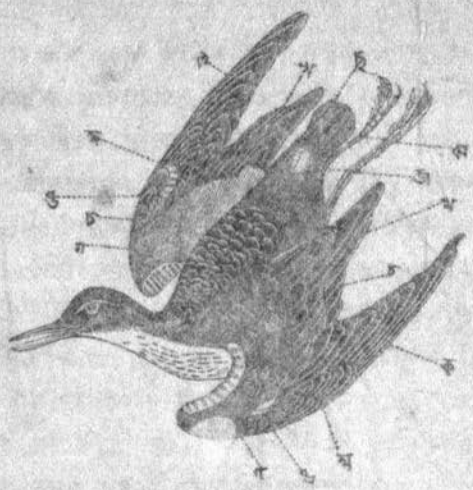
যে প্রভুর ভৃত্যদিগের উপর দয়া থাকে, তাহারা তাঁহাকে রাজসুখে রাখিবার চেষ্টা পায়, তাঁহার আজ্ঞায় তাহারা অনুগৃহীত ও তাঁহার আত্মীয় গণকে দর্শনে চরিতার্থ বিবেচনা করে। যে প্রভু আপন ভৃত্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তিনি যদিও তাহার ভৃত্যাবস্থা দূর করেন না, কিন্তু তাহার হৃদয়ের উপর তাঁহার এমন আধিপত্য থাকে যে ক্রীতদাসের শারীরিক শ্রমের উপরেও তত আধিপত্য থাকে না, এবং প্রভুর দাস বৎসলতা দেখিয়া তৎপরিবর্ত্তে নিযুক্ত ভৃত্য ও অপর ভৃত্য

সকল যে পর্য্যন্ত আগ্রহ ও যত্ন সহকারে প্রভুর কার্য্য করে তাহা বলা যায় না।

ভৃত্যদিগের মধ্যে যে সকল দোষ ঘটিতে পারে তন্মধ্যে যাহারা প্রভুর কার্য্য যথোচিত রূপে না করিয়া কেবল খোষামোদ করিয়া তাঁহার প্রিয় হইবার চেষ্টা করে, তাহাদিগের প্রতি সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কেননা এ প্রকার দোষদ্বারা কেবলই কর্ম্মের ক্ষতি হয় এবং একটি ভৃত্যের এরূপ অসদুপায় দ্বারা উন্নতি হইলে সকল ভৃত্যই সেইরূপ অসদুপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা পায়, এবং অসাক্ষাতে পরস্পরের নিন্দা করিয়া প্রভুর মনের মত কথা বলিয়া প্রিয় হইবার জন্য যত্ন করে। যে সকল ভৃত্য এমন অসদুপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছা না করে, তাহারা ও কর্ম্মে যথোচিত মনোযোগ করে না, কেননা তাহারা জানে প্রভুর মনঃপূত কথা ভালই হউক আর মন্দই হউক না বলিতে পারিলে তিনি সন্তুষ্ট হয়েন না। ভৃত্যদিগের মধ্যে এরূপ দোষ ঘটিতে দিলে কখন কখন তদ্দোষ নিবন্ধন প্রভুর আত্মীয়গণের মধ্যেও মনান্তর ও বিবাদ কলহ ঘটিয়া উঠে। প্রভুর প্রিয় হইবার আশায় ভৃত্যেরা তাঁহার আত্মীয়দিগের বার্ত্তাবহন সুযোগে তাঁহাকে আত্মীয় বিচ্ছেদে প্রবর্ত্তিত করে। প্রভুর দোষেই এই সকল নানা অনর্থকর দোষ ভৃত্যদিগের মধ্যে ঘটিয়া থাকে, অতএব প্রভুর কর্ত্তব্য যে নিজের আচরণের দৃঢ়তা, সতর্কতা ও যাথার্থ্য দ্বারা এই সকল দোষ ঘটিবার সুযোগ কখন না দেন।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। শিশুদিগকে যেমন যত্ন করিয়া নীতি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, ভৃত্যদিগকেও তদ্রূপ নীতি শিক্ষা প্রদান করা উচিত। সুযোগানুসারে তাহাদিগকে যেমন নীতিশিক্ষা দিবেক, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে কথাচ্ছলে উপদেশ দেওয়া উচিত। ইংলণ্ডে অনেক ধার্ম্মিক গৃহস্থদিগের মধ্যে এরূপ রীতি আছে এবং ভৃত্যদিগের উপকারার্থ এদেশের গৃহস্থ ও গৃহিণীর সেই রীতি অনুসরণ করিলে ভাল হয়। তাহাতে কেবল ভৃত্যদিগেরই উপকার হয় এমন নহে, তাহারা সুবোধ ও সাধুশীল হওয়াতে সকল কার্য্য সুসম্পাদিত হয় এবং গৃহস্থের অশেষ মঙ্গল হয়।

বিহঙ্গম দেহ।



বিভিন্ন জাতীয় বিহঙ্গ সৃষ্টিতে সর্ব্ব শক্তিমান্ ঈশ্বরের অপার জ্ঞান প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা যেরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হই, এরূপ আর কিছুতেই নহে। তাহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ যে সকল ক্রিয়া আবশ্যক, তাহাদিগের আকৃতি ঠিক্ তদুপযোগী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের দেহ পালকে আবৃত, ইহা কেশ অপেক্ষা পরিমাণে লঘু, অথচ সমুদায় শরীরকে ঢাকিয়া আছে। ছাদের টালি বা চালের ছাউনির ন্যায় পালক সকল শরীর ঘেঁসিয়া পরস্পরের উপরে উপরে সজ্জিত আছে। সম্মুখের দিকের পালক সকল পশ্চাৎ দিকে বক্র, ইহাতে অনায়াসে বাতা কাটিয়া যাওয়া যায়। এই অভিপ্রায়েই ইহাদিগের মস্তক ছোট এবং চঞ্চুপুট সূচাগ্র করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে; ঘাড় লম্বা এবং যথেচ্ছাক্রমে সকল দিকে ঘুরাণ ফিরাণ যায়। শরীরটী কৃশ, নিম্ন ভাগ সঙ্কীর্ণ এবং উপরি ভাগ চাপ্‌টা বা গোলাকার। ইহাদিগের অস্থি সকল ফাঁপা এবং স্থলচর জন্তুদিগের সহিত তুলনায় অপেক্ষাকৃত লঘু। শরীরকে সর্ব্বক্ষণ উষ্ণ রাখিবার জন্য পক্ষ দণ্ড সকলের মধ্যে মধ্যে যেখানে ফাঁক, সেখানেই তুলার মত নরম এক প্রকার লোম যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

পক্ষীদিগের প্রধান অঙ্গ পক্ষ বা ডানা, তদ্দ্বারা তাহারা বায়ু সাগরে সন্তরণ করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করিতে পারে। যে সকল মাংসপেশী দ্বারা এই পক্ষ চালনা হয়, তাহা অতি বৃহৎ এবং কোন কোন পক্ষীতে তাহার পরিমাণ সমুদায় দেহের ষষ্ঠাংশের অধিক, পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। পক্ষী ভূমি হইতে যখন উড়িতে ইচ্ছা করে তখন একটী লম্ফ ত্যাগ করে, সেই সঙ্গে শরীর হইতে পাখা বিস্তার করে, এবং সজোরে নিম্নস্থ বায়ুর উপরে আঘাত করিতে থাকে। এই আঘাতে শরীরটী বক্রাকার ধারণ করে। বায়ুর যে বেগ শরীরকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতে যায়, শরীরের ভারে তাহা প্রতিহত হয় এবং সমতল বেগে শরীরকে সম্মুখ দিকে লইয়া যায়। আঘাত সমাপ্ত হইলে পক্ষী পাখা নাড়িতে থাকে। পক্ষ চালনা দ্বারা যখন যথেষ্ট উচ্চাকাশে উত্থিত হয়, তখন পুনরায় নিম্নস্থ বায়ুতে আঘাত করে এবং বায়ু বেগে পুনরায় সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বারংবার এইরূপ আঘাত বায়ুর উপরে লম্ফ ত্যাগের কার্য্য করে। পক্ষী যখন দক্ষিণ অথবা বাম দিকে যাইতে ইচ্ছা করে, তখন তদ্বিপরীত দিকের পক্ষ চালনা দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করে। ইহার লাঙ্গুল নৌকার হালের ন্যায়, প্রভেদ এই, পার্শ্বস্থ দিকে না চালাইয়া উপরে বা নীচে যাইবার সাহায্য করে। পক্ষী যদি উপরে উঠিতে চায়, লাঙ্গুল উঁচু করে; যদি নামিতে চায়, লাঙ্গুল নামাইয়া দেয়; যখন সমান চলে, তখন লাঙ্গুল দ্বারা শরীর স্থির ভাবে রক্ষিত হয়।

পক্ষী সকলকে সর্ব্বদাই ঝোপ ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে হয়, ইহাতে তাহাদের চক্ষুতে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। তন্নিবারণার্থ করুণাময় ঈশ্বর তাহাদের চক্ষুর ডিম্বের উপরে একটী শাদা পরদা রাখিয়া দিয়াছেন, তাহা তাহারা ইচ্ছামত খেলাইতে ও গুটাইয়া রাখিতে পারে। পক্ষীদিগের দৃষ্টি শক্তি যেমন তীক্ষ্ণ, সুদূরব্যাপী এবং পরিষ্কার, এমন আর কোন জীবের নহে। শরীরের পরিমাণানুসারে চক্ষুর আকারও বৃহৎ। এইরূপ না হইয়া দর্শনেন্দ্রিয় যদি তেজোহীন অথবা অল্পমাত্র অস্বচ্ছ হইত, তাহা হইলে যেরূপ দ্রুতবেগে ইহাদিগকে উড়িতে হয়, প্রতিক্ষণ

তাহাতে চক্ষু নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকিত, ইহা হইলে তাহাদের দ্রুতগতি বিপদ্‌ ও মৃত্যুরই কারণ হইত।

নরনারী।

জন সমাজে নর নারীর স্বাধীন ভাবে সম্মিলন হওয়া উচিত কি না? এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। তাঁহারাই ইহার যথার্থ মীমাংসা করিতে সক্ষম যাঁহারা মনুষ্য প্রকৃতি সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং ধর্ম্মের উচ্চ নীতি সকল স্বীকার করেন। দুই দিক্‌ হইতে এই গুরুতর বিষয়টী পর্য্যালোচনা করিতে হইবে, প্রথম ধর্ম্ম, দ্বিতীয় ফলাফল, অর্থাৎ এই দুইটী প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হইবে; স্ত্রীপুরুষ একত্র হওয়া কি ঈশ্বরের আদিষ্ট? অথবা এরূপ সম্মিলনে জন সমাজের অনিষ্ট হইতে পারে? প্রায় সকল ধর্ম্ম শাস্ত্র এবং ধর্ম্মগুরু এক বাক্য হইয়া ঈশ্বরকে মনুষ্য মণ্ডলীর সাধারণ পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সকল নর নারীকে ভ্রাতা ভগ্নী নির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতে ও সেবা করিতে আদেশ করিয়াছেন; বাস্তবিক এই সর্ব্ববাদিসম্মত কথাটী মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম জ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত হয়। আমরা সহজেই বুঝিতে পারি ঈশ্বর আমাদের পিতা মাতা, আমরা সকলে ভাই ভগ্নী, এ সত্যটী মানিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পরস্পরের প্রতি আমাদিগের ভাই ভগ্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। সুতরাং স্ত্রী জাতিকে চিরকাল পৃথক করিয়া অবরুদ্ধ রাখা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। বাটীতে পরিবার মধ্যে ভ্রাতা ও ভগ্নী যেমন প্রমুক্ত ও স্বাধীন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করেন, ঈশ্বরের রাজ্যে সকল নর নারীর ঐ রূপ করা কর্ত্তব্য। যদি ধর্ম্মের গুণে ও ঈশ্বর কৃপায় ক্রমে জগদ্বাসী সকল মনুষ্য সাধু ও পবিত্র হন, তাহাদের মধ্যে উল্লিখিত পরিবার তুল্য অবস্থা নিশ্চয়ই হইবে। স্বর্গ রাজ্যের যদি কোন অর্থ থাকে, তাহা এই যে উহাতে সকল লোক মুক্ত ভাবে ও সাধু ভাবে পরস্পরকে ভ্রাতা ভগ্নী বলিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতি করেন, সমবেত চেষ্টা দ্বারা বিস্তৃত পরিবারের কুশল সাধন করেন এবং সম্মিলিত হইয়া সাধারণ পিতার পূজা ও সেবা করেন। এই

স্বর্গরাজ্য যাহাতে পৃথিবীতে সংস্থাপিত হয় তজ্জন্য আমাদের সকলেরই বিশেষ রূপে চেষ্টা করিতে হইবে। স্থতরাং আমরা নারী জাতিকে বিদায় করিতে পারি না, অনাদরও করিতে পারি না। ভ্রাতা বলিয়া পুরুষদিগকে যেমন বরণ করিয়া সমাজে স্থান দিতে হইবে, তেমনি নারীদিগকে ভগ্নী রূপে বরণ করিয়া উহাতে স্থান দিতে হইবে। দুয়ের মধ্যে কোন একটীকে ছাড়িলে ঈশ্বরগৃহ অপূর্ণ থাকিবে, পরিবার সাধন অসম্ভব হইবে এবং আমাদের ভয়ানক অধর্ম্ম হইবে।

এখন ফলাফল বিবেচনা করা যাউক। কেহ কেহ বলেন যে স্ত্রীলোক-দিগকে স্বাধীন ভাবে পুরুষ সমাজে আসিতে দিলে উভয়েরই চরিত্র দূষিত হইবার সম্ভাবনা এবং পাপ ব্যভিচার সহস্র গুণে বৃদ্ধি হইতে পারে। পক্ষান্তরে এই কথা শুনা যায় যে এরূপ অনিষ্টের কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই, বরং নর নারী উভয়ের অশেষ মঙ্গল হইতে পারে। এই দুই যুক্তির প্রমাণ স্বরূপ আমরা বঙ্গ সমাজ ও ইংরাজ সমাজকে নির্দ্দেশ করিতে পারি। এ দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে লোকের এইরূপ সংস্কার হইয়া আসিয়াছে যে আত্মীয় ভিন্ন অপর স্ত্রীলোক দেখিলেই মনে অপবিত্র ভাবের উদয় হয়; সুতরাং এ দুইকে ভিন্ন না রাখিলে ধর্ম্ম থাকে না। মহিলাদিগকে অন্তঃপুরে বদ্ধ রাখিবার প্রথা এই কারণেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কি অশিক্ষিত কি সুশিক্ষিত সকলেই নারীদিগকে রিপু উত্তেজক বলিয়া ভয় করেন এবং সদা তাঁহাদের হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। যদি স্ত্রী অপর পুরুষের সহিত ঘটনা ক্রমে কখন একত্র হয়েন, তাঁহারা উভয়ের প্রতি দুরভিসন্ধি আরোপ করেন এবং একটু হাসিতে দেখিলে একে বারে রাগান্ধ হইয়া উঠেন। ইংরাজ সমাজে ইহার ঠিক বিপরীত ব্যবহার। ইংরাজেরা মনে করেন, নর নারীর সম্মিলন ভিন্ন সামাজিক ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, এ জন্য তাঁহাদের প্রায় সকল সভাই মিশ্রিত সভা। কি গৃহে কি বাহিরে বালক বালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই স্বাধীন ভাবে একত্র হইয়া কার্য্য করেন এবং পরস্পরের সহবাসে অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করেন।

এখন বিবেচনা করা উচিত যে যদিও এই দুই সমাজে বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ রীতি নীতি অবলম্বিত হইয়াছে, তথাপি ইহার কোনটী যে একেবারে পাপে ভাসিয়া গিয়াছে এমত নহে। বাঙ্গালীর মধ্যে যদ্রূপ

ইংরাজি জাতি মধ্যে ও সেইরূপ সাধ্বী স্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায় এবং সাধু পুরুষেরও অভাব নাই। তবে এই দুই সমাজের মধ্যে কোন্ সমাজ আমাদিগের আদর্শ হইবে এবং উল্লিখিত যুক্তি দ্বয়ের মধ্যে কোনটী সদ্‌যুক্তি বলিয়া গ্রাহ্য হইবে? যাঁহারা প্রায় পরস্ত্রী দর্শন করেন না এবং ভাল ভাবে দর্শন করিতে পারেন না এবং যাঁহারা স্ত্রী জাতিকে সহজে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা তাঁহাদের সহবাসে স্ত্রীলোকদিগকে আনা নিতান্ত অযৌক্তিক ও অনিষ্টকর বিবেচনা করেন। এতদ্দ্বারা যে সমাজ অধর্ম্মে কলঙ্কিত হইবে তাহা বলা অনাবশ্যক। কেবল যে দুর্ব্বলচিত্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণ কুমতি নর নারী একত্র হইলে তাহাদের ধর্ম্ম নাশ হয়, তাহা নহে। ভাল স্বভাব হইলেও কেবল অভ্যাস না থাকাতে পরস্ত্রী সংসর্গে অনেক পুরুষ আসক্তির আগুণে পুড়িতে পারেন। স্ত্রীলোকদের পুরুষ অপেক্ষা যদি ও আত্মসংযম অধিক, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সহসা পর পুরুষের সহবাসে চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিতে পারেন। (অতএব আমাদের বক্তব্য এই যে ধর্ম্ম বিদ্যা ও অভ্যাস দ্বারা মন প্রস্তুত না হইলে নর নারীর স্বাধীন সম্মিলন মহা অনিষ্টের হেতু হইতে পারে। এস্থলে বঙ্গ সমাজের রীতি কতক দূর অনুসরণ করা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু যে সকল নর নারী পরস্পরকে অবিশ্বাস করেন না,এবং অভ্যাস দ্বারা সাধন বলে পরস্পরের সহিত সদালাপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের একত্র সহবাস মঙ্গলকর সন্দেহ নাই। ইহাদের পক্ষে ইংরাজ সমাজের আদর্শ কিয়ৎপরিমাণে অনুকরণীয়। এইরূপ করিলে দুই সমাজের আতিশয্য দোষ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং দুয়ের হিত কর অংশের সন্ধি হইতে পারে। এইরূপ করিলে যতদূর সম্ভব ধর্ম্মরক্ষা ও অধর্ম্ম নিবারণ হইবে।)

ভাষা বিজ্ঞান।

অলঙ্কার।

কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়।

কাব্য কাহাকে বলে, কাব্য রচনার উদ্দেশ্য কি, ইতি পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অদ্য সংক্ষেপে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

বাহ্য প্রকৃতি এবং চরিত্র যে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় ইহা সকলের নিকট অনায়াসে প্রতীত হইবে। কোন কোন কাব্য গ্রন্থ শুদ্ধ বাহ্য দৃশ্য এবং ঋতু আদি প্রাকৃতিক শোভা এবং ঘটনা বর্ণনে পর্য্যবসিত হয়। সংস্কৃতাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় ভাষায় এতৎ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ঋতু বর্ণন গ্রন্থ মধ্যে নীতি এবং চরিত্রাদি সম্বন্ধে অতি উচ্চ বিষয়ের বর্ণনা আছে। অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উহা এক মুখ্য কারণ। প্রকৃতি এবং চরিত্র এ দুয়ের মধ্যে কাব্যে চরিত্র বর্ণন সর্ব্বপ্রধান বিষয়, উহাতে আনুষঙ্গিক প্রকৃতি বর্ণন সমুপস্থিত হয়। কারণ যে চরিত্র বর্ণিত হইতেছে উহা কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থাতে, কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে প্রদর্শন করিতে হয়, সুতরাং মধ্যে২ প্রকৃতি বর্ণন স্বাভাবিক। প্রকৃতির বর্ণন আমরা আনুষঙ্গিক বলিয়াছি, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, স্থান, সময়, অবস্থা, ক্রিয়া, প্রদর্শন জন্য বাহ্য প্রকৃতির যথাযথ বর্ণন যত দূর প্রয়োজন, তদতিরিক্ত বর্ণিত হইলে উহা দোষাবহ হইয়া পড়ে। এই জন্য আমরা দেখিয়া থাকি, কবি যখন কাব্য মধ্যে গিরি নদী কানন ঋতু প্রভৃতির বর্ণন অপ্রধান বা আনুষঙ্গিকরূপে না করিয়া ঐ সকলের বর্ণনে দীর্ঘকাল লন, উহা তখন আনন্দজনক না হইয়া বিতৃষ্ণার কারণ হইয়া উঠে। সংস্কৃত কাব্য সকলের মধ্যে শিশুপালবধকাব্য প্রভৃতি এই দোষে দূষিত। অন্যবিধ অপ্রধান বর্ণনা দ্বারা বর্ণনীয় চরিত্র অধিক ক্ষণ পাঠক বা শ্রোতার নিকট হইতে অন্তরিত রাখা কখন সৎকবির রচনা প্রণালী নহে।

চরিত্র বর্ণন দ্বারা অনুরূপ ভাব উদ্দীপন করা কবির কাব্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং বর্ণনীয় বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে গেলে এই সকল ভাব কি? সর্ব্বাগ্রে নির্দ্ধারণ করা উচিত। মানব হৃদয় হইতে ভাব নিচয় প্রকটিত হয়। এই ভাব সকল অসংখ্য, ইহাদিগের সমুদায়টীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এক স্থানে নির্দ্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই সকলের নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহারা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য না হইলেও মূলতঃ আমাদিগকে তাঁহাদেরই অনুসরণ করিতে হইবে। কোন কোন স্থানে আমাদিগকে তাঁহাদিগের

হইতে ভিন্নমত হইতে হইবে এবং এই ভিন্নতাদ্বারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহাদিগের অপূর্ণতা দোষ পরিহার করিতে আমরা যত্ন করিব (১)। মানব হৃদয়ের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্ব প্রথমে প্রেমই আমাদিগের দৃষ্টি পথে পতিত হয়। প্রভুর প্রতি প্রেম, বন্ধুর প্রতি প্রেম, স্বামী স্ত্রীতে প্রেম, পিতামাতার প্রতি প্রেম, মনুষ্য মণ্ডলীর প্রতি প্রেম, অধিক কি ঈশ্বরে প্রেম এ সকলই সেই হৃদয়স্থ প্রেমের পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই সর্ব্ব প্রধান প্রেমের কোন উল্লেখ করেন নাই, ইহা নহে; কিন্তু দম্পতী মধ্যে উহা আবদ্ধ রাখিয়া উহার কার্য্যক্ষেত্র অতি সঙ্কুচিত এবং উহার ভাবকে স্ব স্ব কুৎসিত রুচি অনুসারে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছেন। ঈশ্বরে অনুরাগকে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা শান্তরস আখ্যা অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই শান্তরসের সঙ্গে শুষ্কতা কঠোরতা সংযুক্ত আছে। অনেকে এজন্য উহাকে রস মধ্যে গণনা করিতে প্রস্তুত নহেন। ভক্তিমার্গ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর প্রীতি যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন কালের শান্তরস নামটি রাখা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। হৃদয়স্থ প্রেমের পাত্র ভেদে যত প্রকারের বিকাশ হয়, সামান্যতঃ সে সকলকে আমরা প্রীতিরস আখ্যা অর্পণ করিলাম (২)। সম্ভ্রম প্রণয়, প্রেম, গৌরব, হিতৈষণা, অনুরাগ *এই সকল উহার স্থায়ী ভাব। এতদ্ব্যতীত সন্তানের প্রতি স্নেহ, এই প্রীতিরই প্রকাশ। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বৎসল রস নাম প্রদান করিয়া, ইহাকে স্বতন্ত্র করিয়াছেন। আমরা উহাকে প্রীতিরসের অন্তর্ভূত করিয়া বাৎসল্য এবং স্নেহ উহার স্থায়ীভাব স্থিরতর রাখিলাম।

(১) বৈষ্ণবগণ এসম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা আধুনিক, আমরা আমাদিগের দেশীয় রসশাস্ত্রের সঙ্গে একতা রক্ষার জন্য অনেক সময়ে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছি।

* বৈষ্ণবগণ প্রভুর প্রতি প্রীতিকে "প্রীতিরস," পিতামাতার প্রতি প্রীতিকে "গৌরব প্রীতি," বন্ধুর প্রতি প্রীতিকে "প্রেয়োরস," দম্পতী প্রীতিকে "মধুর বা উজ্জ্বল রস" এইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এক প্রীতিরই পাত্র ভেদে বিভিন্ন প্রকাশ জন্য আমরা এ প্রকার ভেদ না করিয়া সকলেরই এক প্রীতিরস আখ্যা অর্পণ করিলাম।

মনুষ্য মাত্রের প্রতি প্রীতি স্বাভাবিক। সামাজিক শিক্ষাদির দোষে হৃদয় বিকৃত না হইলে উহা সকল মনুষ্যে দৃষ্ট হয়। এই প্রীতি হইতে মানব সাধারণের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা সমুপস্থিত হইয়া থাকে। অন্যের দুঃখ দর্শনে যে আমাদিগের দয়া হয়, তাহার সঙ্গে ইহার যোগ রহিয়াছে। অনেক সময়ে সমূহ ঘৃণার কারণ সত্ত্বেও দুঃখীর দুঃখে আমরা কাতর হই বলিয়া তদ্বিমোচনে আমাদিগের অভিলাষ হয়। এই অভিলাষটি হিতৈষণার কার্য্য, কিন্তু দুঃখে দুঃখ অনুভব করা মনুষ্য হৃদয়স্থ স্বাভাবিক সহানুভূতির ফল। অন্যের দুঃখে দুঃখানুভূতিরূপ সহানুভূতি দয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সহানুভূতি শুদ্ধ দুঃখ সম্বন্ধে হইয়া থাকে বলা যাইতে পারে না, সুখাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ হয়। সুতরাং আমরা দয়াকে স্বতন্ত্র না করিয়া হিতৈষণার অঙ্গীভূতরূপে এখানে গ্রহণ করিলাম।

অহিতৈষণা, ঘৃণা, ক্রোধ, অমর্ষ, হিংসা, অসূয়া, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রীতির বিপরীত। আমাদিগের দেশে বীভৎস ও রৌদ্র নামে দুইটি রস আছে। সংস্কৃত রস শাস্ত্রে বীভৎস রসকে ঘৃণাকর দুর্গন্ধ মাংসাদি সম্বন্ধে নিবদ্ধ রাখা হইয়াছে; নিন্দাজনক ব্যবহারাদিতে ইহার অধিকার বিস্তৃত করা হয় নাই। আমরা ইহার অধিকার বিস্তৃত করিয়া অহিতৈষণা প্রভৃতিকে ইহার এবং রৌদ্ররসের অন্তর্ভূত করিয়া লইলাম (১)। ঘৃণা (জুগুপ্সা) এবং ক্রোধ এ দুই ইহাদের স্থায়ী ভাব। অহিতৈষণা প্রভৃতি সমুদায় ভাবগুলি ঘৃণা বা ক্রোধ হইতে উদ্ভূত হয়। সুতরাং এ সকল উহাদের আনুষঙ্গিক

(১) অনেকের সংশয় জন্মিতে পারে, অহিতৈষণা হিংসা অসূয়া প্রভৃতি নিন্দার্থ বোধক বীভৎস মধ্যে কিরূপে অন্তর্ভূত হইতে পারে। একটু গভীর আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে আমরা যাহাকে ঘৃণা বা দ্বেষ করি, সে ব্যক্তি আমাদিগের নিকট নিন্দনীয় বলিয়া প্রতীত না হইলে আমরা তৎপ্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে পারি না। মনুষ্য প্রকৃতি এমনি স্বভাবতঃ ন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট যে যাহাকে ঘৃণা করিবে, তাহাকে ঘৃণার পাত্র না করিয়া ঘৃণা বা দ্বেষ করিতে পারে না। পরের ঐশ্বর্য্য অসহিষ্ণুতা ও নিজের নিন্দনীয়তা হইতে যে ঘোরতর ঘৃণা সমুপস্থিত হয় তাহারই ফল। কারণ হৃদয় ঘৃণার আধার হইলে সর্ব্বত্র তাহার ছায়া নিপতিত না হইয়া যায় না।

করিয়া লওয়াতে কোন দোষ উপস্থিত হইতেছে না। অনেক সময়ে এই আনুষঙ্গিক বা সঞ্চারী ভাব গুলি নিয়ত এক ব্যক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ঐ সকলকে সেই ব্যক্তিতে স্থায়ী ভাব বলিলে কোন ক্ষতি নাই (২)।

যখন কোন একটি নূতন আশ্চর্য্য বিষয় সংঘটিত হয় অথবা যে বিষয় আমরা সর্ব্বদা দেখিয়াছি, তাহা যদি আমরা পূর্ব্বে কখন মনে করিতে পারি নাই, এরূপে আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হয়, আমরা বিস্মিত হই। এই স্বাভাবিক বিস্ময়কে অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা একটি স্বতন্ত্র রস নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই রসটির নাম অদ্ভুত রস। অকস্মাৎ যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাকে অদ্ভুত বলে। বিস্ময় এই অদ্ভুততা হইতেই সমুপস্থিত এবং ইহার স্থায়িতার কারণ হয়। সুতরাং বিস্ময় অদ্ভুত রসের স্থায়ী ভাব।

অদ্ভুত রসের পরেই আমরা ভয়ানক রসের উল্লেখ করিতে পারি। আমাদিগেতে স্বাভাবিক যে ভয় অবস্থান করিতেছে ইহা ইহার মূল। ভয়ানক বিষয় সকলের দর্শন শ্রবণ বা সমাগম সম্ভাবনাতে ভয় সমুপস্থিত হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু কোন দুঃখকর বিষয়ের সমাগম বা ইষ্ট বস্তু হইতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে যে ভয় সমুপস্থিত হয়, তাহাও ইহার সঙ্গে গণ্য করিয়া লইতে হইবে। এই ভয়ের সঙ্গে আমরা আর একটি ভাবের উল্লেখ করিতে পারি। এটি যদিও কোন একটি স্বতন্ত্র ভাব নহে, কিন্তু প্রত্যেক অভিলাষের বিষয়ের সঙ্গে ইহা এমনি অনুবিদ্ধ যে ইহা মনুষ্যগণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য। ইটি আশা। আশা এবং ভয়

---

(২) ব্যভিচারী ভাব সকল কখন কখন স্থায়ী ভাবরূপে পরিণত হয় বৈষ্ণবগণ স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত আছে—

উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যম্বু নিধাবিব।
ঊর্ম্মিবদ্বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে॥"

ব্যভিচারী ভাব সকল স্থায়ী ভাবরূপ সমুদ্রের মধ্যে কখন উন্মজ্জিত কখন নিমজ্জিত হয়, তরঙ্গমালার ন্যায় উহাকে বর্দ্ধিত করে এবং স্থায়িরূপও হইয়া যায়।

এ দুই একি বিষয় অবলম্বন করিয়া পর্য্যায়ক্রমে সমুপস্থিত হয়। ইহাদিগের একটি অন্যটির বিপরীত। ইষ্ট লাভের সম্ভাবনায় যেমন একদিগে আশা, ইষ্টবিনাশ সম্ভাবনায় তেমনি ভয়; দুঃখাকর ভয়ানক বিষয় সমাগম সম্ভাবনায় যেমন ভয়, তেমনি তাহা হইতে বিমুক্তি লাভ সম্ভাবনায় আশার উদয় হয়। আশা এবং ভয় পর্য্যায়ক্রমে একি বিষয় লইয়া কেমন সমাগত হয়, অনেকেই আপনাদিগের জীবনে তাহা অনুভব করিয়াছেন। কবির আশ্চর্য্য লেখনী যখন এক হৃদয়ে এই ভাবদ্বয়ের যুগপৎ বা পর্য্যায়-ক্রমে সমাগম বর্ণন করেন, তখন কি পর্য্যন্ত চিত্তবিনোদনই না হয়!

অনিষ্টপাতে শোক সমুপস্থিত হইয়া থাকে। এই শোককে অবলম্বন করিয়া আলঙ্কারিকেরা করুণ রস নির্ণয় করিয়াছেন। বন্ধু আদির বিয়োগ বা অন্য প্রকার শোকজনক ঘটনাতে ইহার উদ্রেক হইয়া থাকে। শোকের বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়া আমাদিগকে হর্ষ বিষাদ সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হইতেছে। ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে মনুষ্যগণ হয় হৃষ্ট, নয় বিষণ্ণ, এ দুয়ের এক না এক অবস্থাতে নিয়ত অবস্থিতি করিবে *। এই দুইটী ভাব মনুষ্য হৃদয়কে পর্য্যায়ক্রমে অধিকার করিয়া থাকে। কেহ নিয়ত হৃষ্ট বা কেহ নিয়ত বিষণ্ণ থাকিতে পারে না। কোনব্যক্তি স্বভাবতঃ হৃষ্ট প্রকৃতির, কেহ কেহ বিষণ্ণ প্রকৃতির। কবি দর্শনবিৎ প্রভৃতিকে অনেক সময় বিষণ্ণপ্রকৃতি দেখা যায়। শিশু হর্ষ ভিন্ন আর কিছু জানে না। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই ভাব হ্রাস হয়, কিন্তু সর্ব্বথা পরিত্যক্ত হয় না। অতি বৃদ্ধ বয়সেও মধ্যে মধ্যে অকারণ হর্ষ সমুপস্থিত হইতে আমরা দেখিতে পাই।

হাস্য এবং বীর এই দুইটি রসের কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে। বিকৃত বা অসম্বদ্ধ আকার, বেশ, বাক্য এবং চেষ্টাদি দর্শন ও শ্রবণ করিলে স্বভাবতঃ হাস্য সমুপস্থিত হয়। তুচ্ছ বিষয়কে অতি মহৎ করিয়া বর্ণন, মহদ্বিষয়কে অতি তুচ্ছ বিষয়ের সঙ্গে সদৃশীকরণ, যাহার সঙ্গে যাহার কোন

* কোন কোন সময় না হৃষ্ট না বিষণ্ণ এরূপ অবস্থা আমাদিগেতে দেখিতে পাই; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, অজ্ঞাত সারে উহার একটির না একটির সঙ্গে ঐ অবস্থার যোগ আছে।

সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে না, তাহার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কল্পন, সংক্ষেপতঃ অসম্বন্ধ এবং সম্বন্ধের একত্র সম্মিলনই হাস্য উদ্রেকের প্রধান কারণ। প্রাচীনগণ ইহাকেই হাস্য রস বলেন। হাস ইহার স্থায়ী ভাব। যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রীতি সম্বন্ধে যে ব্যক্তিতে মহোৎসাহ বর্ত্তমান, এবং যিনি উৎসাহবলে ধন প্রাণ সকলি তজ্জন্য সমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহাকে বীর বলা যায়। এই বীরত্বের ভাব হইতে অলঙ্কারকেরা বীররস নামে একটী রস নির্ণয় করিয়াছেন, উৎসাহ ইহার স্থায়ী ভাব। প্রীতি হইতে বীররস পর্য্যন্ত আমরা অদ্য যে আটটি রসের প্রস্তাব করিলাম, অধ্যায়ান্তরে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ রূপে লিখিব। যেখানে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহাও করিতে ত্রুটি করিব না।

উপরে যে সকল রসের বিষয় কথিত হইল, ইহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, উদাত্ত অনুদাত্ত এবং শোভন। অদ্ভুত, বীর——উদাত্ত রৌদ্র, বীভৎস, ভয়ানক, হাস্য, করুণ——অনুদাত্ত; প্রীতি——শোভন। এই সকলের যোগ বা সহায়কতা নাই এমন নহে। অবস্থা ও বিষয় ভেদে ইহারা অন্যের সহায়ক এবং চমৎকারবর্দ্ধক হয়। যেমন অনুদাত্তের মধ্যে গণ্য রৌদ্র, বীভৎস, ভয়ানক উদাত্তের সহায়ক এবং কখন হাস্য ভয়ানক শোভনের চমৎকারবর্দ্ধক। প্রত্যেক রস সম্বন্ধে যখন আমরা বিশেষ করিয়া বলিব, তখন উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং শোভন সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিবরণ আমাদের পাঠিকা গণকে বুঝাইয়া দিতে যত্ন করিব।

আমাদের বোম্বাই ভ্রমণ।(১)

বোম্বাই প্রদেশে বাহ্যিক স্ত্রী স্বাধীনতা বড় মন্দ নহে। পদব্রজে গমনাগমন করিলে ও পুরুষ সমাজে উপবেশন করিলে যদি স্ত্রী স্বাধীনতা হয়,

(১) আমাদিগের যে শ্রদ্ধাস্পদ ভগিনী ইতিপূর্ব্বে আপনার বোম্বাই ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছিলেন, তাঁহারই নিকট হইতে পুনরায় এই বিবরণটী পাইয়া আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পত্রিকাস্থ করিলাম। আশা করি পাঠিকাগণ ইহা বিশেষ উপাদেয় বলিয়া যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। স।

তবে এস্থলে তাহা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। সহরের রাজপথে ইতর ভদ্র সকল স্ত্রীলোক পদব্রজে গমনাগমন করিয়া থাকেন। এখানে পাল্কি প্রায় দেখা যায় না। রমণীগণ গাড়ীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া যান, কেহ দৃষ্টিপাত করিবে না। কুলবধূগণ অসঙ্কুচিতভাবে পুরুষ মণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করেন, তাঁহাদের মুখে লজ্জা কি ভয়ের কিছু মাত্র চিহ্ন প্রকাশ পায় না ও তাঁহাদিগকে পুরুষের অপবিত্র দৃষ্টিতে পতিত হইতে হয় না। ইহাঁরা শ্বশুরের সম্মুখে বাহির হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার নিকটের চেয়ার গ্রহণের অনুমতি পান না, ইহাতে তাঁহাকে অবমাননা করা হয়। উক্ত গুরুজনের সহিত বাক্যালাপেরও প্রথা নাই। মারহাট্টীরা স্বামীকে "নওরা" বলে। "নওরার" সহিত প্রকাশ্যে কথা কহা অতি ঘৃণণীয় ব্যাপার। কিন্তু হিন্দু পরিবারের মধ্যে স্বামী, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগিনী, ভাশুর দেবর বাটীর সমস্ত স্ত্রী পুরুষ, এমন কি বিদেশীয় ভিন্ন জাতীয় নর নারীদের সঙ্গে পর্য্যন্ত ইহারা একত্রে আহারাদি করিয়া থাকেন। এই প্রকারে আমরা এক ভদ্র হিন্দু পরিবারে একত্রে বসিয়া আহার করিয়াছিলাম। কিন্তু জাতিভ্রষ্ট হইবার ভয়ে আমাদিগের সহিত এক পংক্তিতে তাঁহারা বসেন নাই। মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণ অপেক্ষা পারসী নারীগণকে অধিক স্বাধীনপ্রকৃতি বলিয়া অনুমান করা যায়, কারণ ইহাদিগকে অপরাহ্নে বায়ু সেবনার্থ ভ্রমণ করিতে এবং অতি সপ্রতিভভাবে জনসমাজ মধ্যে বিচরণ করিতে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। গত ডিসেম্বর মাসে আমাদিগের গবর্ণর জেনেরল বম্বে নগরে এক বৃহৎ দরবার করেন, সেই দরবার স্থানে অনেক পারসী রমণী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন ইতিপূর্ব্বে এক ইটালিয়ন গায়কের নিকট সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। টাউনহল মধ্যে গায়ক সঙ্গীত আরম্ভ করিবা মাত্র পারসী বধূ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। যদিও ইহাতে অনেক পারসী বিরক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি উক্ত নারীর অসাধারণ সাহস ও স্বাধীনতাকে প্রশংসা করিতে হয়। ইহাঁদিগের ভাব ভঙ্গী দর্শন করিলে ইংরাজ রমণীগণের সহিত ইহাঁদের অল্পই প্রভেদ বোধ হয়। অল্প বয়স্ক পারসী কুলবধূগণ একাকী রেলের গাড়িতে অতি দূর-দূরান্তরে গমনাগমন করেন। তাঁহাদিগের জাতীয় কোন অপরিচিত পুরুষ এ প্রকার

অসহায় কুলবধূকে পথিমধ্যে কোন বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে দেখিলে অতি সম্মান ও যত্নের সহিত সাহায্য করিতে চেষ্টা করেন, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমরা পুনা হইতে বম্বে আসিতেছিলাম, সেখান হইতে একজন অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক একটী বালিকাকে সঙ্গে করিয়া টানা নামক স্থানে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে কোন কারণ বশতঃ আপনার গাড়ি হইতে নামাতে গার্ড তাঁহাকে আর উঠিতে দিল না, সুতরাং স্ত্রী স্বভাব সুলভ ভয় তাঁহাকে যথা পরিমাণে আক্রমণ করিল। ইতিমধ্যে একজন পারসী পুরুষ তাঁহাকে এ প্রকার অবস্থাপন্ন দেখিয়া অতি সম্মান ও যত্নের সহিত আমরা যে গাড়িতে ছিলাম সে গাড়িতে উঠাইয়া দিল ও অনেক চেষ্টা করিল যাহাতে তিনি নির্ব্বিঘ্নে যাইতে পারেন, এবং প্রত্যেক ষ্টেসনে তাঁহার তত্ত্ব লইতে লাগিল। বঙ্গদেশীয় হতভাগ্য পুরুষদিগের এরূপ ভদ্রতা কবে জন্মাইবে? যত দিন না হইতেছে স্ত্রী স্বাধীনতা অস্বাভাবিক ও বিপদজনক থাকিবে। বেনারস, আগরা, দিল্লী, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে এ প্রকার স্ত্রী স্বাধীনতা প্রথা কতক পরিমাণে প্রচলিত আছে। কিন্তু পাঞ্জাবের বামাগণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া তাহার অনেক কুব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছে ও তাহাতে অপবিত্রতা আনয়ন করিয়াছে। তাহারা অনেকে প্রকাশ্য পুষ্করিণীতে উলঙ্গ হইয়া স্নান করিয়া থাকে এবং কোন উৎসব উপলক্ষে অতি অশ্লীল সঙ্গীত করিতে করিতে রাস্তা দিয়া গমন করে। শুনিতে পাওয়া যায় পারসী স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতাতেও অমঙ্গল ঘটিয়াছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় বামাকুল এখন পর্য্যন্ত অতি পবিত্র ও স্বাভাবিক স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছেন। বোম্বাই প্রদেশে অবলাকুলের স্বাধীনতা, সভ্যতা, উন্মুক্ত ভাব যে পরিমাণে দৃষ্ট হয়, জ্ঞান শিক্ষা ও আত্মার উন্নতি সে পরিমাণে লক্ষিত হয় না। ইহাঁরাও অনেকে কুসংস্কারাপন্ন এবং দেশীয় কুৎসিত নিয়মের বশবর্ত্তিনী। এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে সাধারণতঃ শিক্ষা লাভের প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা নহে। অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানে এমন অনেক নারী প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাঁহারা একটী অক্ষর পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আবার অন্য দিকে দেখিতে গেলে লেখা পড়া সম্বন্ধে এমন সকল মহিলাও দৃষ্টি পথে পতিত হন, যাঁহারা ইংরাজীতে

অতি উৎকৃষ্ট রূপে লিখিতে পড়িতে ও কথা বার্ত্তা কহিতে সক্ষম, তাঁহারা সভ্য সমাজের উপযুক্ত, তাঁহারা যে প্রকার ইংরাজি কথা কহেন, পিয়ানো বাজান, গান করেন, তাহাতে ইহাদিগকে ইংরাজ "লেডীর" সদৃশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিল্পকার্য্য বিষয়ে ইহারা অতি সুদক্ষ। এক এক জনের হস্ত নির্ম্মিত পুঁতির, জরির, রেশমের, পশমের ও সূতার সুন্দর কার্য্য দেখিলে তাঁহাদিগকে শিল্পিকা মধ্যে গণ্য করা যায়। এ সমস্ত শিক্ষায় পারসী স্ত্রীগণ অধিক যত্নবতী ও সুনিপুণ। বোম্বাইয়ে বয়স্থা নারীগণের শিক্ষা উপযোগী স্কুল আছে, সেই স্কুলে পূর্ণবয়স্কা বামাগণ অধ্যয়ন করেন। কিন্তু সেখানে অধিকাংশ পারসী স্ত্রী, মারহাট্টী ও গুজরাটী অল্প। ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই স্ত্রী শিক্ষার যে একটী প্রধান স্থান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখানে স্ত্রীলোকদিগের প্রমুক্ত ভাব থাকাতেই স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে অবস্থা এত অনুকূল হইয়াছে।

হৃদয়ের কোমলতা সাধনে স্ত্রীগণের অসাধারণ ক্ষমতা।

পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা অল্প দিনের মধ্যে দুই বার অগস্ত কোমত নামক একজন ফরাসী পণ্ডিতের নামোল্লেখ করিয়াছি। কেন তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছি তাহা তাঁহারা বিশিষ্টরূপ জানেন। আজ আমরা সেই অগস্ত কোমতকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। অগস্ত কোমতের মতের সহিত আমাদের মতের ঐক্য আছে, এ বলিয়া আমরা তাঁহার বিষয় পাঠিকাগণকে জানাইতে প্রবৃত্ত হই নাই। তাঁহার মত বরং আমাদিগের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে কেন আমরা তাঁহার কথা লিখিতেছি? কেবল এইটী দেখাইবার জন্য যে সমাজের সহিত স্ত্রীজাতির কেমন উচ্চতর সম্বন্ধ; তাঁহারা মনুষ্য হৃদয়ের উপর কেমন অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন। ইটি জানিয়া লাভ এই যে স্ত্রীগণ আপনাদের উচ্চতা বুঝিতে পারিবেন। আর তাঁহারা শুদ্ধ সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিবার জন্য আইসেন নাই; সন্তান সন্ততি

স্বামী প্রভৃতির হৃদয় উন্নত করিবার জন্য জন্মিয়াছেন ইহাও তাঁহাদিগের বিলক্ষণ প্রতীত হইবে। এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমাদিগের পাঠিকাগণ যদি তাঁহাদিগের নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিতে পায়েন, তাহা হইলে আমাদিগের লেখার সার্থকতা হইল বুঝিতে পারিব।

পাঠিকাগণের জানা আবশ্যক, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের শুষ্কতা ও হৃদয়হীনতার সময়ে অগস্ত কোমত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে সমুদায় দিকে অবিশ্বাসের রাজ্য এমনি সুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে অগস্ত কোমতের মন অবিশ্বাস সাগরে নিমগ্ন হইবে তাহা অতি স্বাভাবিক। তাঁহার রাজ্য সম্পর্কে প্রাধান্য লাভের উচ্চাভিলায ছিল, তাহা সম্পন্ন হয় নাই। ইহাও তাঁহার হৃদয়ের শুষ্কতাবর্দ্ধনের এক প্রধান কারণ। তিনি একবার উন্মাদ পর্য্যন্ত হন। বস্তুতঃ তিনি শুষ্ক ভাবে বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকাতে এমনি হৃদয় শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার নবজীবন লাভ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। কি প্রকারে তিনি হৃদয় সম্বন্ধে উজ্জীবিত হইয়াছিলেন তাহাই প্রদর্শন করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

অগস্ত কোমতের হৃদয় লাভের পন্থা পরিষ্কৃত ছিল। তিনি তাঁহার কৃত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে * স্ত্রীগণের সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রস্তাবান্তরে লিখিয়াছি। তিনি স্ত্রীজাতিকে হৃদয় রাজ্যের উপরে আধিপত্য অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থ প্রণয়ন সমাধা হইবার পূর্ব্বে হৃদয় লাভের জন্য তিনি একটি আশ্চর্য্য প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি কাব্য ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করিতেন না। এমন কি সংবাদ পত্র পর্য্যন্তের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কোমত শুষ্ক জ্ঞান পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় কত দূর কঠোর হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আরও বৈজ্ঞানিক বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিলে হৃদয় হইতে বঞ্চিত হইবেন, এই ভয়ে যাহাতে হৃদয় লাভ হয়, এই পাঠেই তিনি আপনাকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন। এরূপ সঙ্কুচিত পন্থা অবলম্বন করাতে তাঁহার পক্ষে সমূহ অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, কিন্তু এক দিকে আবার এও সত্য যে তিনি এরূপ না করিলে হৃদয়বান্ হইতে পারিতেন না।

* Cours de Philosophie Positive.

কিন্তু তাঁহার সকলি বিপরীত। বিজ্ঞানের আলোকে তিনি সকল প্রকার স্নেহ ও বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করিয়াছিলেন, এই প্রণালী দ্বারা তিনিই আবার অতি হেয় কুসংস্কার জালে আপনাকে নিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

কোমত স্ত্রীজাতিকে পুরুষগণের হৃদয়ের কোমলতা সাধনের প্রধান কারণ রূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, কার্য্যতও তাঁহার সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছিল। ম্যাডাম ক্লোটিল্ডা নাম্নী এক স্ত্রীর সহিত তিনি বিশুদ্ধ প্রণয়ে আবদ্ধ হন। তিনি স্ত্রী পুরুষের বস্তুব্যতিরিক্ত আধ্যাত্মিক অতি বিশুদ্ধ সম্বন্ধ যে রূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এই সম্বন্ধ অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ছিল প্রতীত হয়। সে যাহা হউক, ম্যাডাম ক্লোটিল্ডা এক বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। কাব্য গ্রন্থ পাঠে কোমলতাপ্রাপ্ত হৃদয়কে ইনি এই অত্যল্প কাল মধ্যেই অতিরেক পরিমাণে কোমল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কোমত প্রচারিত মানব ধর্ম্মেই তাহা বিলক্ষণ সুপ্রমাণিত রহিয়াছে। এত দূর চিন্তাশীল ব্যক্তির পরিণামে ঘোরতর উন্মত্তোচিত কুসংস্কার জালে নিপতিত হওয়া পাঠ করিলে সমূহ কষ্ট হয় সন্দেহ কি? কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে মধ্য পথ ছিল না।

কোমত হৃদয়কে বিশুদ্ধ পবিত্র উন্নত করিবার জন্য মানব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এই মানব ধর্ম্ম কি? মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগের সমুদায়কে মনুষ্য মণ্ডলীর সমষ্টি রূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারূপে অর্চ্চনা করা। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এরূপে সমষ্টি গ্রহণ করিয়া অর্চ্চনা করা সম্ভব নহে; সুতরাং সামাজিক উপাসনার জন্য এই সমষ্টিকে রাখিয়া নির্জ্জন উপাসনায় উহার প্রতিনিধি স্বরূপ এক এক জন মহদ্ব্যক্তির অর্চ্চনা করিতে হইবে। এই মহদ্ব্যক্তি স্ত্রীজাতীয় হওয়া আবশ্যক। কারণ স্ত্রীজাতি মানবীয় ধর্ম্মের প্রকৃত প্রতিকৃতি। মাতা স্ত্রী ও কন্যা এই ত্রিমূর্ত্তিতে অর্চ্চনা করিতে হইবে। এই ত্রিমূর্ত্তিতে ভূত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এ তিনই রহিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা ভক্তি প্রীতি এবং স্নেহ এই তিনটি সামাজিক গুণের জীবন্ত পরিচালনা সাধিত হয়। যদি কাহার স্ত্রী বা কন্যা না থাকেন, অথবা যাঁহারা আছেন তাঁহারা তদ্রূপে গৃহীত হইবার উপযুক্তা না হন, তাহা হইলে উৎকৃষ্টা অন্য কোন স্ত্রীকে ধ্যানের ও

আরাধনার বিষয় করিবে। এমন কি কোন ঐতিহাসিক বিখ্যাত স্ত্রীকে লইয়া এরূপ করিতে পারা যায়। কোমত স্বয়ং ক্লোটিল্‌ডাকে ধ্যান ও আরাধনা করিতেন। যাহারা মানব ধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাসী, তাহারা তাঁহার মত ক্লোটি-ল্‌ডার ধ্যান ও আরাধনা করিবেন, একথা বলিতেও তিনি সঙ্কুচিত হন নাই। ক্লোটিল্‌ডা মাতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে উন্মত্ততার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাতে নব জীবন সঞ্চারিত করিয়া ছিলেন, কোমত তাঁহার বৈজ্ঞানিক সকল মত ভক্তির সহিত তাঁহার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন এজন্য তিনি এক ক্লোটিল্‌ডাকেই মাতা, স্ত্রী ও কন্যারূপে ধ্যান ধারণা করিতেন।

পাঠিকাগণ বলিবেন, কি আশ্চর্য্য এক জন ঈশ্বর অবিশ্বাসীর আবার ধ্যান আরাধনা কি? তাঁহারা আশ্চর্য্য হইবেন না। সাকারোপাসকেরা যেরূপ মূর্ত্তি ধ্যান করে, ইহাঁরও মূর্ত্তি উপাসনা তেমনি। তাঁহারা শুনিয়া অবাক্ হইবেন, সাকারোপাসকেরাও এই রূপ উৎকৃষ্ট কোন মনুষ্যের মূর্ত্তির ধ্যান ধারণ* করিয়া থাকেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন, কোমত সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া পরিশেষে কি পৌত্তলিক হইলেন? পৌত্তলিক হইলেন বৈকি? অস্বাভাবিক পন্থায় গেলে পরিশেষে অনেকের ভাগ্যে এই দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে।

যাহাহউক সংক্ষেপে কোমতের ধ্যান ও আরাধনার বিষয় উল্লেখ করিয়া বারান্তরে ক্লোটিল্‌ডার দ্বারা কোন্ বিষয়ে তিনি প্রকৃত ভাবে উপকৃত হই-ছিলেন, আমাদের লিখিবার ইচ্ছা রহিল। তিনি মূর্ত্ত্যুপাসকগণের ন্যায় উপদেশ করিয়াছেন ধ্যেয় মাতার মূর্ত্তি এবং পরিচ্ছদাদি চক্ষু মুদ্রিত করত যত দূর সম্ভব কল্পনা বলে ধ্যানপথে অনায়ন করিবে। এই মূর্ত্তির অগ্রে আসন কল্পনা করিয়া তদুপরি অধিষ্ঠিত করিতে হইবে। মূর্ত্তি সচল এবং অভিমত ভঙ্গিতে সংস্থিত করিবে। পৌত্তলিকেরা যেরূপ মূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গ চিত্তস্থ করিয়া পশ্চাৎ অল্পে অল্পে সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মহাকাশে মনঃ সংস্থাপন করে, কোমতও তেমনি অল্পে অল্পে পরিচ্ছদাদি তিরোহিত করিয়া ভাব মাত্রে মন সংস্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধ্যান যোগে অর্দ্ধঘটিকা মাতার স্নেহ চিন্তা করিয়া যখন

হৃদয় উথলিয়া উঠিবে, তখন উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ আরাধনা আরম্ভ হইবে। দিবসের মধ্যে এইরূপ ধ্যান ও আরাধনায় দুইঘণ্টা কাল ব্যয় করিতে হইবে এবং তাহার নানাসময়ে নানাপ্রকার ভাব ভঙ্গীতে উপাসনা করিতে হইবে। আমাদের দেশে 'বারোমাসে তের পার্ব্বণ' বই নয়, কিন্তু কোমতের মতে ৮৪টী। পৃথিবীতে যত প্রকার কুসংস্কার হইতে পারে, তাঁহার প্রণীত মানব ধর্ম্মে তাহা স্পষ্ট জাজ্বল্যমান। অধিক উল্লেখ করা বাহুল্য।

এই প্রস্তাব দ্বারা আমরা আর কিছু দেখাইতে চাহি না, স্ত্রীলোকের প্রভাবে কোমতের ন্যায় ব্যক্তিরও সম্পূর্ণ ভাবান্তর হইয়া গেল ইহা জানিয়া স্ত্রীগণ আপনাদের ক্ষমতা কতদূর অনুভব করুন্। এই ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার হইলে সমাজের কি উপকার না সাধিত হয়?

নব্য বঙ্গমহিলা।

প্রায় এক যুগ (দ্বাদশ বৎসর) চলিয়া গেল, বঙ্গদেশের নব্য যুবার আন্দোলনের কথা পুরাতন হইয়াছে। সে আন্দোলন, নব্য শ্রেণীর উন্নতির ইচ্ছা ও অনুকরণ বৃত্তি, আলস্য ও বাক্ পটুতা, চাঞ্চল্য ও অধ্যবসায়, ঔদাস্য ও আশা ভরসা, উন্নতি ও অধোগতি, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম লইয়া কতই পরিহাস করিল, কতই কৌতূহল প্রকাশ করিল, কতই জল্পনা করিল এবং অবশেষে কতই বা শিক্ষা দিয়া ক্ষান্ত হইল! যুবারা নিজেই কত কহিল, বৃদ্ধেরাই বা কত ভৎ-সনা ও পরামর্শ দান করিল এবং বাঙ্গলা ছাড়া অপর দেশের লোকেও কত আগ্রহের সহিত সে কথায় যোগ দিল। পরিশেষে কি হইল? নব্য বাঙ্গালী যুবার চরিত্র স্থির হইল—বাক্য কার্য্যে পরিণত হইল; স্রোত কোথায় যাইতেছে দেখা গেল ও কৌতূহল মিটিল। যুবারা জানিল তাহারা কি করিতেছে, কি করিবে; অপরে জানিল তাহাদের দৌড় কত দূর। যাহা শিক্ষা দিবার দেওয়া হইল, যাহা শিক্ষা পাইবার পাওয়া হইল, এক্ষণে প্রতি জনের পরীক্ষা নিজ নিজের হস্তে। অস্থির সম্প্রদায় এক্ষণে সুপরি-জ্ঞাত বিভাগে বিভক্ত হইয়া আপন আপন কার্য্য করিতেছে। আর আন্দো-লন অপ্রিয়, অপ্রয়োজন। পুরাতন বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কেহ ঈশ্বর-

বাদী (ব্রাহ্ম), কেহ প্রত্যক্ষবাদী (পজিটীভিষ্ট) এবং কেহ সংসারবাদী হইল অর্থাৎ কেহ ঈশ্বরের আদেশ পালনই কর্ত্তব্য ও জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছে, কেহ পরোপকার ও পৃথিবীর ঐহিক উন্নতি সাধন জীবনের মাহাত্ম্য জানিয়াছে এবং কেহবা সাংসারিক বিভব ও সুবিধার জীবন লক্ষ্য করিয়াছে। ঈশ্বর, অপর ও আমি এই তিন অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়া তিনটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হইল। ইহাঁদের প্রত্যেকের গুণাগুণ ও অপূর্ণতা অনেক আছে; কিন্তু উন্নতির পথ সম্মুখে, সাহায্য ও আদর্শ ইতস্তত রহিয়াছে। এক সম্প্রদায় ভাবের মাধুর্য্যে, ২য় সম্প্রদায় জ্ঞানের গরিমাতে ও অপর সম্প্রদায় কার্য্যের উৎসাহে মুগ্ধ হইয়াছে, হউক! সময় আসিবে যখন ভাব, জ্ঞান ও কার্য্যের ঐক্য হইবে, তিন সম্প্রদায় মিলিবে, মনুষ্যের সামুদায়িক উন্নতি হইবে। যেমন পৃথিবীর উন্নতিশাল সভ্যতম প্রদেশে, তেমনি এই বঙ্গভূমিতে তিন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী হইয়াছে; আর অধিক স্থিরতা, অধিক একতা আশা করা যায় না অর্থাৎ দেশ কাল বিবেচনায় উহাই মনুষ্য প্রকৃতি চর্চ্চার যথেষ্ট অবলম্বন বলিতে হইবেক।

নব্য বঙ্গ মহিলা কি উন্নতির অতদূর সোপানেও উঠিয়াছেন? তাঁহারা যে পুরাতন হিন্দু অন্তঃপুরিকা নহেন, তাহা স্থির; পরিবর্ত্তনশীল, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান। নবীনারা আর উলকী মিসি রাঙ্গাসাড়ী চান না, মালা ঝুমকী শঙ্খ সিন্দুর-চুপড়ী উঠাইয়া দিয়াছেন, শেকরা ও তাঁতি অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে হার মানিতেছে। তাঁহাদের বেশ পৃথক্, ঘর সাজান পৃথক্, রুচি পৃথক্। স্ত্রীলোকেরা আর রন্ধনের সুখ্যাতি চায় না, পুরুষের আহার প্রস্তুতাপেক্ষা উচ্চতর ভার লইতে চাহে। তাহারা বহু পরিবার সহবাস চাহে না, স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে। গৃহ হইতে বাহির হইবার আর ভয় নাই, দূর দেশে স্বামীর সহগামিনী হইলে স্বর্গ হাতে পায়। অবগুণ্ঠনে নব্য বঙ্গমহিলা নিশ্বাস ফেলিতে পারেন না, শ্বশুরালয় আর যমালয় ভাবেন না। আর মূর্খ কুসংস্কারাপন্ন থাকিতে কাহারও সাধ নাই। বিধবারা আর নিজ ভাগ্যের দোষ না দিয়া একাদশীর দিন "পোড়াদেশ" কে গালি দেন।

কিন্তু এ পরিবর্ত্তন স্রোত কোন্ দিকে চলিতেছে? সত্যই কি আমাদের দেশীয় ভগিনীরা বিবি হইতে চান? তাহা নহে। তাঁহারা কি হইতে-

ছেন, কি হইবেন এখনও স্থির নাই। এই স্থির, তাঁহারা আর পুরাতনের ন্যায় থাকিবেন না। এখন তাঁহারা ময়দার থাসার ন্যায় কাহার হস্তে কি গড়ন পাইবেন ভবিষ্যতের কথা। এখনও তাঁহারা পরীক্ষায় ভাজা ভাজা হয়েন নাই। যে দিকে ফিরাও, কিছু পরিমাণে ফিরান যাইবে। নব্য বঙ্গমহিলার ভাবী বিষয় ও বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনার উপযুক্ত সময় এই। এতদিন আমরা স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবা বিবাহ, বয়স্থা বিবাহ, পারিবারিক উন্নতি লইয়া কেবল বক্তৃতা করিতাম, জল্পনা করিতাম। এখন বহুদিনের আশা পূর্ণ হইতে চলিল। দূর হইতে যাহা সুখকর ও সহজ জানিতাম, নিকটে তাহা দুরূহ দেখিতেছি; যাহা অসম্ভব মনে করিতাম তাহা সহজ দেখিতেছি। বঙ্গমহিলা মুহূর্ত্তে বাহিরে আসিতেছে, স্বাধীনা হইতেছে, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতেছে, মনোমত বরে আত্ম সমর্পণ করিতে উদ্যত হইতেছে। কিন্তু সুশিক্ষিতা হইবার—উন্নত গৃহিণী হইবার অবস্থা কৈ, সুযোগ কৈ? কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠতর—গভীরতর উন্নত ধর্ম্মাবলম্বনের আশা কৈ? যতদিন না উন্নতির পথ স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে, আত্মার নিকট অভিলাষের বস্তু প্রদত্ত হইবে, জীবনের নিয়ম সংস্থাপন হইবে, আদর্শ জীবনক্ষেত্রে নামিবে তত দিন আন্দোলনের—শিক্ষার সময়। আমরা অল্পে অল্পে সেই আন্দোলনে উৎসাহ দিতে চাহি। কিন্তু একটী কথা আছে। যেরূপ রূঢ়ভাবে নব্য যুবার কথা আলোচিত হইয়াছে, যেরূপ উপহাসে নব্য বঙ্গযুবার ভ্রমদূর করা গিয়াছে তাহা কি বঙ্গমহিলার পক্ষে প্রয়োগ হয়? আমাদের ভগিনী, আমাদের স্ত্রী, আমাদের কন্যা লইয়া আমরা কোন্ মুখে পরিহাস করিব? কোন্ সাহসে তাহাদের প্রতি উপেক্ষা করিব? যিনি হৃদয়ের আগ্রহের সহিত এই কথায় কথা কন, আমরা কেবল তাহারই বাক্য শুনিতে পারি। যিনি সদ্ভাবে আন্দোলন করেন, তাহারই সহিত যোগ দিতে পারি। এই আন্দোলনের সূত্রপাত স্বরূপ আমরা কতিপয় কথা কহিতে চাহি।

নব্য বঙ্গমহিলা কে? তাঁহার লক্ষণ কি? তাঁহার গতি কোন্ দিকে ও ভাবী অবস্থা কিরূপ? এ সকল বিষয় জানিবার পূর্ব্বে তাঁহার উৎপত্তির কতিপয় প্রধান কারণ এবং ঐ ঐ কারণের ইতিহাস সংক্ষেপে জানা আবশ্যক। আমরা আপাততঃ ইহার চারিটী প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি—যথা ১

স্ত্রীশিক্ষা, ২ স্ত্রীস্বাধীনতা, ৩ বিবাহ সংস্করণ (বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, শঙ্কর বিবাহ, সম্মতি বিবাহ প্রস্তাবাদি), ৪ সামাজিক পরিবর্ত্তন ও পারিবারিক উন্নতি। উহার এক একটী শেষ করিয়া আমরা নব্য বঙ্গ-মহিলার বর্ত্তমান ও ভাবী অবস্থা আলোচনা করিব। ভূতকালের ইতিহাসই বর্ত্তমানের দাঁড়াইবার স্থল।

১। স্ত্রীশিক্ষা।

খৃষ্টধর্ম্মই বাঙ্গলা প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের প্রথম সহায়। পোর্টুগিজেরা বলপূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিত, সুতরাং ইতর লোকেই তাহাদের যাজনায় পরিবর্ত্তিত হইত। স্ত্রীশিক্ষা দূরে থাক, পুরুষ শিক্ষাও তাহারা দিতে পারে নাই। ইংরাজেরা প্রথমে ভয়ে খৃষ্টধর্ম্ম যাজককে তাঁহাদের অধিকার মধ্যে আসিতে দিতেন না, পরে ক্রমে কতিপয় মহাত্মা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বিনা ঐ ধর্ম্ম বাঙ্গালা দেশে সুশিক্ষিত ও ভদ্র দলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সদুপায়ে প্রচার করিতে ব্রতী হইলেন। ক্রমে কতিপয় ভদ্রবংশীয় সুশিক্ষিত যুবা কলিকাতাতেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইল। যাঁহারা অবিবাহিত ছিলেন, তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীর প্রয়োজন হইল, যাঁহাদের বিবাহ ছিল তাঁহাদের হিন্দু স্ত্রীর সংস্করণ আবশ্যক হইল। তখন খৃষ্টীয় জাতির প্রথা অনুসারে কতিপয় দেশীয় মহিলার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইল। হিন্দু পরিবার হইতে বা অনাথাশ্রম হইতে যে বালিকারা আসিল, একেবারে পাঠাভ্যাস, স্বাধীনতা লাভ ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিল। ধর্ম্মার্থে যাহা প্রয়োজন হয়, তাহা অসাধ্য হইলেও অনায়াসে সাধিত হয়। ধর্ম্মের যোগ থাকায় ঐ শিক্ষায় ও স্বাধীনতায় গরল উঠিল না। অভিলষিত উন্নতি হউক বা না হউক, বঙ্গীয় খৃষ্টান মহিলারা ইউরোপীয় সমাজের উপযোগী হইলেন—আপনাদের নূতন জীবনের উপযোগী হইলেন। কিন্তু এই উন্নতি খৃষ্টীয়মণ্ডলীর বাহিরে গেল না।

ইতিমধ্যে মহাত্মা বেথুন সাহেব গবর্ণমেণ্টকে লওয়াইয়া প্রথম বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন। বাঙ্গালী মণ্ডলীর মধ্যভাগে হেদোর পার্শ্বে ঐ সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের পর মাসিক বৃত্তির লোভ প্রদর্শনে কতিপয় বালিকা শিক্ষার জন্য আকৃষ্ট হইল বটে, কিন্তু তাহা কার্য্যের হইল না।

মূর্খ লোকের কাছে ধর্ম্ম ও অর্থ এই দুইটী প্রধান উত্তেজক। আমাদের দেশের লোক ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠান টাকা রোজগারের জন্য, মেয়েকে পাঠাইবেন কেন? তাহারা কি পাগড়ী বেঁধে চাকরী করবে? মৃতদেহ স্পর্শ ও ছেদন করা দূষণীয় কার্য্য বোধেও বাঙ্গালীরা চিকিৎসা বিদ্যালয়ে বালক পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন, কারণ "পাশ" করিলে "ডাক্তর" হইবে ও ঢের টাকা আনিবে। পরে আর আট টাকা জলপানীরও দরকার হইল না; 'মেডিকাল কলেজ' শিক্ষার্থীতে ভরিয়া গেল। বেথুন স্কুলের সে আশা কোথায়? বৎসর গেল, যুগ গেল, উন্নতি হইল না। গবর্ণমেণ্ট বলেন ভদ্র পরিবারের বালিকারা আইসে না কেন? জন কএক বাক্‌পটু ভদ্র লোক কৌশল পূর্ব্বক কহিলেন ইতর জাতির প্রবেশ জন্য। গবর্ণমেণ্ট তাই বুঝিলেন, ইতর জাতির প্রবেশ বারণ করিলেন। বালকদিগের বিদ্যালয়ে সে আপত্তি হয় না, তথায় অর্থার্জ্জনের নিমিত্ত ভদ্রেতরের প্রভেদ নাই।

এই অবসরে পাদরী ডফ্ সাহেব কলিকাতাতে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন, তথায় জাতির অপেক্ষা, ভদ্রাভদ্রের অপেক্ষা না করিয়া বালকদিগের ন্যায় দেশীয় বালিকাদিগকে ধর্ম্ম পুস্তকের সহিত শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। পাদরিরা খৃষ্টমণ্ডলী ছাড়িয়া এই প্রথমে বাহিরে স্ত্রীশিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন। ধর্ম্ম তাঁহাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু যাহারা কন্যা পাঠায় তাহারা সে ধর্ম্মকে ভয় করে। কলিকাতায় যে উক্তরূপ দুই একটা বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিনী প্রেরিত হইত, তাহার কারণ নিতান্ত তুচ্ছ। হয়ত কেহ দুরন্ত বালিকাকে আবদ্ধ রাখিবার জন্য, কি কোন সাহেবকে বশীভূত করিবার জন্য ২। ৪ দিনের জন্য বালিকা পাঠাইতেন। বেশ্যাকন্যাগণের বিদ্যালয়ে যাইবার বিশিষ্ট কারণ ছিল। সময়ের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষিত লোকের মনোরঞ্জন করিতে হইয়াছে, সুতরাং সময়োচিত উন্নতি তাহাদের চাই, উচ্ছৃঙ্খল থাকায় বাহ্যিক পরিবর্ত্তনে তাহাদের বাধা নাই। সঙ্গীত বিদ্যাভ্যাস, জামাজুতা পরা ও লেখাপড়া শিখা তাহাদের ভাগ্যে অগ্রে ঘটিল। সুখের বিষয় দুই একটী হতভাগিনী বিদ্যালয়ে গিয়া সুশিক্ষিত হইয়া পাপজীবন হইতেও মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল ক্ষুদ্র লক্ষ্যে কোন্ কার্য্য সফল হইতে পারে? স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি

হইল না। ইত্যবসরে খৃষ্টধর্ম্ম যাজকেরা পরামর্শ করিলেন, কতিপয় ইউরোপীয় মহিলা দ্বারা কলিকাতাস্থ ভদ্র পরিবারের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার ভাণে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবেন। "জেনানা মিসন" অর্থাৎ অন্তঃপুর প্রচার নামক সভা ঐ ব্রতে ব্রতী হইল। শিক্ষয়িত্রীরা কেবল খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে চাহেন, শিক্ষার্থিনীরা কেবল পশম বুনিতে চাহে, খৃষ্টধর্ম্ম বুঝিতেও চায় না। স্ত্রীশিক্ষা নাম মাত্র হইল।

খৃষ্টধর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এদেশে কার্য্য করিতে পারে না। একে ঐতিহাসিক ধর্ম্ম, তাহাতে বিজাতীয়; এবং ইউরোপীয় খৃষ্টানের রূঢ়স্বভাব এ দেশীয়ের নিকট বিরক্তিজনক। শান্তস্বভাবা হিন্দু মহিলা, ঐরূপ রুক্ষ স্বভাব ভাল বাসিবে কেন? খৃষ্টধর্ম্মকে বাঙ্গালীরা ভয় করে এবং ভয় করিবার কারণও আছে। খৃষ্টান পাদরী বৃদ্ধ হিন্দু পিতামাতার কোল হইতে বালক বালিকা কাড়িয়া লইয়া, আবার তাহাদের নামে পুলিসে ও আদালতে মকদ্দমা করিয়া অনর্থক তাহাদিগকে পীড়ন করেন। আরশুলা ধরিয়া তাঁহারা একেবারে কাঁচপোকা করিয়া ছাড়িবেন—কাঁটা চামচা হস্তে দিয়া, অখাদ্য খাওয়াইয়া, মদ্যপায়ী করাইয়া, হাট কোট পরাইয়া, এমন কি নাম ও ভাষা পর্য্যন্ত বদলাইয়া দেন। কোন্ কুলবালা তাঁহাদের হস্তে যাইতে চাহিবেন—কোন্ ব্যক্তিই বা আপন স্ত্রী, ভগিনী কন্যাকে ঐরূপ সভ্য করিতে দিবে?

বাঙ্গালায় স্ত্রীশিক্ষা দুঃসাধ্য হইল। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা বৃথা—খৃষ্টানদেরও চেষ্টা বৃথা। বাহির হইতে ডাকিলে কি হইবে, ভিতর হইতে পাঠায় কে? সংসারের মধ্যে এমন একটী অবস্থা চাই, যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা প্রয়োজনীয় হইবেক—না হইলে নহে, তবে উহা সাধারণের গ্রাহ্য ও উপকারজনক হইবে।

ক্রমশঃ

নূতন সংবাদ।

৺ৃ৬ আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে কুমারী য়্যাকরয়েট যে স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিবার কল্পনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা প্রধান বিচারালয়ের সুযোগ্য বিচার পতি ফিয়ার সাহেব ও তাঁহার বিবি

অন্যতর বিচার পতি বাবু দ্বারকা নাথ মিত্র,এবং বাবু দুর্গামোহন দাস, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু মনোমোহন ঘোষ উক্ত সভার সভ্য হইয়াছেন, এবং কুমারী য়্যাকরয়েট সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এমন একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে, যাহাতে ইংরাজি এবং বাঙ্গালা ভাষাতে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইবে। দশ বারোটী ছাত্রী হইলেই কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। আমরা শুনিলাম যে ২।৫ জন এখনি ছাত্রী শ্রেণী ভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয়ের জন্য এক সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এইটী চাঁদা দ্বারা তুলিতে হইবে। প্রধান শিক্ষয়িত্রী পদে নিয়োগ করিবার জন্য বিলাত হইতে এক জন উপযুক্ত বিবিকে আনিবার কথা হইতেছে।

২। গত ১১ ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ফ্রি চার্চ্চের অনাথ নিবাস গৃহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনোপলক্ষে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেব একটী বক্তৃতা করেন। তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে "এদেশীয় নারীগণের বিদ্যাশিক্ষা কখন ধর্ম্মশূন্য হওয়া উচিত নহে। সাধ্বী, সুশীল, উদারাশয়, দয়ালু এবং মনুষ্যের সুখনিদান হওয়া স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। এইকারণে যাঁহারা বিদ্যার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা দান করেন, তিনি তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত। যে কোন ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হউক, তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই।"

৩। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আমরা পরম দুঃখিত হইলাম। ইনি একজন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ও প্রজাহিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। প্রুসিয়ান্ দিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত এবং প্রজাগণ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া অবধি তিনি অতি দুরবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন। এতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন, অত্রত্য আপামর সাধারণ তাঁহার মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়াছে।

বামাগণের রচনা।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

অজ্ঞান আছি হে প্রভু কর জ্ঞান দান, হে কর জ্ঞান দান।
দয়া করে অধীনীরে কর পরিত্রাণ, হে কর পরিত্রাণ॥
বিকল বধির প্রায় আছি সর্ব্বক্ষণ।
পাপ দিকে মতি মম ধায় অনুক্ষণ॥
কিবা ভাল কিবা মন্দ কিছু নাহি জ্ঞান।

জ্ঞান শূন্য আছি আমি অন্ধের সমান॥
অজ্ঞান তিমির মোর কর নিবারণ।
ব্রহ্মজ্ঞান হোক মম হৃদয়ের ধন॥
দীননাথ যোড় হাতে করি তব স্তব।
তব জ্ঞান চাই সুধু চাহিনা বিভব॥
কবে মুক্ত হব প্রভু কবে যাবে পাপ।
কত দিনে যাবে মোর হৃদয় সন্তাপ॥
কৃপাকর দীননাথ তব কন্যা প্রতি।
ভয়াল সংসার হতে কর হে নিষ্কৃতি॥
তোমার নিয়ম যেন হয় অথ গুন।
দিবানিশি পালি যেন করিয়া যতন॥
দীন দুঃখি দুঃখ দেখি করিতে মোচন।
আমার অন্তর যেন করে আকিঞ্চন॥
সতীত্ব ধর্ম্মেতে যেন থাকে মম মন।
অপর পুরুষে দেখি পিতার মতন॥
পিতামাতা আর যত আছে গুরু জন।
ভক্তি রসে স্নিগ্ধ করি সকলের মন॥
পরহিংসা মনে যেন না হয় উদয়।
পর উপকারে যেন সদা মন রয়॥
সকলের প্রিয় হব মিথ্যা না কহিব।
মধুর বাক্যেতে আমি সকলে তুষিব॥
দাস দাসী আপনার আছে যত জন।
সকলে দেখিব আমি আপন মতন॥
অধিষ্ঠিত হও নাথ হৃদয় আসনে।
নিরাতঙ্কে যাই যেন শমন সদনে॥
যখন আসিবে সেই ভীষণ শমন।
যখন আসিয়া মোরে করিবে বন্ধন॥
বলে ধরে লয়ে যাবে আপন আগারে।
ভাই বন্ধু কার সাধ্য তখন নিস্তারে॥
তোমা বিনা না দেখি উপায় সে সময়।
অভাগা কন্যার প্রতি হও না নিদয়॥
জ্ঞানের প্রদীপ মনে জ্বলে সর্ব্বক্ষণ।
চরণে তোমার প্রভু এই নিবেদন॥

সাং পাথুরিয়া ঘাটা। শ্রীমতী কা—বসাক।

১৭৬

বামাবোধিনী পত্রিকা।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১১৬ সংখ্যা | চৈত্র বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

গার্হস্থ্য দর্পণ।

আত্মীয় ও অপরদিগের প্রতি কর্ত্তব্যাচরণ।

অনেকে মনে করেন যে গৃহস্বামী, গৃহিণী ও পুত্রকন্যা এই লইয়াই পরিবার। কোন কোন জাতীয় লোকদিগের মধ্যে তাহাই রীতি বটে, কিন্তু হিন্দুদিগের সেরূপ রীতি নহে। হিন্দুদিগের রীতি অনুসারে কেবল স্ত্রী ও পুত্রকন্যাকে প্রতিপালন করিলেই গৃহিব্যক্তির গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালন করা হয় না; পিতামাতাদি গুরুলোকের সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়। গুরুলোকের সেবাশুশ্রূষার নিয়ম পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করাও যে নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য।

শাস্ত্র কারদিগের মতে —

"অনাথাং ভগিনীং কন্যাং পুত্রাদীন দাস দাসিকাঃ।
বন্ধূন্ স্বজন সম্বন্ধানবশ্য পোষ্য বান্ধবান্॥"

অনাথা ভগিনী, অনাথা কন্যা, এবং পুত্রাদি অর্থাৎ পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, দৌহিত্র ও জামাতা; দাস দাসী, বন্ধু বান্ধব স্বজন কুটুম্বাদি সকলে পোষ্যবর্গ মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহাদিগের প্রতিপালন পক্ষে ধর্ম্ম শাসন ও লোকাচার শাসন থাকাতে অসীম মঙ্গল হইয়াছে। আত্মীয় কুটুম্বদিগের মধ্যে যাহারা নিরাশ্রয়, তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান না করিয়া

যিনি অন্য কোন পাত্রে দয়া ধর্ম্ম প্রকাশ করেন তিনি "গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেন।" "গৃহে দান আরম্ভ হয়" একথাটি ইংরাজদিগের মধ্যে সাধুবচন। আপনি স্ত্রী পুত্র কন্যা মাত্রের সহিত মিষ্টান্ন ভোজন করা অপেক্ষা নিরাশ্রয় আত্মীয় বর্গ সকলের সহিত শাকান্নভোজন করা শ্রেয়ঃ। অনেকে পোষ্য বর্গ প্রতিপালন করা রীতিতে অতিশয় বিরক্ত, কিন্তু সে রীতি না থাকিলে এদেশের দারিদ্র্যের সীমা থাকিত না। এদেশের ব্যবহারানুসারে অসহায় অনাথা ও অবগণ্ড হইবার যথেষ্ট কারণ আছে যথা বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহের অভাব, স্ত্রীজাতির মূর্খতা ইত্যাদি; কিন্তু তাহাদিগের সাহায্যের নিমিত্ত তাদৃশ সংস্থান নাই। যদিও কোন কোন (ফণ্ড) দাতব্য ভাণ্ডার হইতে তাহাদিগের কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করা যায়, তথাপি পোষ্যবর্গ প্রতিপালন করা আমাদিগের দেশীয় রীতিটি যে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলদায়ক ও দয়া ধর্ম্ম শিক্ষার আদি অনুষ্ঠান, তাহার কোন সন্দেহ নাই। "বৃহদ্গোষ্ঠী দরিদ্রতা" একথা সত্য বটে, বৃহদ্গোষ্ঠী প্রতিপালনে ব্যতিব্যস্ত হইলে যথেষ্ট পরিমাণে আপনার মহত্ব সাধনের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে এ আপত্তিও নিতান্ত অমূলক নহে; কিন্তু দয়া ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিক মহত্ব কোথায়? দয়াধর্ম্মের উপরোধে সাধারণ ভাণ্ডারে কিঞ্চিৎ দান করিয়াই সন্তুষ্ট হওয়া যায় না? সম্মুখস্থ অনাহারীকে অগ্রে আহার না দিয়া আপনার উদরপূরণে কি তৃপ্তি বোধ হইতে পারে? এমন আত্মম্ভরিতা গৃহস্থের ধর্ম্ম নহে, এমন নির্দয়তা আর্য্য জাতির ধর্ম্ম নহে। গৃহিণীর কিন্তু সাবধান হওয়া উচিত যে অন্যকে আশ্রয় প্রদান জন্য তাঁহার মনে অভিমান না হয়। যে কোন মহৎ ধর্ম্মই সাধন করুন, আর যত পুণ্য কর্ম্মই করুন, মনে অভিমানরূপ অগ্নি থাকিলে সে সমস্তই ভস্মীভূত হইবে। গুরুলোকের সেবা শুশ্রূষা করিয়া যেমন তাহার প্রসাদেই তৎসাধনে কৃতার্থ মানিতে হয়, পোষ্যবর্গ প্রতিপালনেও কর্ত্তব্য মাত্র সাধন বিবেচনায় আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতে হয়। "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে" আমি কর্ত্তা বলিয়া অহঙ্কার করা মূঢ়ের কর্ম্ম। পোষ্যবর্গ মধ্যে যাহার প্রতি যে রূপ যত্ন করা আবশ্যক সেইরূপ করিবে, শিশুকে আপন সন্তানের ন্যায় পালন ও শিক্ষাদান করা এবং নারীকে আপনগৃহ-

কার্য্যে সহকারিণী করা আবশ্যক। পৃথিবীতে এমন প্রাণী নাই যে উপকারীর প্রত্যুপকার না করিতে পারে, সুতরাং যে গৃহিণীর এরূপ পোষ্য থাকে তাহার কার্য্যের অনেক সাহায্য হয়। পোষ্যদিগকে কদাচ অনাদর করা উচিত নহে। তাহারা যদি নিরাশ্রয় এবং পোষ্যশ্রেণীমধ্যে পরিগণিত না হইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে যেরূপ আদর ও যত্ন করা যাইত, তাহার অন্যথা করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

জন্ম বিবাহাদি দ্বারা যেমন জ্ঞাতিকুটুম্বাদি সম্বন্ধ, বাস নৈকট্য দ্বারা তেমনি প্রতিবাসী সম্বন্ধ। উভয় প্রকার সম্বন্ধ দ্বারাই পরস্পরের অশেষবিধ উপকার হয়। পোষ্যবর্গকে বা অন্য জ্ঞাতি কুটুম্বকে যেমন, প্রতিবাসীকে ও তেমনি আত্মীয়ের ন্যায় দেখিবে। তাহাদের মঙ্গল সাধনে সর্ব্বদা যত্ন করিবে। তাহাদের উন্নতিতে কদাচ দ্বেষ করিবে না। অনেকের কুস্বভাব এমনি যে অপরের মঙ্গল দর্শনে যত দ্বেষ না হয়, আত্মীয়গণের মধ্যে কাহার উন্নতি দেখিলেই মনে ততোধিক দ্বেষ উপস্থিত হয়। এই কুস্বভাব অনেক নিরর্থক দুঃখের কারণ। যে জাতির এই কুস্বভাব যত প্রবল, সেই জাতি ততই শ্রীহীন।

নীতিশাস্ত্রের প্রধান আদেশ এই যে 'ভ্রাতাকে বা প্রতিবাসীকে আপনার ন্যায় প্রীতি করিবে।' আপনিই প্রেমের কেন্দ্র স্থল। আপনার রক্ষা আপনি করিবে, "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এ বিষয় শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যেকেই অপরের সুখ দুঃখাপেক্ষা আপনার সুখ দুঃখ অধিক বুঝিয়া থাকে, কেন না আপনার সুখদুঃখ প্রত্যক্ষসিদ্ধ অর্থাৎ স্বভাবতঃ জানা যায়, অপরের অনুমানসিদ্ধ—অনুভব করিয়া জানিতে হয়। কিন্তু প্রেমের স্বভাবসিদ্ধ প্রসারণ শক্তি থাকাতে কেহই শুদ্ধ আপনার প্রতি প্রেম করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। আপনার পরেই যাহাদিগের সহিত একত্রে এবং এক পরিবারে থাকা যায়, তাহাদিগের উপরে প্রেম স্বভাবতঃ প্রসারিত হইয়া পড়ে যথা—পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, স্ত্রী ভ্রাতৃ ভগিনী ইত্যাদি। সম্পর্ক যত দূরস্থ হইতে থাকে, প্রীতিভাবের প্রসারণ সীমাবৃত্তি ও কেন্দ্র হইতে তত দূরবর্ত্তী হইতে থাকে এবং ইহার প্রভাবের হ্রাসতা হইতে দেখা যায় অর্থাৎ যাহার সহিত যত দূর সম্বন্ধ, তাহার সহিত আত্মীয়-

তার সেই পরিমাণে অল্পতা হয়। জ্ঞাতি কুটুম্ব সম্বন্ধে ইহার যে নিয়ম, প্রতিবাসী সম্বন্ধেও ইহার সেই নিয়ম। একত্র সহবাস প্রযুক্ত সন্নিকটস্থ প্রতিবাসীর সহিত যেরূপ আত্মীয়তা, দূরাঞ্চলবাসী স্বদেশীয়ের প্রতি তত দূর আত্মীয়তা থাকে না এবং যে কোন স্বদেশীয়ের প্রতি যত আত্মীয়তা, বিদেশীয়ের প্রতি তত হইতে পারে না। গার্হস্থ্য কর্তব্যানুরোধে যাহাদিগের সহিত আত্মীয় ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, আত্মীয় পদের দ্বারা তাহারাই বিশেষ রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাদিগের সহিত ব্যবহারের বিশেষ নিয়ম এই-শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা, কথা দ্বারা, জ্ঞান ও সদ্ভাব বা অর্থ দ্বারা যথাসাধ্য পরস্পরের উপকার করিবে এবং কাহারো বিপদে আপন বিপদ বিবেচনা করিয়া তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত যত্ন করিবে। বিপদ কালে যে নিকটে উপস্থিত থাকে, সেই বান্ধব। রোগের প্রতীকারের নিমিত্ত সাহায্য করা, মৃত্যুশোকে হতাশহৃদয় ব্যক্তিকে সান্ত্বনা করা, দুর্জ্জনের পীড়ন হইতে রক্ষার নিমিত্ত সহায়তা করা, চৌর অগ্নি ভয় ইত্যাদি বিপদে সত্বর হইয়া মুক্ত করা, কুপথগামী ব্যক্তিকে সৎপথাবলম্বী করিতে সম্যক্ যত্ন করা, অর্থ দ্বারা বা শিক্ষা দ্বারা বিদ্যোপার্জ্জনে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা, পরস্পরের পুত্র কন্যার প্রতি আপন পুত্র কন্যার ন্যায় বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করা ইত্যাদি যে সকল কার্য্য দ্বারা পরস্পরের উপকার ও উন্নতি হয় এবং সকলের হৃদয়ে প্রীতি সুধা সিঞ্চিত হয় সেই সকল কার্য্য আত্মীয়দিগের প্রতি কর্ত্তব্য।

আত্মীয়দিগের দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ প্রকাশ করণ জন্য লোকাচারের উৎপত্তি। সেই লোকাচার শব্দকে বিকৃত করিয়া যেমন লোকে লৌকতা বলে, তেমনি ইহার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া অনর্থ সংঘটন করে। আত্মীয় ব্যক্তির পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হইলে তাহার তত্ত্বাবধান করা, তাহার নিকটে যাইয়া তাহার হৃদয়ের দুঃখের ভার লাঘব করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে ব্যক্তি যথার্থ অন্যের দুঃখে দুঃখী, তিনি তাহা প্রকৃত রূপে করিতে পারেন, নতুবা ছলপূর্ণ বাক্য দ্বারা লৌকতা সারার কিছুই তাৎপর্য্য নাই। ব্যবহার আছে যে শ্রাদ্ধ বিবাহ অন্নপ্রাশন ইত্যাদি ক্রিয়াতে আত্মীয় লোকেরা বস্ত্র যৌতুক ইত্যাদি বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্যবহার যাহাই হউক

তাহা পালন করিবার সময় সেই ব্যবহারটি কতদূর হৃদয়গত ভাবের সাপেক্ষ এবং কত দূর তদ্বিরুদ্ধ তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যে ব্যবহার হৃদয়ের ভাবের বিরুদ্ধ, তাহাতে মিথ্যাড়ম্বর বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু প্রায় দেখা যায় যে প্রকৃত শাস্ত্র অপেক্ষা মেয়েলি শাস্ত্রকে লোকে অধিক মান্য করে। অতএব বিবেচনা করিয়া ইহার প্রাবল্য যতদূর যুক্তি সঙ্গত রাখা উচিত, ততদূর মাত্র রাখিয়া ইহার শাসন করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু তাবল্লোকেরই কর্ত্তব্য যে আত্মীয়গণের দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ বোধ করেন। সেই রূপ বোধ করিবার কারণ মনের প্রীতিভাব। যাহারা আত্মীয়বর্গ মধ্যে বিশেষ রূপে পরিগণিত হয়, তাহাদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকা সেই প্রীতিভাবের প্রকৃত স্বভাব নহে। ইহার প্রসারণী শক্তি জগদ্ব্যাপিনী। ইহার প্রকৃত শক্তির কার্য্য সম্যক্ প্রকাশিত হইলে পরাপর ভেদ থাকে না, সকলকেই সমান রূপে আপনার ন্যায় বিবেচনা করা যায়। নীতি শাস্ত্রের নিয়ম এই যে

"ভীতেভ্যশ্চাভয়ং দেয়ং ব্যাধিতেভ্যস্তথৌষধং।
দেয়া বিদ্যার্থিনে বিদ্যা দেয়মন্নং ক্ষুধাতুরে।"

অর্থাৎ যে কেহই হউক, ভীত ব্যক্তিকে অভয় দান, পীড়িতকে ঔষধ দান, বিদ্যার্থীকে বিদ্যা দান ও ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করা কর্ত্তব্য।

"অন্নদানাৎপরং দানং নভূতো ন ভবিষ্যতি।"

অন্নদানের তুল্য দান হয় নাই ও হইবে না।

এদেশীয় ব্যক্তিদিগের অতিথিসেবার প্রতি শ্রদ্ধা অতিশয় প্রশংসনীয়। এবিষয়ে শাস্ত্রেরও শাসন অতি দৃঢ়:—

"তপাংসি যজ্ঞাঃ সত্যঞ্চ শীলং ধর্ম্মশ্চ কর্ম্মচ।
"অপূজিতৈরতিথিভ্যি সার্দ্ধং সর্ব্বে প্রযান্তি তে॥"

অতিথি বিমুখ হইলে গৃহস্থদিগের তপ যজ্ঞ শীলতা ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সকলই তাহার সহিত প্রস্থান করে।

"অতিথিঃ পূজিতো যেন বিশ্বঞ্চ তেন পূজিতং।
অতিথির্যস্য তুষ্টোহি তস্য তুষ্টো হরি স্বয়ং॥"

যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক অতিথি পূজিত হয় তৎকর্ত্তৃক এই বিশ্বই পরিপূজিত হইল জানিবে, যাহার প্রতি অতিথি পরিতুষ্ট হয় তাহার প্রতি স্বয়ং ঈশ্বর পরিতুষ্ট হয়েন।

ইহাদ্বারা সকলের প্রতি প্রীতিভাব রাখা এবং সেই প্রীতি ভাবকে শুদ্ধ কুটুম্ব ও প্রতিবাসীদিগের মধ্যে বদ্ধ না রাখা যে শাস্ত্রের অভিপ্রায় তাহা সপ্রমাণ হইল। আরও ভগবদ্ গীতায় আছে—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

আপনার সুখ দুঃখে যেমন, সকলের সুখ দুঃখেও যে তেমনি ভাবে, সেই পরম যোগী।

কিন্তু সকল জীবকে যে আত্মবৎজ্ঞান করিতে হইবে তাহার নিগূঢ় কারণ এই যে

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানিচাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগী সকল ভূতেই পরমাত্মাকে দেখেন এবং পরমাত্মাতে সকল ভূতকে দেখেন।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে কেবল মনুষ্য জাতি দয়ার পাত্র নহে, জীব মাত্রেই দয়ার পাত্র।

"অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই কথার উপরোধে কোন কোন সম্প্রদায় পিপীলিকাকেও আহার দেওয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া থাকেন। সকল প্রাণীর কল্যাণ ইচ্ছা, ও কোন প্রাণীকে অনর্থক ক্লেশ না দেওয়া গৃহস্থের উচিত। যে সকল প্রাণীকে আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন, তাহাদিগকে যথেষ্ট ভরণপোষণ প্রদান করা ও যত্ন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। গৃহস্থ যে প্রাণীকে যথোচিত যত্ন করিতে সক্ষম না হইবেন, তাহার স্বাধীনতা নষ্ট করা তাঁহার অতি অন্যায় কর্ম্ম।

স্ত্রীগণের ধর্ম্মহীন শিক্ষা সমুচিত কি না ? *

আমাদিগের দেশে বালকগণের শিক্ষার জন্য যত বিদ্যালয় আছে, তাহাতে কোন প্রকার ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না। এমন কি, ধর্ম্ম মানবীয় কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে, এইরূপ অসার ঘোর অনিষ্টকর কথাও ছাত্রগণ প্রথমতঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া থাকে। সত্য, কেহ এ বিষয়ে তাহাদিগকে স্পষ্ট আদেশ উপদেশ প্রদান করে না, অনেক সময়ে তাহারা নিজে নিজে জ্ঞানের অল্পতা বশতঃ এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হয়। কিন্তু তাহাদিগের মন যখন প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহের অসত্যতা বুঝিতে পারিল, তখন তাহাদিগকে যথার্থ, নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সকল দেখাইয়া দেয়, তদুপযোগী শিক্ষা কোথায় ? এই কারণে বিদ্যালয় সমূহ বালকদিগকে যে ঘোরতর সংশয় সাগরে নিমগ্ন থাকিবার সহায়তা করিতেছে, ইহা অবশ্যই বলা যায়। যেখানে জীবনের সার ও মূল কর্ত্তব্য বিষয়ে এরূপ সংশয়ের অবস্থা, সেখানে শিক্ষিতগণের মধ্যে যে নানা প্রকার দুর্ব্যবহার দর্শন করা যাইবে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ কথা। গবর্ণমেণ্ট এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও যে নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন, ইহাতে কি আমরা গবর্ণমেণ্টকে হৃদয় বিহীন বলিব ? গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে ঘোর সঙ্কটে পড়িয়াছেন, বলিতে হইবে। তাঁহারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া এদেশের কোন প্রকার ধর্ম্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না এই তাঁহাদের অঙ্গীকার। এ জন্য তাঁহারা ধর্ম্মনীতি শিক্ষা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে দেন নাই। ধর্ম্মনীতির অখণ্ডাতা অপরিবর্ত্তনীয়তা বুঝাইতে গেলে, তৎসঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরের বিষয় স্বভাবতঃ আসিয়া পড়ে, ঈশ্বরের নাম বিদ্যালয়ে প্রতিধ্বনিত হইলেই পাছে প্রজাগণের ধর্ম্মে হস্তার্পণ করা হইল, এই বৃথা আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট তাহা হইতে বিরত রহিয়াছেন। সে যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, বালকগণের শিক্ষার অনুরূপ আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীগণের শিক্ষা হওয়া সমুচিত কি না ?

* বামা-হিতৈষিণী সভায় পঠিত।

এই বিষয়টি নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা সমুচিত। এই প্রকৃতি নির্দ্ধারণে অনেকে অনেক প্রকার আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন, কিন্তু যদি প্রকৃতির অখণ্ডনীয়তার উপরে আমাদিগের বিশ্বাস থাকে, সহস্র প্রকার পাপ অত্যাচারের মধ্যেও প্রকৃতি আপনার দুর্জ্জয় শক্তির পরিচয় প্রদান করেন; এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ভূতকালে যেরূপ হইয়া আসিয়াছে এবং বর্ত্তমানে আমরা স্ত্রীগণকে এ দেশে এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে সকলকে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, স্ত্রীগণ মানব সমাজের হৃদয় স্বরূপ। মনুষ্যমণ্ডলী যে অবস্থায় নিতান্ত দুর্দ্দান্ত ছিল, সমর ভিন্ন আর কিছুই জানিত না, ঘোরতর নিষ্ঠুরতা তাহাদিগের প্রকৃতি সিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, সে সময়ে মনুষ্য মণ্ডলীকে কাহারা একত্র গ্রথিত রাখিয়াছিল? মানবজাতিকে সমূলোচ্ছেদ হইতে কাহারা রক্ষা করিয়াছিল? ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর, ইতিহাস প্রত্যুত্তর দিবে স্ত্রীগণ। দুর্ম্মদ হস্তিগণের ন্যায় মনুষ্যগণ যখন স্বজাতি হিংসন ভিন্ন আর কিছুই জানিত না, স্ত্রীগণ তাহাদিগের পদে দুর্ভেদ্য নিগড় হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, ঘোর অবিনয় নিষ্ঠুরতার মধ্যে কোমলতা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। যদি স্ত্রীগণ মানব সমাজের হৃদয় রাজ্যের অধিকারিণী না হইতেন, আমরা বর্ত্তমান সময়ে ইহাকে যেরূপ অবস্থায় অবস্থাপিত দেখিতেছি সেরূপ কখন দেখিতে পাইতাম না। স্ত্রীলোকের সম্মান পৃথিবীতে এখনও এত অল্প কেন? তাঁহারা সমাজের কি উপকার সাধন করিয়াছেন, এখনও তাঁহারদিগের দ্বারা কি সাধিত হইবে, সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই এই জন্য। যাঁহারা স্ত্রীগণের প্রকৃতি ও অধিকার বুঝেন না, তাঁহারা তাঁহাদিগকে প্রকৃত সম্মাননা দিতে জানেন না।

আমাদিগের সভাপতি মহাশয় ইংলণ্ডে একটি প্রসিদ্ধ স্ত্রীসভাতে যাহা বলিয়াছিলেন, কথন ভঙ্গীতে তাহা অনেকের চির বিষণ্ণ মুখ হইতে হাস্য নিঃসৃত করিয়াছিল; কিন্তু বুঝিতে হইবে, সেই বাক্যের মধ্যে অতি গভীর সত্য অবস্থান করিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন 'পৃথিবীর সর্ব্বাংশে মানবমণ্ডলী স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক অনুশাসিত হয়। যতই জ্ঞান সভ্যতা পৃথিবীতে

বিস্তীর্ণ হইতেছে, ততই তাঁহাদিগের শাসন মানবসমাজে বিস্তৃত হইতেছে, তাঁহাদিগের শাসন প্রভাবে সকলে সঙ্কুচিত হইতেছে, আরো বা কত হয় বলিয়া সকলের ভয় উপস্থিত হইয়াছে।' এই শাসন কি নূতন, না আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে? সভ্য অসভ্য সকল দেশকে জিজ্ঞাসা কর, সকলেই স্বীকার করিবে, সর্ব্ববিধ অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, পাপের মধ্যে এই শাসনপ্রভাব অব্যাহত রূপে অবস্থান করিতেছে। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে অনেকে ইহা লক্ষ্য করেন না, অসভ্য লোক সকলের মধ্যে স্ত্রীগণের কত প্রাধান্য। আমি সৌভাগ্য ক্রমে বঙ্গদেশের ভুটান সন্নিহিত উত্তরাঞ্চলে বহু দিন বাস করিয়াছিলাম। দেখিয়াছি সেখানে পুরুষগণ কর্ত্তৃক স্ত্রীগণ কেমন বিজিত রহিয়াছে। পুরুষগণ কথায় কথায় রাগান্বিত হইয়া এক জনের মাথা অনায়াসে লগুড়াঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলে, অথচ তাহাদিগের স্ত্রীগণ সর্ব্বকার্য্যে তাহাদিগের পরিচালক ও অগ্রগণ্য। ভারতবর্ষে এখনও অনেক স্থানে অনেক অসভ্য লোক বসতি করে, কিন্তু সেখানে দেখিবে, অনেক কার্য্যে পুরুষগণ স্ত্রীগণের অধীন হইয়া রহিয়াছে।

যাহা বলা হইল তাহাতে কি নির্দ্ধারণ হইতেছে? স্ত্রীগণ স্বস্বপ্রকৃতি বলে পুরুষগণকে সর্ব্বদা অনুশাসিত রাখিতে সমর্থ। সমাজ মধ্যে কোন্ স্ত্রী দুর্ভাগ্য, কোন্ স্ত্রী স্ত্রীসমাজে নিন্দনীয়, কোন্ স্ত্রী সর্ব্বদা বিষণ্ণ, কোন্ স্ত্রী আপনাকে আপনি সর্ব্বদা ধিক্কার করেন, কোন্ স্ত্রী লোকের নিকট মুখ দেখাইতে চান না? যিনি এই শাসন ভার আপনার হস্তগত করিতে পারেন নাই। এসময়ে এদেশে অধিকাংশ স্ত্রীগণকে কেন এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়? চিরদিন যাঁহারা মানব মণ্ডলীকে শাসন করিয়াছেন অদ্য তাঁহারা কেন সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছেন? পুরুষ প্রকৃতি কি এত দূর উচ্চ সোপানে উত্থিত হইয়াছে যে, আর স্ত্রী প্রকৃতি তাহাকে শাসনাধীনে রাখিতে সমর্থ নহে? ইহা কখনই হইতে পারে না। ফলতঃ যে সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহারা তাঁহাদের স্বীয় অধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন আর সে অস্ত্র শস্ত্রে তাঁহারা শাসন কর্ত্তৃত্ব রাখিতে পারেন না। এখন জ্ঞানের আলোকে বিদ্যার আলোকে দেশ সমুজ্জ্বলিত হইতেছে। বিদ্যার আকর্ষণ—জ্ঞানের আকর্ষণ এখন সর্ব্ব প্রধান। স্ত্রীগণ

যদি এখন পূর্ব্ব বেশ ভূষা প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর বিষয় সকলের লালসা কথঞ্চিৎ অল্প করিয়া জ্ঞান ও বিদ্যা ভূষণে ভূষিত না হন, প্রকৃতিপ্রদত্ত অধিকার হইতে তাঁহারা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, এ সময়ে কি তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বতন কোমল প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া কঠোর জ্ঞানালোচনায় আপনাদিগের হৃদয় কঠোর করিয়া ফেলিবেন? একথার উত্তর অতি সহজ। যখন মানব সমাজ নিতান্ত দুর্দ্দান্ত ছিল, কেবলই নরশোণিত-পাতে আহ্লাদিত হইত, তখন যদি কর্ত্তৃত্বরক্ষার্থ স্ত্রীগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে না হইয়া থাকে, তবে অদ্যও পশুশরীর মনুষ্যশরীর ছেদন করিয়া হৃদয়ের কঠোরতা সাধক নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরিদর্শনে নিয়ত অনুরক্ত থাকিয়া পরিবারের স্নেহময়ী কর্ত্রীর পদবী হইতে বিচ্যুত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। মাতা, বনিতা কন্যা এ সম্বন্ধত্রয়ে তাঁহাদিগকে চির দিন জনসমাজে বদ্ধ থাকিতে হইবে, এই সম্বন্ধত্রয়ে যাহা যাহা প্রয়োজন, তাঁহাদিগকে অবশ্য শিক্ষা করিতে হইবে। সময় যত উন্নত ও উচ্চ হইয়াছে, এ সম্বন্ধত্রয়ের কর্ত্তব্যও তৎ-সঙ্গে২ উন্নত ও উচ্চ হইলে আবহমান প্রচলিত শাসন কর্ত্তৃত্ব কখনই তাঁহাদিগের হস্ত হইতে অপসৃত হইবে না। যাহারা মনে করেন, আমরা বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীগণের অধিকার সঙ্কোচ করিবার জন্য নানা প্রকার বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছি, তাঁহাদিগকে তত বুদ্ধিমতী বলিয়া প্রতীতি হয় না। এ কথা তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন, স্বয়ং প্রকৃতি যে শাসন ভার অর্পণ করিয়াছেন, কাহারও সাধ্য নাই যে তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করে। এতকাল নরনারী সমাজের বিভাগ হয় নাই, বিভাগ হইবার উপযুক্ত কালও পূর্ব্বে সমাগত হয় নাই। এখন বিভাগের কাল উপস্থিত। এই জন্য স্ত্রী পুরুষ উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। যাঁহারা উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা মধ্যস্থ হইয়া বলিবেন, আর ভগিনী-গণ ভ্রাতৃগণ বিবাদ বিসম্বাদ করিও না, এই দেখ আমি তোমাদের মীমাংসা করিয়া দিতেছি। দেখিতেছ, তোমাদের সম্মুখে দুইটি রাজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে—জ্ঞান রাজ্য ও হৃদয় রাজ্য। পুরুষগণ কঠোর প্রকৃতি সম্পন্ন, প্রকৃতি তাঁহাদিগকে কঠোর চিন্তাদিতে সমর্থ করিয়াছেন।

ভগিনীগণ! জ্ঞানরাজ্যের ভার তোমরা তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। তোমাদিগের জন্য হৃদয় রাজ্য রহিল। মনে করিও না তোমরা ক্ষুদ্র রাজ্যের ভার প্রাপ্ত হইলে, গম্ভীররূপে বিবেচনা কর দেখিবে, তোমাদের রাজ্য শাসনের অধীনে থাকিয়াই জ্ঞান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। সাধ্য নাই, জ্ঞান রাজ্য স্বীয় প্রতাপ বিস্তৃত করে, যদি হৃদয় রাজ্য তাহার সহায় না হয়। তোমরা এই রাজ্য পাইয়া সমুদায় জ্ঞান রাজ্যের প্রজাকে অনুশাসিত করিবে, এমন কি তাহারা আহ্লাদপূর্ব্বক তোমাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে চির দিন বাস করিবে।

ভগিনীগণের মধ্যে অনেকে মনে করিতে পারেন, 'মধ্যস্থ বাক্‌ছলে আমাদিগকে উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন, আমরা কি তবে জ্ঞানের অধিকারিণী হইব না? আমাদের এত দুর্দ্দশা কেন? জ্ঞান না থাকাতেই কি নয়? জ্ঞানহীন হইলে অনায়াসে অন্যের দাস হইতে হয়, ইহা পৃথিবীর ইতিহাস কি বলিয়া দিতেছে না?' কে বলিল তোমরা জ্ঞানে বিভূষিত হইবে না? যদি তোমরা জ্ঞান শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হও, তবে আর বিবাদের মীমাংসা হইল কোথায়? সেই বিবাদ পূর্ব্বেও ছিল, আজও সেই বিবাদ রহিয়া গেল। যদি দুই রাজ্যের মধ্যে চিরসন্ধি সংস্থাপিত না হইল, উভয় রাজ্য উভয়ের অভাব সকল পরিপূরণ না করিল, জ্ঞান রাজ্যের পণ্য সকল যদি হৃদয় রাজ্যে গিয়া উপস্থিত না হইল, এবং হৃদয় রাজ্যের পণ্য সকল যদি জ্ঞান রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত না করিল, তবে যে সকলই ব্যর্থ হইল। পুরুষগণ কঠোর পরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জন করিলেন, স্ত্রীগণ তাহার অধিকারিণী হইলেন, স্ত্রীগণের যাহা কিছু পুরুষগণ গ্রহণ করিলেন, উভয়ের চিরসন্ধি চির সম্মিলন সংস্থাপিত হইল, আর বিবাদ বিসম্বাদ কোথায়? দেখ জ্ঞানরাজ্য প্রেমের রাজ্য—সুখ শান্তি আনন্দের রাজ্য হইল।

যাহা বলিলাম, তাহাতে হৃদয় রাজ্যের প্রেমরাজ্যের বিস্তার স্ত্রীগণের উপরে নির্ভর করে বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু অনেকে বলিবেন, যে ইতিহাস তো ইহার সত্যতার প্রমাণ দিতেছে না। মনুষ্য মণ্ডলীতে শান্তি রাজ্য—প্রেমরাজ্য সংস্থাপনের জন্য পুরুষেরাই প্রথমতঃ আপনাদিগের শোণিত অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু ভগিনীগণ! একবার সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ,

এই ধর্ম্মবীরগণ কাহাদের নিকটে আপনাদিগকে চিরকৃতজ্ঞ মনে করেন? তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা বলিবেন "আমরা স্ত্রীগণের হৃদয় এবং পুরুষগণের দৃঢ়তা লইয়া এই কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ শোণিত পাত, যেখানে আমরা অগ্রসর বলিয়া পৃথিবীর লোকে আমাদিগকে প্রশংসা করে, সেখানে স্ত্রীগণ যদি আমাদিগকে তাঁহাদের হৃদয় না দিতেন, আমরা পৃথিবীর শোকতাপ দুঃখে সমদুঃখী হইতে পারিতাম না।" অধিক কথা নিষ্প্রয়োজন, তাঁহারা তাঁহাদের চির কৃতকার্য্যতা কাহাদের উপরে নিক্ষেপ করেন? তাঁহারা পুরুষপ্রকৃতিতে সংগ্রাম শোণিত পাত করিয়া যে পন্থা পরিষ্কৃত করিলেন, যে রাজ্য আবিষ্কার করিলেন, তাঁহারা নিশ্চয় জানেন, যদি ভগিনীগণ উহার ভার লইয়া রক্ষা না করেন, চির দিন সে রাজ্য পৃথিবীতে তিষ্ঠিবে না। এই জন্য মহল্লোক সকল প্রেমরাজ্য পরিবার মধ্যে সংস্থাপন করেন, এবং পরিবারে যাঁহারা পার্থিব কর্ত্রী, তাঁহাদিগেরই হস্তে ঐ রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হয়।

এখন দেখা যাউক, আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের সহিত উল্লিখিত বিষয় সকলের কি সম্বন্ধ? কঠোর দুর্ব্বিনীত, দুর্দ্ধর্ষ পুরুষগণকে, কোমল, বিনীত, সুশীল করা স্ত্রীগণের কার্য্য। প্রমত্ত হস্তীকে আলানবদ্ধ করিয়া অল্পে অল্পে তাহাকে শান্তপ্রকৃতি করা কিছু সাধরণ কথা নয়। স্ত্রীগণের এইটী দুরপনেয় প্রকৃতি। সকলদেশের সকল জাতিতে স্ত্রীগণ বীরপুরুষকে স্বামিত্বে বরণ করিতে চিরাকাঙ্ক্ষী। শুনিতে পাওয়া যায়, ইংলণ্ডীয়া স্ত্রীগণ এক জন সৈনিক পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে পারিলে, আপনাদিগকে কৃতকৃত্য মনে করেন। ইহার মধ্যে আমরা কি দেখিতেছি? তাঁহারা যত দূর কঠোরতা দুর্দ্ধর্ষতা জয় করিতে পারেন, ততই তাঁহাদের প্রকৃতি চরিতার্থ হয় বলিয়া তাঁহাদের আনন্দ। স্ত্রীগণের অসন্তোষ, দুঃখ কষ্ট কিসে? দারিদ্র্যে? তাহা নহে, পুরুষকে বিনীত ও শান্ত করিতে সমর্থ না হইলে। যদি ইহাই হয়, তাহাহইলে পুরুষগণের সংশোধনের ভার সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীগণের হস্তে নিপতিত হইতেছে। যাহাতে এই সংশোধনের কার্য্য তাঁহারা সমাধা করিতে পারেন, তদ্রূপ শিক্ষা লাভ করা স্ত্রীগণের পক্ষে একান্ত উপযোগী। (ক্রমশঃ)

জ্যোতিষ।

বুধ গ্রহ।

বুধ ও শুক্র গ্রহকে নিম্নগ গ্রহ বলে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এরূপ বলিবার কারণও সেই খানেই উল্লিখিত আছে। এই দুই গ্রহ সূর্য্যের অতি নিকটবর্ত্তী। প্রথমে বুধ গ্রহ তার পর শুক্রগ্রহ সূর্য্যের নিকটে। বুধ গ্রহ সকল গ্রহ অপেক্ষা ছোট, ইহার ব্যাস দেড় সহস্র ক্রোশাপেক্ষা কিছু বেশী। বুধ গ্রহ সূর্য্য হইতে এককোটী পঁচাশি লক্ষ ক্রোশ অন্তরে। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে ইহার প্রায় ৮৮ দিন অর্থাৎ পূর্ণ ৩ মাস লাগে। সুতরাং আমাদের ৩ মাসে ইহার এক বৎসর এবং যত গ্রহ আছে সর্ব্বাপেক্ষা বুধ গ্রহের বৎসর ছোট। কিন্তু ইহার দিন ২৪ ঘণ্টা-তেই হইয়া থাকে। সূর্য্যের চারিদিকে যে পথে বুধ গ্রহ ঘোরে, উহার পরিমাণ এগার কোটী দশ লক্ষ ক্রোশ। বুধ গ্রহ ঘণ্টায় কত ক্রোশ চলে দেখিতে গেলে এগার কোটী দশলক্ষ ক্রোশকে প্রথমতঃ ৮৮ ভাগ করিতে হইবে। কেন না সমুদয় পথটি ভ্রমণ করিয়া আসিতে উহার ৮৮ দিন লাগে। তাহাতে প্রতি দিনের গতির পরিমাণ পাওয়া গেল। এই দিনের গতিকে ২৪ দিয়া ভাগ করিলেই ইহা প্রতি ঘণ্টায় কত দূর যায় অনায়াসে পাওয়া যায়। এই অনুসারে এগার কোটি দশ লক্ষকে ৮৮ ভাগকরিয়া বারো লক্ষ একষট্টি হাজার তিন শত ক্রোশ অপেক্ষা কিছু বেশী পাওয়া গেল। ইহা বুধ গ্রহের প্রতি দিনের গতি। এই প্রতি দিনের গতিকে ২৪ দ্বারা ভাগ করিলে, বায়ান্ন হাজার পাঁচ শত ক্রোশের অধিক প্রতি ঘণ্টার গতি হইল। সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে ও সূর্য্যাস্তের পরে দুই ঘটিকা মাত্র এই গ্রহ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার বর্ণ অত্যুজ্জ্বল রৌপ্য সদৃশ। ইহার আলোক এবং উষ্ণতা পৃথিবীর আলোক ও উষ্ণতা হইতে শত গুণ। আমাদের ন্যায় কোন জীব এই গ্রহে কখন বাস করিতে পারে না। কিন্তু তাহা বলিয়া উহাতে যে কোন প্রকারের জীব নাই, এরূপ বলিতে পারা যায় না। আমরা জলের মধ্যে অতি অল্প ক্ষণের জন্যও বাস করিতে পারি না ইহা বলিয়া কি জল জীবশূন্য? আগ্নেয়গিরি হইতে গলিত বস্তু নিঃসৃত

হয়। তাহার মধ্যে কোন কোন সময়ে জীবিত মৎস্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ধাতু দ্রব হইয়া যায় এমন উষ্ণতার মধ্যে যখন জীব জীবিত থাকে, তখন বুধ গ্রহের উষ্ণতার মধ্যে তদুপযোগী জীব বাস করিবে আশ্চর্য্য কি? বুধ এবং ইহার পরস্থিত শুক্র গ্রহ সর্ব্বদা ঘোরতর মেঘে আবৃত থাকে। অনেকে অনুমান করেন, এই মেঘের আবরণে সূর্য্যের কিরণের তীক্ষ্ণতা ও সমধিক ঔজ্জ্বল্য নিবারিত হয়, সুতরাং তথায় আমাদের ন্যায় শরীরী জীব বাস করা সম্ভব। সমধিক চাকচিক্য বশতঃ এই দুই গ্রহ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করা অতি সুকঠিন। ইহাতে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা উহাদের উপরি ভাগ দর্শন করি না, উহাদের মেঘের আবরণ মাত্র দেখি। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ হর্শেল সাহেব বলেন, এই কারণে ইহাদের অক্ষোপরি ভ্রমণও নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ হইতে পারে না। অনেকে এই দুই গ্রহের উপর পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায় বলেন এবং তাহার উচ্চতা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করেন, তাহা আরও অনিশ্চয়।

মনুষ্যের কেশ।

মনুষ্যের মস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কেশের আকৃতি ও বিচিত্র বর্ণ দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহা এত বিভিন্ন প্রকার, প্রত্যেক প্রকারের বর্ণের এরূপ তারতম্য এবং গুণের এরূপ ইতর বিশেষ যে সে সমস্ত যে এককারণ হইতে উৎপন্ন হয় ইহা আপাততঃ কোনমতেই বিশ্বাস হয় না। কাহার কাহার কেশ দীর্ঘ, রেশমের ন্যায়, সুন্দর, ঢেউখেলানে, সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত; কাহার কাহার খাঁট, শক্ত, অল্প সংখ্যক এবং দেখিলেই বোধ হয় চিরুনি কিম্বা ব্রুস্ কোন জন্মে তাহার ধারে ঘেসিতে চায় না। চুলে মানুষের যেমন বিভিন্নতা এমন আর কিছুতেই নহে। এই চুল কত জনের মাথায় আবার কত ভাবেই থাকে! কাহার কপালে ছাঁছ কাটার ন্যায় এবং নাকের সঙ্গে সমকোণ; কাহার পশ্চাৎদিকে নত হইয়া রগটিও তাহার শিরা প্রকাশ করে; কাহার কোঁকড়াইয়া কোঁকড়াইয়া মাথার উপর দিকে তোলা; বৃদ্ধের শুভ্রবর্ণ কেশ গুচ্ছ আম্র মুকুলের

ন্যায় দোদুল্যমান। পুরুষের মাথায় এত প্রকার। নারী জাতির ফিতা, জরী, চুলের দড়ী ও কেশ বিন্যাসের কত প্রকার ধরণ, ইহাতে তাহাদিগের যে আরও বিচিত্র হইবে সন্দেহ কি? রমণীগণের মধ্যে কেহ কৃষ্ণের ন্যায় সম্মুখে চুড়া বাঁধেন, কেহ টোপরের ন্যায় তাহা মাথার উপর সংস্থাপন করেন, কেহ যুক্ত বেণী, কেহ মুক্তকেশী। ইহাঁদের খোপা আবার কত রকমেরই! ঈশ্বর যাহাকে যে প্রকার রূপ প্রদান করিয়াছেন, তদুপযোগী বর্ণের কেশ রচনা করিয়া আবার তাহার কিছু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। এইজন্য চুলে কলপ দিলে তাহা অস্বাভাবিক বর্ণ বলিয়া দেখিতে কদাকার হয়।

কেশের বিচিত্র বর্ণ জলবায়ু ও জাতীয় প্রকৃতির উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। যত উষ্ণ কটিবন্ধের দিকে যাওয়া যায়, কেশ ততই কৃষ্ণবর্ণ; যত শীতল দেশ, ততই কটা বা হরিদ্রা। নিগ্রো প্রভৃতি কোন কোন জাতির চুল একই প্রকার। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের লোকের সকলেরই চুল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। চুল দেখিতে সামান্য হইলেও কোন কোন বিষয়ে ইহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের পথ দেখাইয়া দেয়। প্রাকৃতিক ভূগোল বেত্তারা চুলদ্বারা মনুষ্য জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেন।

প্রত্যেক চুলের গোড়ায় এক একটি নল মাথায় পোতা আছে, তাহাতে রঙের মসলা আছে। একটী অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে এক গাছি চুলে ৩।৪ গাছি চুল গাঁথা ও থাক থাক সাজান দেখা যায়, এবং তাহার গা খাজুর খাবির মত কর্কশ। এক গাছি চুলের উপর হইতে গোড়ার দিকে আঙুল বুলাইলে এই চুলের দাঁত গুলি হাতে ঠেকে। যাহারা পরচুল তৈয়ার করে, ইহা না জানিলে চুল ঠিক্ বসাইতে পারে না। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে পরচুল পরিধানের প্রথা প্রচলিত হইলে অনেক দিন লোকে এ বিষয় অবগত ছিল না, পরে একজন ইংরেজ এই সঙ্কেত বাহির করিলে সকলে তাহা জানিল এবং সেই অবধি পরচুল চোস্ত ও পরিষ্কার হইতে লাগিল। অনুবীক্ষণ দিয়া চুলের মূল দেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহা স্বচ্ছ দেখায় এবং তন্মধ্যে ছোট২ চাপটা২ খোপে কতকগুলিতে অল্প ও কতক গুলিতে অধিক রঙ দৃষ্ট হয়। যে সকলের খোপে রঙিল পদার্থ না থাকে,

তাহা পাকিয়া শুভ্র বর্ণ হয়। যদি কতক গুলি চুলে কাল রঙ্ থাকে ও তাহার নিকটস্থ আর কতক গুলি চুলে না থাকে, তাহা হইলে চুল কটা হয়, যেমন পীত ও লোহিত মিশিয়া পাটল এবং পীত ও নীলে হরিৎ বর্ণ হয় ইহাও সেইরূপ।

চুল ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। মস্তক সুস্থ অবস্থায় থাকিলে অতিরিক্ত চুল আপনা আপনি পড়িয়া যায়। পাখীর পালক বা সাপের খোলস আপনা আপনি যেমন খুলিয়া যায় এবং নূতন হইয়া জন্মে, মনুষ্যের চুলও সেইরূপ। দাড়ীর চুল এক বৎসরে ৬৷৷০ বুরুল বাড়ে। নাপিতের ক্ষুর যদি তাহাতে বসান না হয় এবং স্বভাবের নিয়মানুসারে চুল বাড়ে তাহা হইলে ৭০ বৎসর বয়সের লোকের দাড়ী প্রায় ১৭৷১৮ হাত হইবে। গল্পে শুনা যায় কতকগুলি লোকের ১৮ হাত হউক না হউক অতি বৃহৎ দাড়ী ছিল। এক জন ওলন্দাজ ভূম্যধিকারীর এত বড় দাড়ী ছিল যে উপরের সিড়ীতে উঠিতে২ তিনি দাড়ী মাড়াইয়া পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার ঘাড়টী ভাঙ্গিয়া গেল। ইডামের এক জন বিখ্যাত সূত্রধরের ছয় হাত লম্বা দাড়ী ছিল, কিন্তু তিনি বুদ্ধি পূর্ব্বক ইহা একটী থলিয়ার মধ্যে রাখিতেন এবং কাজ কর্ম্ম করিবার সময় গুটাইয়া বাঁধিতেন। ফ্রান্সের রবার্টের শুভ্রবর্ণ বৃহৎ দাড়ী ছিল, তিনি যুদ্ধের সময় তাহা খেলাইয়া দিতেন এবং বাতাসে এক খানি রৌপ্য চাদরের মত উড়িত। জর্ম্মনির সম্রাট পঞ্চম চারল্সের সময়ে কোন চিত্রকর ছিল, তাহার দাড়ী মাটী স্পর্শ করিয়া এতটা বেশী থাকিত, যে সে তাহা গুটাইয়া সোণার চেনের সহিত কোমর বন্দ করিয়া রাখিত। সর্ব্বদেশে চুল স্ত্রীলোকদিগের একটী বিশেষ শোভার সামগ্রী। ইহাঁদের বৃহৎ চুলের আরও আশ্চর্য্য বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা গল্পে শুনিতে পাই একটী রমণীর চুল সরোবরের এক পার হইতে অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইউরোপীয় গল্পের মতে ৭৷৮ হাত লম্বা চুল অনেক সুন্দরীর ছিল। একটী রমণীর বর্ণনা শুনা যায়, চারি হাত চুল ছিল এবং তিনি আপনাকে চুলের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে লুকাইয়া রাখিয়া প্রণয়িকে চমৎকৃত করিতেন। গল্প কথায় অতি বর্ণনা থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা এদেশে এমন সুন্দরী সকল ও দেখিতে

দেখিতে পাই, যাঁহাদের কেশদাম পাদদেশ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া কখন কখন ভূমি স্পর্শও করে।

এক গাছি চুলে অনেক ভার ঝুলিতে পারে এবং চুল যত অধিক বয়সের হয়, তত অধিক ভার সহিতে পারে। চুলের স্থিতি স্থাপকতা গুণ আছে। এক বুরুল চুলকে টানিয়া দশ বুরুল করা যায়, তথাপি তাহা ছিঁড়িবে না।

সাধারণতঃ শরীরের স্বাস্থ্যের সহিত চুলের যে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহার সন্দেহ নাই। ইহার বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপারের অদ্যাপি অনুসন্ধান হয় নাই, তাহা জানিতে পারিলে চিকিৎসা শাস্ত্রের বহু উপকার হইবে। শরীর অসুস্থ হইলে চুলের বিবর্ণতা দেখাযায়। পীড়া হইলে চুলের চাক্‌চিক্য থাকে না, ইহা ভিজা, শুষ্ক বা মলিন হইয়া যায়। কাশ রোগে চুল প্রচুর পরিমাণে বাড়ে, মাথার ব্যারাম হইলে চুল ফেলিতে হয়। চুলের সঙ্গে শরীরের এমন সম্বন্ধ, যে ইহার যথোপযুক্ত বর্দ্ধনে বিশেষ যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত বিধেয় বলিয়া বোধ হয়।

মনের ভাবোদ্রেকের সঙ্গে চুলের বর্ণান্তর হইবার আশ্চর্য্য কথা শুনা যায়। হঠাৎ কোন ভয়ঙ্কর বিপৎপাত শ্রবণ করিলে চুল শাদা হয়। মনের দারুণ যন্ত্রণায় সমুদায় শারীরিক প্রকৃতি বিপর্য্যস্ত হইয়া ইহা এককালে অথবা ক্রমশঃ সংঘটন করে। কবিবর বায়রন্ তাঁহার এক কয়েদীর মুখে বর্ণন করিয়াছেন।

পাকিয়াছে কেশ মম, বয়সেতে নয়,
এক রজনীতে নহে এই বিবর্ত্তন,
আকস্মিক ভয়ে যথা ঘটে মানবের।

এই দুই প্রকারে চুল পাকিবার অনেক গুলি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত পাঠ ও প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। একজন স্পেনীয় ভদ্রলোক কোন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের সহিত কুভাবে দেখা করিতে গিয়া ধৃত এবং মৃত্যু দণ্ড প্রাপ্ত হন, ভয়ে এক রাত্রে তাহার চুল শাদা হইয়া যায়। সার টমাস্ মুরের চুল এক রাত্রে পাকে। স্কট রাজ্ঞী মেরী বিষম পরীক্ষায় পড়িয়া অকালে পক্বকেশ হইয়াছিলেন। নাবারের হেনরীর নিকট হঠাৎ একটী দুর্ঘটনার সংবাদ আসাতে কয়েক ঘণ্টা মধ্যে তাঁহার গোঁপ দাড়ী পাকিয়া গেল। একটী

নিগ্রোর আহার কালে কোন দুর্ঘটনা ঘটাতে দাড়ী শাদা হইয়া গেল। একটী রমণীর বিবাহের আয়োজন প্রস্তুত, এমত সময়ে তিনি শুনিলেন যে যে জাহাজে তাঁহার বর আসিতেছিলেন, তাহা জলমগ্ন ও তত্রত্য সকল আরোহী গতাসু হইয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণে ৫ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার কেশ জাল কেম্ব্রিকের চাদরের মত শুভ্রবর্ণ হইয়া গেল। একটী কামিনী প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া তাঁহার ভগিনীকে পার্শ্ব দেশে মৃত কলেবর দেখিলেন, অল্পক্ষণ মধ্যে তাঁহার চুল শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল। আমরা যে ইংরেজ লেখকের প্রবন্ধ হইতে এই আশ্চর্য্য বিবরণ গুলি সংগ্রহ করিলাম, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন একটী প্রিয়দর্শন ছাত্র আশা ও উদ্যমে পূর্ণ হইয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছিল, হঠাৎ শুনিল তাহার পিতা দেউলিয়া হইয়াছে এবং আত্মহত্যা করিয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যে তাহার মস্তকের সমুদায় কেশ সম্পূর্ণ শাদা হইয়া গেল। একটী বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার হঠাৎ হতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িলে কয়েক মাসের মধ্যে কনিষ্ঠ কন্যাটীর কেশ শুভ্রবর্ণ হইল। একটী যুবতী পিতামাতার অনভিমতে কোন ব্যক্তির পাণি গ্রহণ করেন। পরে স্বামীকে নিতান্ত জঘন্য চরিত্র দেখিয়া অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার মাথার চুল তুষারের মত শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল।

যেমন কাল চুল হঠাৎ শাদা হয়, তেমনি পাকা চুলও হঠাৎ কাল হইয়া যায়, ইহারও কয়েকটী দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। জন উইক্‌স নামে এক ব্যক্তি ১১৪ বৎসর জীবিত ছিল, তাহার শেষ বয়সে পুনরায় অল্প বয়সের ন্যায় কাল চুল জন্মে। সুশান এডমণ্ড্‌স্ নামে একটী স্ত্রীলোকের পাকা চুল ৯৫ বৎসর বয়সের সময় পুনরায় শ্যামবর্ণ হয়। আমরা স্বচক্ষে একটী বৃদ্ধকে দেখিয়াছি, তাহার পাকা চুল মধ্যে মধ্যে কাল হইত এবং আবার শাদা হইয়া যাইত। ভাল আহার দ্বারা যখন শরীরের একটু পুষ্টি হইত, তখনি প্রায় তাঁহার মাথায় কাল চুল গজাইত।

শারীরিক কার্য্য প্রণালীর যখনি একটী আকস্মিক বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়, তখনি এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, যে শরীরের সুস্থতা অসুস্থতা জ্ঞাপন জন্য অন্যান্য অঙ্গ যেমন, চুলও তেমনি সহকারী।

আলেক্ জাণ্ডার সেলকার্ক।

(ইংরাজ কবি কাউপার হইতে অনুবাদিত।)



যা দেখি মেলিয়া আঁখি আমারি সকল,
কেহ নাই বিরোধিতে মম অধিকার,
আসমুদ্র দ্বীপস্থলবাসী জীব দল,
পশু পক্ষী সবে হেথা অধীন আমার।
বিজনতা! কোথা তব সে মোহন বেশ,
মোহিত যাহাতে পুরাখ্যাত ঋষিচয়,
এ ভীষণস্থলে রাজ্যে নাহি সুখ লেশ,
ভাল সে বিপদ ভয় পূর্ণ লোকালয়।

নরের অগম্য স্থানে আমি উপনীত,
একাকী জীবন ব্রত করি উদ্‌যাপন,
আপনার স্বরে হই আপনি চকিত,
না শুনি অমিয়ময় মনুষ্য বচন।
ক্ষেত্র পরে দলে দলে চরে পশুচয়,
চোয় মোর পানে শূন্য উদাস নয়নে,

মানুষের সহ কভু নাহি পরিচয়,
তাদের আদরে ঘৃণা উপজয় মনে।

সমাজ, বন্ধুতা, প্রেম দম্পতি ভূষণ,
মর্ত্তেতে স্বর্গের দান, অমূল্য অক্ষয়,
কপোতের পাখা যদি পেতাম এখন,
কত সুখে তুষিতাম আকুল হৃদয়।
মনের গভীর দুঃখ করিতাম নাশ,
জ্ঞানধর্ম্ম পথে সদা করি বিচরণ,
লভিতাম অভিজ্ঞতা বৃদ্ধজন পাশ,
আমোদ অশেষ বিধ সহ যুবগণ।

ধর্ম্ম ! কি অব্যক্ত ধন আছে সংগোপিত,
সুধাময় এ মধুর নামের অন্তরে,
সুবর্ণ রজত হীরা হয় পরাজিত,
অমূল্য এ রত্নপ্রভা যেখানে বিহরে।
দেব মন্দিরের ঘোর ঘণ্টার নিনাদ,
এ প্রান্তরে কোন কালে না শুনি শ্রবণে,
মরণে এখানে কেহ না করে বিষাদ,
নাহি হাসে শুভ পর্ব্ব দিন আগমনে।

বায়ুদল ! মম সাথ কর উপহাস,
সাধ মম এক হিত যাচি যোড়করে,
যে দেশ দর্শনে হায় হয়েছি নিরাশ,
তার শুভবার্ত্তা বল আমার গোচরে।
প্রিয় বন্ধুগণ মম, এখন তখন,
চায় কি, ভাবে কি তারা এই অভাগারে ?
দেখিতে না পাই কেহ বলিতে আপন,
'আছে মিত্র' বলি তবু আশ্বাস আমারে।

উহহ মনের গতি কিবা বেগবতী,
তুলনে ইহার সাথ আঁটে সাধ্য কার?
ঝটিকা পশ্চাতে রয়, হয়ে হীনগতি,
আলোকের তীর হারে নিকটে ইহার।
স্বদেশের কথা মনে ভাবি যেই ক্ষণে,
মুহূর্ত্তেতে তথা যেন হই অবস্থিত,
কিন্তু দুঃখাকর স্মৃতি জাগে সদা মনে,
নিরাশ সাগরে চিত্ত করে নিমজ্জিত।

সাগরিক পক্ষী নিল কুলায়ে আশ্রয়,
যে যাহার বিবরে পশিল পশুগণ,
এখানেও বিরামের আছে সুসময়,
আমিও কুটিরে যাই, করিতে শয়ন।
বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের করুণা অপার,
করুণা—আশার জ্যোতি—উৎসাহ জনন,
বিপদ আঁধারে করে সুখের সঞ্চার,
রাখে তুষ্ট নিজভাগ্যে মানবের মন।

গণিত।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে গণিত শিক্ষা যে নিতান্ত আবশ্যক ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। তাঁহারা যাহাতে সহজে অঙ্ক কসিবার কতকগুলি সঙ্কেত শিখিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সাহায্য করিতে আমরা নিতান্ত অভিলাষী। কিন্তু একথা তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে বলিয়া রাখা ভাল, যে বারংবার চালনা ভিন্ন কোন বিষয় আয়ত্ত করা যায় না। ইহা অন্যান্য বিদ্যার পক্ষে যেমন, অঙ্কবিদ্যার পক্ষে তদপেক্ষা অধিক করিয়া বলিতে হয়। আমরা একটী নিয়ম বা সঙ্কেত দেখাইয়া দিব, সেইরূপ আর দশটী আপনা হইতে করিলে তবে পাকা শিক্ষা হইবে। এস্থানে আমরা অঙ্ক কসিবার মূল সঙ্কেত কয়ে-

কটী দেখাইয়া দিতেছি, পরে যে সঙ্কেতে কাজের গণনা পড়া করা যাইতে পারে তাহা প্রদর্শন করিব।

অঙ্ক বিদ্যা শিখিবার প্রথমে এই ছয়টী বিষয় শিখিতে হইবে, অঙ্ক রাখা, অঙ্ক ডাকা, যোগ, বিয়োগ, গুনন ও ভাগ।

১। অঙ্ক রাখা।

১ এক হইতে ১০০ এক শত লিখিতে শেখ এবং নীচের কয়টী সঙ্কেত মুখস্থ কর।

১	এক	এক	অঙ্ক
১০	দশ	দুই	"
১০০	শত	তিন	"
১০০০	সহস্র বা হাজার	চারি	"
১০০০০	অযুত	পাঁচ	"
১০০০০০	লক্ষ	ছয়	"
১০০০০০০	নিযুত	সাত	"
১০০০০০০০	কোটী	আট	"

যদি আট কোটী ছয় লক্ষ পাঁচ হাজার তিন শত ছয় রাখিতে হয়, কোটী আট অঙ্কে অতএব প্রথমে আটটী শূন্য রাখ এবং অষ্টম, ষষ্ঠ, চতুর্থ ও তৃতীয় শূন্যের উপরে যথা ক্রমে কোটী, লক্ষ, সহস্র ও শত, ইহাদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন কো, ল, স ও শ লেখ। কোটীর নীচে ৮, লক্ষের নীচে ৬, সহস্রের নীচে ৫, শতের নীচে ৩, এবং এক স্থানে ৬, রাখ। পরে যে কয়টী অঙ্ক বলা হয় নাই, তাহার স্থানে এক একটী শূন্য দেও। দশ, অযুত ও নিযুত স্থানে শূন্য পড়িল। এই সঙ্কেত মনে রাখিয়া অঙ্ক রাখিতে অভ্যাস করিলে, শীঘ্র শিখিতে পারিবে। প্রথম প্রথম একটু মৌখিক উপদেশ আবশ্যক।

```
কো  ল  স  শ
০,০ ০,০ ০,০ ০০
৮  ৬  ৫  ৩  ৬
৮,০৬, ০৫, ৩, ০৬
```

২। অঙ্ক রাখা।

প্রথম ১ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত মুখস্থ কর, পরে ক্রমে বড় বড় অঙ্ক ডাকিতে পারিবে।

যদি ১,২৩,৪৫,৬৭৮, এই অঙ্কটী ডাকিতে হয়, ডাইন দিক হইতে গণিতে আরম্ভ কর। অগ্রে এক দশ শত এই তিন অঙ্ক গণিলে ছয়শত আটাত্তর হইবে। পরে যেমন দাগ দেওয়া হইয়াছে ঐরূপ একটী দাগ দিয়া সহস্র বা হাজারের দুইটী অঙ্ক লও, পঁয়তাল্লিস হাজার পাইলে। আবার দাগ দিয়া লক্ষের দুই অঙ্ক লও, তেইশ লক্ষ পাইলে। পরে দাগ দিয়া যে অঙ্ক থাকিবে তাহা কোটী, এখানে এক কোটী। এই সকল অঙ্ক এখন একত্র করিলে এক কোটী,তেইশ লক্ষ, পঁয়তাল্লিস হাজার, ছয়শত আটাত্তর হইল।

৩। যোগ।

৪ ৫ ৬ ৮
৭ ৩ ২ ৫
৪ ৯ ১ ৬
২ ৪ ৭ ১
———
১৯, ২৮০

প্রথমে একের নীচে এক, দশের নীচে দশ, শতের নীচে শত, সহস্রের নীচে সহস্র এইরূপে সাজাইয়া রাখ। পরে কসি টানিয়া ডাইন দিক্ হইতে উপর হইতে নীচে এক এক অঙ্ক গণিয়া যাও। আট ও পাঁচ ১৩, তের ছয়ে ১৯, উনিস ও একে ২০, কুড়ীর শূন্য নামিল হাতে দুই। দুই আর ছয়ে ৮, আট ও দুয়ে ১০, দশ ও একে ১১, এগারো ও সাতে ১৮—আঠারর ৮ নামিল হাতে এক। একে পাঁচে ৬, ছয়ে তিনে ৯, নয়ে নয়ে ১৮, আঠারো ও চারি ২২-বাইশের দুই হাতে দুই। দুয়ে চারি ৬, ছয়ে সাতে ১৩, তেরো চারি ১৭, সতের ও দুয়ে ১৯-উনিশের নয় নামিল হাতে এক। শেষে একও নামিল, যোগ করিয়া উনিশ হাজার দুইশত আশী হইল। (১)

অঙ্কের মধ্যে মধ্যে শূন্য থাকিলে যোগের সময় তাহা ধরিতে হইবে না, কেন না শূন্য অর্থ কিছুই নয়।

---

(১) বৃদ্ধ অঙ্গুলিদ্বারা প্রত্যেক অঙ্গুলির পর্ব্ব ও অগ্র ভাগ ধরিয়া চারি চারি অঙ্ক গণা যায়, ইহাতে এক হাতে ১৬ অঙ্ক পর্য্যন্ত যোগ করা যায়, হাতে

৪। বিয়োগ।

৯৮৭৬ হইতে ৭৫৩২ বিয়োগ কর অর্থাৎ বাদ দেও।

৯৮৭৬
৭৬৩২
———
২৩৪৪

প্রথমে এক দশ শত সহস্র ঠিক্ নীচে নীচে রাখ। পরে ৬ হইতে ২ গেলে ৪ নামিল, ৭ হইতে ৩ গেলে ৪, ৮ হইতে ৫ গেলে ৩ এবং ৯ হইতে ৭ গেলে ২ নামিল। বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থাৎ বাকী ২৩৪৪ রহিল।

৯১০২৩
৮২৩১৪
———
১৪৭০৯
———
৯১০২৩

দ্বিতীয় অঙ্কটী কিছু কঠিন। প্রথমে ৩ হইতে ৪ বাদ দেওয়া যায় না, অতএব ২ দশের নিকট একটী দশ ধার লইয়া ১৩ ধরা হইল। ১৩ হইতে ৪ গেলে ৯ রহিল। উপরে এক দশ ধরা হইয়াছে, অতএব হাতে এক দশ বলিয়া নীচের দশের সঙ্গে যোগ করা হইল। একদশ ও একদশে ২ দশ হইল। ২ দশ হইতে ২ দশ লইলে হাতে শূন্য, তাহাই নামিল। পরে শূন্য হইতে ৩ বাদ দেওয়া যায় না, অতএব ০ কে ১০ ধরিয়া ৩ বাদ দিলে ৭ নামিল। হাতে ১, ও ২ যোগে ৩ হইল, ৭ হইতে ৩ লইলে ৪ রহিল। অবশেষে ৯ হইতে ৮ গেলে ১ রহিল। খরচ ও বাকী ঠিক্ দিলে জমার সঙ্গে মিল হইবে।

৫। গুণন।

নামতা অন্ততঃ দশ দশকে ১০০ পর্য্যন্ত শিখিয়া গুণনের অঙ্ক কসা চাই।

৫৩২ কে ৩ দিয়া গুণ কর।

৫৩২ ৩
৩
———
১৫৯৬

৩ দিয়া ডাইন দিক হইতে সকল অঙ্ক গুণ করিয়া যাও। ৩ দুগুণে ৬ নামিল, পরে ৩ তিনকে ৯, পরে ৩ পাঁচ পনের নামিল। এক হাজার পাঁচ শত ছেয়ানই হইল।

---

৯ অবধি গণিতে শিখিলেই যথেষ্ট। ৭ ও ৯ যোগ করিতে হইলে ৯র পর আর সাত গণ। যথা (নয়) দশ, এগারো, বারো, তের, চোদ্দ, পনর, যোল। ৭র পর ৯ অঙ্ক গণিলেও যোল হয়, কিন্তু যত কম গণিতে হয়, ততই সুবিধা।

বেথুন সোসাইটী।

যে মহাত্মা বেথুন সাহেব কলিকাতায় একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, তাঁহারই স্মরণার্থে বেথুন সোসাইটী নামে কলিকাতায় একটী সভা আছে। তথায় এ দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্র লোকগণ একত্র সম্মিলিত হন এবং এদেশের হিতকর প্রস্তাব সকলের সমালোচন করেন। এ দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধনার্থ তথায় মধ্যে মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া থাকে। গত ২৮ মার্চ্চ বাবু কেশবচন্দ্র সেন 'ভারতবর্ষের সামাজিক ভাবী অবস্থা' বিষয়ে একটী অতি চমৎকার বক্তৃতা করিয়া অসংখ্য শ্রোতৃগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে নারীজাতি সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বিনির্গত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি।

এ দেশে স্ত্রীলোকে পুরুষকে শাসন করে না, একথা সত্য নহে। তবে ইংলণ্ডের ও এ দেশের রমণীগণের মধ্যে প্রভেদ এই, যে তাঁহারা সমাজের পবিত্রতা ও উচ্চভাব বর্দ্ধনের সহায়, ইহাঁরা কোমল ভাব বিস্তারে পটু। বাঙ্গালী পুরুষেরা স্ত্রীসুলভ কোমলতা যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্ত্রীজাতির সংসর্গে তাঁহাদিগের প্রকৃতি আর অধিক কোমল করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু উচ্চতর অভিপ্রায়ে নারীজাতির সহিত আমাদিগের সম্মিলন হওয়া আবশ্যক। নারীগণ আমাদিগের প্রকৃতিকে উন্নত করেন, চিন্তা সকল পবিত্র করেন, সাধু প্রতিজ্ঞা সকল সবল করেন, সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমাদিগকে পুরুষ করেন। আমরা তাঁহাদিগের প্রভাবে কোমলতার পরিবর্ত্তে দৃঢ়তা, স্ত্রৈণতার পরিবর্ত্তে পুরুষত্ব, ধর্ম্মভীকতার পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম সাহস লাভ করিতে চাই। স্ত্রীজাতির সহিত মিলনে এইরূপ মহত্ব লাভ হইয়া থাকে এবং এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহাদিগের স্বাধীনতার সপক্ষ। কেহ কেহ বলেন স্ত্রীলোকের দর্শনে সমাজ স্বভাবতঃ অপবিত্র ভাব ধারণ করে তিনি স্পষ্টাক্ষরে ইহার প্রতিবাদ করেন। স্ত্রীলোকগণ পুরুষদিগকে স্বভাবতঃ শাসন করিতে সক্ষম, অন্যান্য বিষয়ে একথা যেমন সত্য তাঁহারা আমাদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত করিয়া সকল প্রকার নিকৃষ্ট ভাব সমূলে বিনাশ করিতে পারেন ইহা ততোধিক সত্য। বস্তুতঃ স্ত্রীজাতির প্রভাবে মানব সমাজের পবিত্র ভাব যেমন অখণ্ডরূপে সংবর্দ্ধিত হয়, এমন আর কোন উপায়ে হইতে পারে না।

বিদ্যা, ধর্ম্ম, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয়ে পুরুষ জাতির সহিত স্ত্রীজাতির সাম্য ভাব রক্ষা করিতে না পারিলে জনসমাজের অসুখ ও গ্লানি যে ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে

থাকিবে, ইহা বক্তা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন এবং স্বার্থ উদ্দেশেও মাতা, স্ত্রী, ভগিনী প্রভৃতির উন্নতি সাধনে শ্রোতৃবর্গকে যত্নশাল হইতে বলিলেন। তিনি এতদ্দেশবাসিনী ইউরোপীয় রমণীগণকে এদেশের ভগিনীগণের উন্নতি সাধনরূপ মহৎ ব্রতে মনোযোগী হইতেও অনুনয় করিলেন।

নূতন সংবাদ।

১। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের অনুমতি ক্রমে বিচার পতি ফিয়ার, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু মনোমোহন ঘোষ এবং ডবলিউ সি বানর্জি বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ কমিটী রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁদের মতানুসারে এক্ষণ হইতে উক্ত বিদ্যালয়ের সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে।

২। ঢাকার নারান্দিয়া বালিকাবিদ্যালয়ে ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা লক্ষ্মী নাম্নী এক বৈষ্ণবীর কন্যা অধ্যয়ন করিত। তাহার মাতা তাহাকে বেশ্যা ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু সে তাহাতে কোন মতে সম্মত হইল না। অবশেষে সেই পাপীয়সী মাতা কয়েক জন দুষ্টের পরামর্শে তামাসা দেখাইবার ছল করিয়া তাহাকে শাখারী বাজারস্থ এক বেশ্যার বাটীতে রুদ্ধ করিয়া রাখে। বালিকা তথায় দুই দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া কোন আত্মীয়ের সাহায্যে পলায়ন পূর্ব্বক তাহার শিক্ষয়িত্রীর বাটীতে যায় এবং অবশেষে পুলিসের লোক ও কয়েক জন ব্রাহ্ম দ্বারা সুরক্ষিত হয়। আমরা বঙ্গবন্ধু পাঠে অবগত হইলাম দুর্বৃত্তা মাতা কন্যাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আদালতে নালিস্ করিয়াছিল, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব নালিস্ ডিস্‌মিস্ করিয়া কন্যাটীর যেখানে ইচ্ছা সেইখানে থাকিতে হুকুম দিয়াছেন।

৩। ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে (music) সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষার আরম্ভ হইয়াছে।

৪। গত ২৮এ মার্চ্চ শুক্রবার বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বেলী সাহেবের পত্নী সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে কিছু বলিয়াছিলেন।

বামাগণের রচনা।

মাঘোৎসবের প্রার্থনা।

করিতেছি বাস বটে এ দূর গ্রামেতে।
কিন্তু মম আত্মা আছে, ব্রহ্ম মন্দিরেতে॥

উৎসবের দিন আজি, ভ্রাতাভগ্নী সনে।
বসিতে, না পারিলাম হরষিত মনে॥
কেমনে সাহস বিনে, যাইব তথায়।
যাইতে যথায় সদা প্রাণ মম চায়॥
নিমন্ত্রণ পত্র যদি, পেতাম ভ্রাতার।
আরো মন ব্যাকুলিত, হইত আমার॥
পরাধীন না পারিনু যাইতে মন্দিরে।
ঘরে প্রভু দেখা দিতে হবে অভাগীরে॥
তাই আজি তাকাইয়া, তব মুখ পানে।
একাসনে, একাকিনী, বসেছি এখানে।
মম মন মন্দিরেতে, আইস হে নাথ।
কর শুভ মহোৎসব, আজি মম সাথ॥
সমস্ত দিবস যেন, থাকি তব সনে।
এই বাঞ্ছা পূর্ণ কর, কৃপা বিতরণে॥
মম হৃদি মন্দিরেতে, তব শ্রীচরণ।
ভক্তিভরে পারি যেন, করিতে দর্শন॥
প্রেমময় নামে আজি, পবিত্র উৎসবে।
মানব জীবন মম, সফল হইবে॥
মনে দাও এই আশা, আশ্বাসিত প্রাণে,
থাকি যেন চেয়ে তব, প্রেম মুখ পানে।
হৃদয়েতে দাও প্রভু, সাহসের বল।
ধর্ম্ম পথে থাকি যেন, হইয়া অটল॥
প্রভুর চরণে মন, করি সমর্পণ।
নিশ্চিন্ত হৃদয়ে যেন, থাকি সর্ব্বক্ষণ॥
হৃদয়ে এরূপ ভাব, দাও দিন দিন।
পবিত্র করিয়া মন, রাখি চির দিন॥
পিতা ভিন্ন কে বুঝিবে, কন্যার বেদনা।
কাহাকে জানাব আর হৃদয় যন্ত্রণা॥
প্রভুকে পাইলে মম, বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
ভুলিব হে বিষাদ যাতনা সমুদয়॥

পাটুরা
১১ ই মাঘ
১২৭৯

জনৈক শান্তি গৃহপ্রার্থিনী
অবলা।

৮ম ভাগ বামাবোধিনীর সংখ্যা অনুসারে সূচীপত্র।

বৈশাখ—১০৫ সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ—১০৬সংখ্যা।

আষাঢ়—১০৭সংখ্যা।

শ্রাবণ—১০৮ সংখ্যা।

ভাদ্র—১০৯ সংখ্যা।

আশ্বিন—১১০ সংখ্যা।

কার্ত্তিক—১১১সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ—১১২সংখ্যা।

পৌষ—১১৩ সংখ্যা।

মাঘ—১১৪ সংখ্যা।

৮ম ভাগ বামাবোধিনীর বিষয় অনুসারে সূচীপত্র।

৯। বিজ্ঞান।

১০। গৃহচিকিৎসা।

১১। পদ্য।

১২। বিবিধ।

১৩। নূতন সংবাদ।

১৪। বামাগণের রচনা।